Year 11 | Issue 16
17 - 23 MAY 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ১৬
০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
৩০ জুলক্বাদ ১৪৪৫হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

বৃটেনের যেখানেই বাংলাদেশী
সেখানেই আমরা

সিলেটে অস্বাভাবিক হারে হোলডিং ট্যাক্স বৃদ্ধি

প্রবাসীরা উদ্বিগ্ন

■ নগরীর ৬০ ভাগ বাসা-বাড়ি, দোকানের মালিক যুক্তরাজ্য প্রবাসীরা

■ বছরে ৬০০ টাকার ট্যাক্স বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াচ্ছে ১ লাখ ৫৬ হাজার

দেশ ডেস্ক, ১৭ মে ২০২৪ : সিলেট মহানগরীতে এক লাফে হোলডিং ট্যাক্স বেড়েছে কয়েকশগুণ। প্রতিবাদে প্রতিদিনই পালিত হচ্ছে কর্মসূচি। দেওয়া হচ্ছে একের পর এক কর্মসূচি।

গত ৯ মে বৃহস্পতিবারও বেশ কয়েকটি কর্মসূচি পালিত হয়েছে। আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছে সিসিকের প্রধান ফটকে শুয়েপড়াসহ নানা কর্মসূচির। নাগরিক এই আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে তৎপর স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারাও।

এদিকে সিলেট নগরীতে অস্বাভাবিক হারে হোলডিং ট্যাক্স বৃদ্ধির ক্ষোভ এসে আঁচড়ে পড়েছে যুক্তরাজ্যেও। কারণ সিটি কর্পোরেশনের প্রায় ৬০ ভাগ বাসা-বাড়ি ও দোকানপাটের মালিক যুক্তরাজ্যপ্রবাসী সিলেটিরা (সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর দেওয়া তথ্যমতে)। একজন প্রবাসী সাপ্তাহিক দেশ এর কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সিলেট শহরে তার চারটি বাসা আছে। এই চারটি বাসা থেকে মাসে ভাড়া পান মাত্র ১৮ হাজার টাকা। এই টাকায় এমনিতেই বাসাগুলোর ব্যবস্থাপনা খরচ সংকুলান করা সম্ভব হয়না। উপরন্তু এখন হোলডিং ট্যাক্স আড়াইশ গুণ বৃদ্ধির ফলে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন। এই অবস্থা অব্যাহত থাকলে চারটি বাসাই বিক্রি করে দেবেন বলে জানান।

পূর্ব লন্ডনের নিউহ্যামের বাসিন্দা হাবিবুর রহমান নামে আরো একজন বাসা মালিক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আনেয়ারুজ্জমান চৌধুরী প্রবাসীদের মেয়র। অথচ তিনি নির্বাচিত হয়েই প্রবাসীদের পেটে ছুরি মারলেন। সিলেটে আন্দোলন শুরু হয়েছে। লন্ডনেও আমাদেরকে আন্দোলন শুরু করতে হবে। অবিলম্বে হোলডিং ট্যাক্স পুর্বের ---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

ব্যারিস্টার সায়েফ উদ্দিন খালেদ নতুন স্পীকার

নতুন প্রজন্মের বৃটিশ-বাংলাদেশীদের মূল ধারার রাজনীতিতে উৎসাহিত করতে কাজ করার আশাবাদ

দেশ রিপোর্ট, ১৭ মে ২০২৪ : টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি স্পীকার ব্যারিস্টার সায়েফ ---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

দুবাইয়ে গোপন সম্পদের পাহাড়

তালিকায় ৩৯৪ বাংলাদেশি

দেশ ডেস্ক, ১৭ মে ২০২৪ : মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতের ঝলমলে আকাশচুম্বী সব ভবন আর বিলাসবহুল জীবনযাত্রার শহর দুবাই। এক সময়ের ধু ধু মরুভূমি থেকে ঝা চকচকে শহরে রূপ নেওয়া দুবাইয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার মানুষের বিপুল পরিমাণ গোপন সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠেছে। ---- ২১ নং পৃষ্ঠা ...

ইস্ট লন্ডন মসজিদের উদ্যোগে বাংলা ও ইংলিশ হজ্ব তা'লিম ১৮ ও ২৫ মে

ইস্ট লন্ডন মসজিদের উদ্যোগে বাংলা ও ইংলিশ হজ্ব তা'লিম আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১৮ মে শনিবার বাদ আসর (জামাত ৬.৪৫ মিনিট) বাংলা তা'লিম অনুষ্ঠিত হবে। তাছাড়া ২৫ মে শনিবার একই সময়ে হজ্ব তালিম অনুষ্ঠিত হবে ইংরেজি ভাষায়। তা'লিম পেশ

করবেন ইস্ট লন্ডন মস্ক এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টারের প্রধান ইমাম ও খতীব শায়খ আব্দুল কাইয়ুম।

এতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে হজের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে হজপালনের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত করা যাবে । যাঁরা ইতিপুর্বে হজ পালন করেছেন তাঁরাও অংশগ্রহণ করে হজের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করতে পারবেন। পুরুষের জন্য ইস্ট লন্ডন মসজিদের মুল প্রেয়ার হল ও মহিলাদের জন্য মারিয়াম সেন্টারের সেকেণ্ড ফ্লোরে বসার সুব্যবস্থা থাকবে।

এতে আগ্রহীদেরকে অংশগ্রহণ করতে মসজিদের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে । সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইস্ট লন্ডন মসজিদের স্বেচ্ছাসেবক স্টাফ এবং ট্রাস্টিদের সমাবেশ

সফল রমজান উদযাপনে ভূমিকার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

রমজান মাসে মুসল্লিদের সেবাদানে নিবেদিতভাবে কাজ করার স্বীকৃতি প্রদানে ইস্ট লন্ডন মসজিদের ভলান্টিয়ার, স্টাফ এবং ট্রাস্টিদের নিয়ে গত ৩০ এপ্রিল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। লন্ডন মুসলিম সেন্টারের প্রথমতলায় ইস্ট লন্ডন মসজিদের চেয়ারম্যান ডক্টর আব্দুল হাই মুর্শেদের সভাপতিত্বে ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জুনায়েদ আহমদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সিনিয়র ইমাম সৈয়দ আনিসুল হক।

সিইও জুনায়েদ আহমদ রমজান মাসজুড়ে কঠোর পরিশ্রম করার জন্য সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আপনাদের এই পরিশ্রমের প্রতিফল একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই দেবেন।

ইস্ট লন্ডন মস্ক ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ডক্টর আব্দুল হাই মুর্শেদও সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, মসজিদকে আমরা ভালোবাসি বলেই, রমজানে আমরা এতো মানুষকে সেবা দিতে পেরেছি। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আমরা প্রত্যেকেই এই মসজিদের একেকজন খাদিম।

অনুষ্ঠানে শুধু রমজানের সাফল্যই তুলে ধরা হয়নি। বরং মাসজুড়ে চলা উল্লেখযোগ্য কাজগুলো পর্যালোচনাও করা হয়। তাছাড়া আসন্ন বছরগুলোতে ইস্ট লন্ডন মসজিদের সেবাগুলো কিভাবে আরো উন্নত করা যায়- এ ব্যাপারে সকলে মুল্যবান মতামত প্রদান করেন । প্রতিটি টেবিলে গ্রুপে বিভক্ত হয়ে রমজানে "কোন সেবা কার্যক্রম ভালো হয়েছে" এবং "কোন কার্যক্রমটি আরো ভালো করা যেতে পারতো"- এ ব্যাপারে মতামত গ্রহণ করা হয় । তাছাড়া, ২০২৪ সালের রমজানের সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে মসজিদের সেবা কার্যক্রম আরো উন্নত করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়।

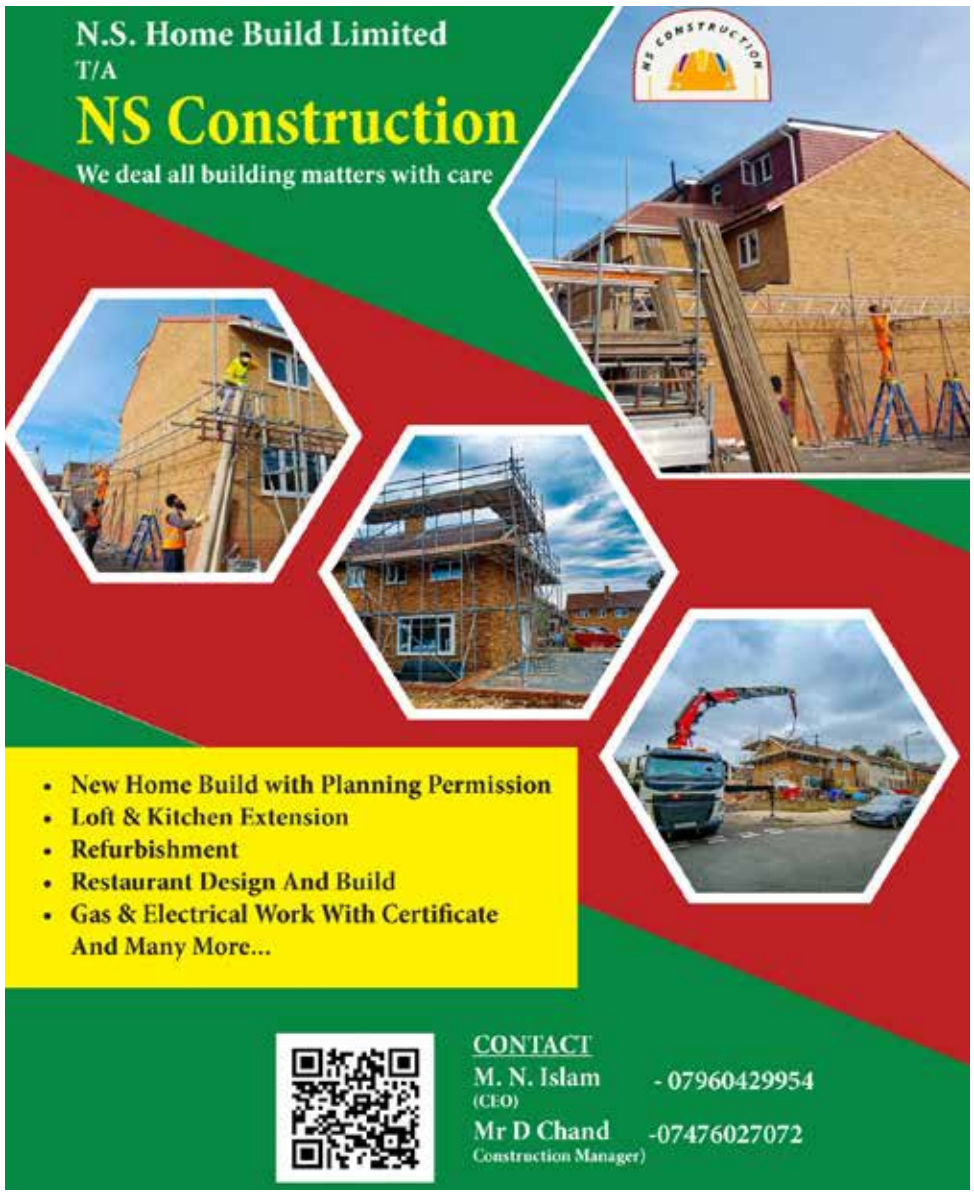

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

MAN & VAN

Fruits & vegetable wholesale supplier

07582 386 922

www.klsmanandvan.co.uk

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়ার প্রস্তাব পাস জাতিসংঘে

ঢাকা, ১২ মে : ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার প্রস্তাব জাতিসংঘে পাস হয়েছে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ ১৪৩টি দেশ এর পক্ষে ভোট দিয়েছে শুক্রবার। বিরুদ্ধে ভোট পড়েছে ৯টি। এর মধ্যে ইসরাইল এবং যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম। ভোট দানে বিরত ছিল ২৫টি দেশ। ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার এই প্রস্তাব পাস হওয়ার ফলে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে ইসরাইল। জাতিসংঘে নিযুক্ত তাদের রাষ্ট্রদূত গিলাদ এরদান জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদেই - ২১ নং পৃষ্ঠা ...

গাজায় যুক্তরাজ্যের ভয়ংকর গোয়েন্দা মিশন

দেশ ডেস্ক, ১৭ মে ২০২৪ : গাজায় সাত মাসের বেশি সময় ধরে অভিযান চালাচ্ছে ইসরায়েল। দেশটির এ অভিযানে যুক্তরাজ্য অস্ত্রসহ বিভিন্নভাবে সহায়তা দিয়ে আসছে। দীর্ঘ আলোচনার পর গাজায় যুদ্ধবিরতির বিষয়ে সম্মত হয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামীদের সংগঠন হামাস। এমন সময়ে যুক্তরাজ্যের ভয়ংকর গোয়েন্দা মিশন প্রকাশ্যে এসেছে। গত বুধবার (৮ মে) ক্লাসিফাইড ইউকের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো - ২০ নং পৃষ্ঠা ...

যুক্তরাজ্যে মন্দা কাটছে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে অর্থনীতি

প্রথম ৩ মাসে জিডিপি বেড়েছে দশমিক ৬ শতাংশ

দেশ ডেস্ক, ১৭ মে ২০২৪ : মন্দা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি। চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে (জানুয়ারি-মার্চ) জিডিপি দশমিক ৬ শতাংশ বেড়েছে, যা গত দুই বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। ব্রিটেনের সরকারি পরিসংখ্যান থেকে এ তথ্য জানা গেছে। খবর বিবিসি।

উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির ফলে গত বছরের শেষদিকে মন্দার কবলে পড়ে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি, যা চলতি বছরে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের জন্য বড় ধাক্কা বলে মনে করছিলেন বিশেষজ্ঞরা। তবে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান কনজারভেটিভ নেতাকে সে ধাক্কা সামলে নিতে সহায়তা করবে বলে মনে করেছেন অনেকে।

সাধারণত পরপর দুই প্রান্তিকে অর্থনীতি সংকুচিত হলে তাকে মন্দা বলা হয়। স্বাভাবিক সময়ে সাধারণত অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হয়। গড়পড়তা হিসাব অনুসারে, উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মূল্য সাধারণত বৃদ্ধি পায় এবং তাতে মানুষের হাতে কিছুটা অর্থ জমে। অর্থাৎ জিডিপির প্রবৃদ্ধি হয়। কিন্তু কখনো কখনো উৎপাদিত পণ্য ও সেবার মূল্য হ্রাস পায়। পুরো এক প্রান্তিকে অর্থাৎ টানা তিন মাস যদি জিডিপি সংকুচিত হয়, তাহলে ধরে নেয়া হয় এটি সে দেশের অর্থনীতির জন্য অশনিসংকেত।

যুক্তরাজ্যের চ্যান্সেলর জেরেমি হান্ট সম্প্রতি বলেন, 'ব্রিটেনের অর্থনীতি পূর্ণ মাত্রায় পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার - ২০ নং পৃষ্ঠা ...

IFIC MONEY UK

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে টাইপ করুন
IFIC Money Transfer UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

50% DISCOUNT ON FEE
When you will use promo code 'DESH'

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আইএফআইসি ব্যাংক এর ১৩৮০ টিরও বেশী শাখা-উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY
Authorised

নতুন করে রিজার্ভ চুরি হয়নি: বাংলাদেশ ব্যাংক

ঢাকা, ১৫ মে : ভারতের একটি অনলাইনে প্রকাশিত রিজার্ভ চুরিসংক্রান্ত প্রতিবেদনের সত্যতা নাকচ করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সংস্থাটি এক বিবৃতিতে বলেছে, নিউইয়র্ক ফেডের সঙ্গে লেনদেনে নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে বর্তমানে তিন স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থা নীতি চালু রয়েছে। এর ফলে যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে, তা ভুয়া (ফেক)।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজবাউল হক এ বিবৃতির সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, 'আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি, রিজার্ভ চুরির কোনো ঘটনা ঘটেনি।'

এদিকে আজ ভারতের অনলাইনে রিজার্ভ চুরির প্রতিবেদন প্রকাশের পর এ নিয়ে ব্যাংকপাড়াসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। অনেকে এ তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সন্ধ্যায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে প্রতিবেদনটির সত্যতা নাকচ করা হয়।

এর আগে ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে সুইফটুব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে ৩৫টি ভুয়া বার্তার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভের নিউইয়র্ক শাখায় রক্ষিত বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের হিসাব থেকে ১০০ কোটি ডলার চুরির চেষ্টা চালায় অপরাধীরা। তবে শেষ পর্যন্ত তারা ১০ কোটি ১০ লাখ ডলার চুরি করতে সক্ষম হয়। চুরি হওয়া অর্থের মধ্যে শ্রীলঙ্কায় চলে যায় দুই কোটি ডলার। পরে শ্রীলঙ্কা থেকে সেই অর্থ অবশ্য উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু বাকি ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার ফিলিপাইনের আরসিবিসি ব্যাংক হয়ে দেশটির বিভিন্ন ক্যাসিনোয় ঢুকে যায়। চুরি যাওয়া অর্থের মধ্যে এখন পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৩ কোটি ৪৬ লাখ ডলার উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি ৬ কোটি ৬৪ লাখ ডলার এখনো ফেরত পাওয়া যায়নি। ২০১৬ সালের রিজার্ভ চুরির ঘটনা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে বর্তমানে মামলা চলছে।

২৩ নাবিক নিয়ে ফিরল এমভি আবদুল্লাহ

ঢাকা, ১৫ মে : কেউ গোলাপ আর কেউ রজনীগন্ধা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। কেউ এসেছেন হাতে মেহেদি রাঙিয়ে। কারও মুখে হাসি। কারও চোখে আনন্দ-অশ্রু। সোমালি জলদস্যুদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে ফিরে আসা ২৩ নাবিককে বরণ করতেই এমন আয়োজন। স্বাভাবিকভাবেই নাবিকরা ফিরে বাড়ি পৌঁছানো পর্যন্ত তর সই ছিল না স্বজনদের। ছোট্ট শিশুটিকে নিয়ে স্ত্রী, কারও ভাই, কারও মা-বাবা ছুটে এসেছেন চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালের (এনসিটি) ১ নম্বর জেটিতে। কারণ এখানেই নাবিকদের বরণের আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং জাহাজের মালিক প্রতিষ্ঠান এসআর শিপিং।

মঙ্গলবার বিকাল পৌনে চারটার দিকে কুতুবদিয়ার বহির্নোঙর থেকে এমভি আবদুল্লাহর ২৩ নাবিককে নিয়ে এসআর শিপিংয়ের জাহাজ এমভি জাহানমণি জেটির কাছাকাছি আসে। তখন জাহাজের খোলা স্থানে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত নাবিকরা হাত নেড়ে অপেক্ষমাণ স্বজনদের সম্ভাষণ জানান। আর স্বজনরাও হাত নেড়ে সেই সম্ভাষণের উচ্ছ্বসিত জবাব দেন। জেটিতে ভেড়ার পর জাহাজ থেকে নেমে দেশের মাটিতে পা রাখতেই স্বজনরা ছুটে যান তাদের কাছে। একে অপরকে জড়িয়ে নেন বুকে। দীর্ঘ ৩৩ দিনের ভয়ংকর বন্দিদশা থেকে মুক্ত হওয়া এবং এক মাসের ফেরার অপেক্ষার প্রহর শেষ হওয়ার সেই আনন্দের ঢেউ যেন আছড়ে পড়েছিল কর্ণফুলী নদীতে।

এর আগে সোমবার সন্ধ্যা ৬টায় এক মাসের দীর্ঘ যাত্রা শেষে এমভি আবদুল্লাহ কুতুবদিয়ায় নোঙর করে। ওইদিনই এসআর শিপিংয়ের নাবিকদের নতুন একটি টিম চট্টগ্রাম থেকে রওয়ানা দিয়ে এমভি আবদুল্লাহ জাহাজে পৌঁছে। নতুন ক্যাপ্টেনের হাতে দায়িত্ব বুঝিয়ে

দেন ক্যাপ্টেন। মঙ্গলবার বেলা পৌনে বারোটার দিকে হ্যান্ডশেক করে বিদায় নিয়ে কুতুবদিয়া থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের উদ্দেশে রওয়ানা দেন ক্যাপ্টেন আবদুর রশিদের নেতৃত্বাধীন এমভি আবদুল্লাহ জাহাজের নাবিকরা।

চট্টগ্রাম বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা : বিকাল পৌনে চারটার দিকে চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি-১ জেটিতে এমভি আবদুল্লাহর মুক্ত ২৩ নাবিককে নিয়ে ভিড়ে লাইটার জাহাজ এমভি জাহানমণি-৩। তার আগেই এই জেটিতে বন্দরের উদ্যোগে প্যান্ডেল সাজিয়ে তৈরি করা হয় নাবিকদের বরণ করার মঞ্চ। দুপুর থেকেই নাবিক পরিবারের সদস্য ও গণমাধ্যমকর্মীরা আসতে থাকেন অনুষ্ঠানস্থলে। একে একে আসেন চট্টগ্রাম বন্দর, জাহাজ মালিক প্রতিষ্ঠান এসআর শিপিং ও কবির স্টিল রি-রোলিং মিলের (কেএসআরএম) কর্মকর্তারা।

জাহাজ জেটিতে ভেড়ার পরপরই একে একে নেমে আসতে থাকেন মৃত্যুঞ্জয়ী নাবিকরা। তাদের ফুল দিয়ে বরণ করেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র এম রেজাউল করিম চৌধুরী, চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েল, কেএসআরএম-এর ডিএমডি শাহরিয়ার জাহান ও সারোয়ার জাহান, এসআর শিপিংয়ের সিইও মেহেরুল করীম। ঢাকা থেকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠানে যুক্ত হন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদও।

চসিক মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, আজকে খুব আনন্দের দিন। আমাদের নাবিকরা বড় বিপদের মুখে ছিল। সরকার, জাহাজ মালিকপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রচেষ্টায় তারা মুক্ত হয়ে দেশে ফিরেছেন।

হল-মার্কের সম্পত্তি টুকরা করে বিক্রি হবে

ঢাকা, ১২ মে : বহুল আলোচিত হল-মার্ক কেলেঙ্কারি-সংক্রান্ত একটি ফৌজদারি মামলার রায় হয়েছে গত ১৯ মার্চ। বাকি মামলাগুলো শুনানির পর্যায়ে আছে। এগুলোর রায় কবে হবে, তা বলা কঠিন। তবে আদালতের দেওয়া ওই রায়ের সুবাদে হল-মার্ক গ্রুপের বন্ধকি সম্পত্তিগুলো বিক্রির উদ্যোগ নিচ্ছে সোনালী ব্যাংক।

হল-মার্ক গ্রুপের বিরুদ্ধে ২ হাজার ৬৮৬ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মনে করে, গ্রুপটির সব সম্পত্তি বর্তমানে তাদের দখলে আছে। সেগুলো বিক্রি করতে পারলে গ্রুপটির কাছে তাদের মোট পাওনার অন্তত কাছাকাছি পরিমাণ অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

কিন্তু কে কিনবে হল-মার্কের সম্পত্তি? অনেকেই সরেজমিনে জায়গা দেখতে আসছেন। তবে সম্পত্তির পরিমাণ বেশি হওয়ায় ফিরে যাচ্ছেন। সে জন্য সোনালী ব্যাংক এখন হল-মার্কের সাভারের শিল্পপ্লটগুলো ছোট ছোট আকারে ভাগ করে বিক্রির চিন্তা করছে। এ ছাড়া ঢাকার কাফরুল মৌজার আওতাধীন রোকেয়া সরণিতে ১০০ শতাংশের বেশি জায়গা রয়েছে গ্রুপটির। সোনালী ব্যাংকের বিবেচনায় এটাই সবচেয়ে দামি সম্পত্তি। এটাও কয়েক টুকরা করে বিক্রির উদ্যোগ রয়েছে ব্যাংকের।

সম্পত্তি বিক্রি করে ব্যাংক যদি লোকসান কমিয়ে আনতে পারে, তা সমর্থন করা উচিত। এখন তো সম্পত্তিগুলো পড়ে আছে। বিক্রি করা গেলে এগুলো কোনো না কোনো কাজে লাগবে, যা অর্থনীতির স্বার্থের জন্য ইতিবাচক হবে।

শীর্ষ খেলাপিদের কাছ থেকে ঋণ আদায় পরিস্থিতি নিয়ে সম্প্রতি জুম প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত সোনালী ব্যাংকের এক বৈঠকে হল-মার্কের সম্পত্তি টুকরো টুকরো করে বিক্রির সিদ্ধান্ত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. আফজাল করিম। তিনি জানান, মামলা চলমান। তবে অর্থ উদ্ধারে তাঁরা নতুন কিছু উদ্যোগ নিচ্ছেন।

বিশদ জানতে চাইলে ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক সুভাস চন্দ্র দাসের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন এমডি আফজাল করিম। আবার সুভাস চন্দ্র দাস পরামর্শ দেন মহাব্যবস্থাপক (জিএম) মো. আবদুল কুদ্দুসের সঙ্গে কথা বলার জন্য।

জিএম আবদুল কুদ্দুস সম্প্রতি বলেন, 'আমরা হল-মার্কের সম্পত্তি বিক্রি করার পথে আছি। কিছু সম্পত্তির

নামজারি ছিল না, এগুলো করা হচ্ছে। কিছু সম্পত্তির খাজনা বাকি ছিল, এগুলোও দেওয়া হচ্ছে। বিক্রির জন্য সম্পত্তি নিষ্কণ্টক করার কাজগুলো এখন চলছে। আর খোঁজা হচ্ছে সম্ভাব্য ক্রেতা।' নিষ্কণ্টক করার পর অর্থঋণ আদালত আইনের ৩৩(৭) ধারা অনুযায়ী এগুলো বিক্রির জন্য নিলাম ডাকার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

বৈঠকে সোনালী ব্যাংকের কেলেঙ্কারির সময়ের রূপসী বাংলা (বর্তমানে ইন্টারকন্টিনেন্টাল) শাখার ডিজিএম মো. আনিসুজ্জামানও উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১ গত ১৯ মার্চ এক মামলার রায়ে হল-মার্ক কেলেঙ্কারির হোতা গ্রুপের এমডি তানভীর মাহমুদ ও চেয়ারম্যান তাঁর স্ত্রী জেসমিন ইসলামসহ অন্য আসামিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন। এরপরই গ্রুপটির সম্পত্তিগুলোর এখন কী অবস্থা, সেই আলোচনা সামনে চলে আসে। মাঝখানে হল-মার্ক গ্রুপের ১ হাজার ২২৯ কোটি টাকা ঋণ অবলোপন বা রাইট অফ করেছে সোনালী ব্যাংক। এ থেকে টাকা আদায় হয়নি।

সাভারের হেমায়েতপুর-সিঙ্গাইর সড়কের তেঁতুলঝোড়া ব্রিজের পশ্চিমে ১ হাজার ৩০০ শতাংশ জমিতে হল-মার্কের একটি শিল্পপার্ক রয়েছে। সরেজমিনে দেখা যায়, সেখানে সারি সারি পাকা দেয়ালে টিনশেড ও বহুতল ভবন গড়ে উঠেছে। তবে অধিকাংশ ভবনই ফাঁকা ও পরিত্যক্ত।

কী করেছিল হল-মার্ক গ্রুপ

হল-মার্ক গ্রুপ কারসাজির মাধ্যমে সোনালী ব্যাংকের তৎকালীন রূপসী বাংলা শাখা থেকে মোট ২ হাজার ৬৮৬ কোটি টাকা বের করে নিয়ে গিয়েছিল। শাখাটির আমানতের পরিমাণই যেখানে ৬০৯ কোটি টাকা, সেখানে এক হল-মার্ককেই দেওয়া হয়েছিল এর প্রায় পাঁচ গুণ বেশি টাকা। অন্য শাখা থেকে টাকা এনে প্রধান কার্যালয়ই এ অর্থের জোগান দেয়। তখন ব্যাংকের এমডি ছিলেন হুমায়ুন কবির, যিনি এখন পলাতক।

অভিযোগ আছে, হল-মার্ক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ব্যবহার করে টাকা বের করে নিয়েছে। অর্থনীতি বা ব্যাংকিংয়ের কোনো কিছুর সঙ্গে যোগসূত্র না থাকা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর তৎকালীন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী হল-মার্কের পক্ষে ব্যাংকের ওপর প্রভাব বিস্তার করতেন। গণমাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ২০১২ সালের মাঝামাঝি এ নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করে। ওই বছরের সেপ্টেম্বরে দুদক কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সোনালী ব্যাংকের রূপসী বাংলা শাখার কর্মকর্তা সাইদুর রহমান সাংবাদিকদের বলেছিলেন, উপদেষ্টা সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী প্রায়ই ওই শাখায় যাতায়াত করতেন। যদিও দুদক সামাজিক সম্পর্কের কথা বলে মোদাচ্ছের আলীকে দায়মুক্তি দেয়। দায়মুক্তি দেয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদকেও। ব্যাংকের নিজস্ব নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ীই ব্যাংক থেকে অর্থ বের করে নিতে হল-মার্ক ৪২টি প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করেছে, যেগুলোর বেশির ভাগই ভুয়া বা নামসর্বস্ব।

মামলা, সম্পত্তি ও আদায়

অস্তিত্বহীন কোম্পানির নামে ঋণ নিয়ে ১০ কোটি ৫০ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ২০১২ সালের ৪ অক্টোবর তানভীর মাহমুদ ও জেসমিন ইসলামদের বিরুদ্ধে রাজধানীর রমনা থানায় মামলা করে দুদক। তদন্ত শেষে ২০১৬ সালের ২৭ মার্চ অভিযোগপত্র গঠিত হয়। শুনানি ও সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে এ মামলারই রায় হয়েছে গত ১৯ মার্চ।

এটিসহ দুদকের ফৌজদারি মামলা ছিল ১৭টি। এক কোটি টাকা সমন্বয়ের মাধ্যমে হল-মার্ক প্যাকেজিংয়ের বিরুদ্ধে করা মামলা নিষপত্তি হয়ে গেছে। আরও এক কোটি টাকা সমন্বয়ের মাধ্যমে ফারহান ফ্যাশনও মামলা থেকে শিগগিরই বাদ যাবে। বাকি থাকবে ১৫টি মামলা।

এদিকে অর্থঋণ আদালতে ১৭টি মামলার রায় ব্যাংকের পক্ষে এসেছে। আদালতের চূড়ান্ত রায় নিয়ে ব্যাংক এখন সম্পত্তি বিক্রির জন্য নিলাম করার পথে রয়েছে। অন্যদিকে আছে ৩২টি মানি মোকদ্দমা, হল-মার্ক গ্রুপের পাশাপাশি সরবরাহকারী ও অন্য প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিরাও এসব মামলার আসামি।

সোনালী ব্যাংক জানায়, কেলেঙ্কারির ঘটনা ফাঁস হওয়ার পর হল-মার্কের কাছ থেকে মোট ৪১০ কোটি টাকা দায় কমাতে পেরেছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। ওই দায় কমানোসহ এ পর্যন্ত ৫৮৭ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। কিছু সমন্বয় হয়েছে, কিছু এলসি দায় বাতিল হয়েছে এবং কিছু পার্টি (প্রতিষ্ঠান) টাকা দিয়েছে। ব্যাংকের দখলে থাকা সম্পত্তির মধ্যে ২২৫ শতাংশ জায়গা ভাড়া দেওয়া হয়েছে, যা থেকে মাসে দুই-আড়াই লাখ টাকা আসে। হল-মার্কের রোকেয়া সরণির প্রধান কার্যালয় থেকে আসে আরও ৭ থেকে ৮ লাখ টাকা। হল-মার্ক শিল্পপার্কে বর্তমানে ১০ জন আনসার রয়েছেন, নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন আরও ২০ জন। প্রতি মাসে তাঁদের বেতনসহ প্রায় ১৭ লাখ টাকা খরচ হয়।

ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ কমে ১৩ বিলিয়ন ডলারের নিচে

ঢাকা, ১৫ মে : বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আরও কমেছে। এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নে (আকু) মার্চ ও এপ্রিল মাসের দায় মেটানোর পর বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট রিজার্ভ কমে ২ হাজার ৩৭৭ কোটি ডলারে (২৩.৭৭ বিলিয়ন) নেমে এসেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাবপদ্ধতি বিপিএম ৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ এখন ১

হাজার ৮৩২ কোটি ডলার (১৮.৩২ বিলিয়ন) । প্রকৃত বা ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ ১৩ বিলিয়ন ডলারের কিছুটা কম। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

সূত্র জানান, গত সপ্তাহে আকু বিল বাবদ রিজার্ভ থেকে ১৬৩ কোটি ডলার পরিশোধ করা হয়। এরপর রিজার্ভ কমে যায়। আগামী ৩০শে জুন পর্যন্ত বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) দেয়া নিট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২ হাজার ১১ কোটি ডলার। এ লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে আইএমএফ ১ হাজার ৪৭৫ কোটি ডলারে নামিয়েছে, যদিও এখন তা ১ হাজার ৩০০ কোটি ডলারের কম। প্রতি মাসে দেশের আমদানি দায় মেটাতে এখন প্রায় ৫০০ কোটি ডলার প্রয়োজন হচ্ছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মো. মেজবাউল হক গণমাধ্যমকে জানান, কেন্দ্রীয় ব্যাংক গত দুই মাসে ১৬৩ কোটি ডলার আমদানি বিল পরিশোধ করেছে। ফলে রিজার্ভ কিছুটা কমেছে।

সামনের মাসে আইএমএফের ঋণের কিস্তি আসবে। এ ছাড়া জুনের মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থছাড় হবে। প্রবাসী আয় চলতি মাসে ২০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার আশা করছেন তিনি। অর্থাৎ ডলারের প্রবাহ বাড়বে। এতে রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রির চাপও কমে আসবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক জানায়, চলতি মাসের প্রথম ১২ দিনে ৯০ কোটি ডলার প্রবাসী আয় এসেছে। ডলারের দাম বাড়িয়ে ১১৭ টাকা করা হয়েছে- এ বাস্তবতায় প্রবাসী আয়ের প্রবাহ বাড়বে বলে আশা করছেন কর্মকর্তারা। এ ছাড়া ডলারের দাম বাড়ায় রপ্তানি আয় আসাও বাড়বে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাংক এখন সরকারি আমদানি দায় মেটানোর জন্য প্রতি ডলার ১১৭ টাকা ৪৪ পয়সা দরে ডলার বিক্রি করছে। আবার যেসব ব্যাংক বেশি দামে প্রবাসী আয় কিনছে, তাদের ডলার বাংলাদেশ ব্যাংক ১১৭ টাকা ৪৪ পয়সা দরে কিনে নিচ্ছে। এরপরও রিজার্ভের ক্ষয় ঠেকানো যাচ্ছে না। যে পরিমাণ ডলার বিক্রি করা হচ্ছে, কেনা হচ্ছে তার চেয়ে কম।

কারও ওপর নির্ভর করে গণতন্ত্র আসবে তা মনে করি না

ঢাকা, ১৫ মে : বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন বাংলাদেশের জনগণ কারও উপর নির্ভর করে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ফিরিয়ে আনবে, তা আমরা মনে করি না। গতকাল রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে যুগপৎ আন্দোলনের শরিক দল গণঅধিকার পরিষদের সঙ্গে বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন। মির্জা ফখরুলের সঙ্গে বৈঠকে বিএনপি'র ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, আমরা বরাবর একই কথা বলেছি, বাংলাদেশের জনগণ কারও উপর নির্ভর করে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ফিরিয়ে আনবে, এটা আমরা মনে করি না। বাংলাদেশের জনগণ সব সময় নিজের শক্তিতে এবং নিজের পায়ের উপর ভর করে '৭০ সালের পূর্বে আন্দোলন করেছে, '৭০ সালে আন্দোলন করেছে, '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করেছে এবং পরবর্তীকালে আমরা যে আন্দোলন করছি, তা সম্পূর্ণ জনগণের শক্তির ওপর নির্ভর করেই আন্দোলন করছি গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধারের জন্য। সুতরাং এ বিষয়ে আমরা খুব বেশি একটা কথা বলতে চাই না।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রসঙ্গে আরেক প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন, একেবারে ভয়াবহ পর্যায়ে। খাদের কিনারায় গেছে। পড়ে যাবে। বৈঠকের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য কী ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা যায় এবং কীভাবে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং তার

বিশ্লেষণ- সেই সঙ্গে কর্মসূচি নির্ধারণে আমরা প্রাথমিক কিছু আলোচনা আজকে করেছি। একটি কথা আমরা এখানে সবাই একমত হয়েছি। যেটা হলো, যেকোনো পরিবর্তনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে তরুণ, যুবক এবং ছাত্র সমাজ।

সেক্ষেত্রে আমি খুব আশাবাদী, গণঅধিকার পরিষদে সবাই তরুণ এবং ছাত্র সমাজ থেকে উঠে এসেছেন। ছাত্রনেতা ছিলেন। আর এই আন্দোলনে তাদের ভূমিকা অত্যন্ত জোরালো ছিল।

ফখরুল ইসলাম বলেন, জনগণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আমরা যে দফাগুলো তুলে ধরেছিলাম। বিশেষ করে ৩১ দফা। আর আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে আমরা একদফার কথা বলেছিলাম। মূল কথা ছিল, নিরপেক্ষ এবং অবাধ একটি নির্বাচন, একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে একটি নির্বাচন করা। সেই লক্ষ্যে বিগত কয়েক বছর ধরেই আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনের ধারায় আলোচনা করছি এবং আন্দোলন করছি।

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেন, অতীতে আমাদের আন্দোলনের বিষয়বস্তু নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছি। সেখানে জনগণের যে সমর্থন ছিল এবং তাদের রাজপথে উপস্থিতি ছিল, সেখানে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে সরকার যেভাবে দমন-পীড়ন করেছে এবং আইন-আদালতকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে বিরোধী দল নির্মূল করে একদলীয় শাসন কায়েমের জন্য সরকারের যে অপ্রচেষ্টা, সেটা নিয়ে আমরা সবাই সতর্ক আছি। আর এই স্বৈরশাসনের অবসান না ঘটিয়ে এবং আগামীর নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলা না পর্যন্ত এই রাজনৈতিক দলগুলোর যুগপৎ আন্দোলন চলবে।

নুর ছাড়াও বৈঠকে গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খান, উচ্চতর পরিষদের সদস্য আবু হানিফ, শাকিল উজ্জামান, এডভোকেট নূরে এরশাদ সিদ্দিকী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসান আল মামুন, মাহফুজুর রহমান খান, মো. রবিউল হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন, মানবাধিকার সম্পাদক এডভোকেট খালিদ হাসান উপস্থিত ছিলেন।

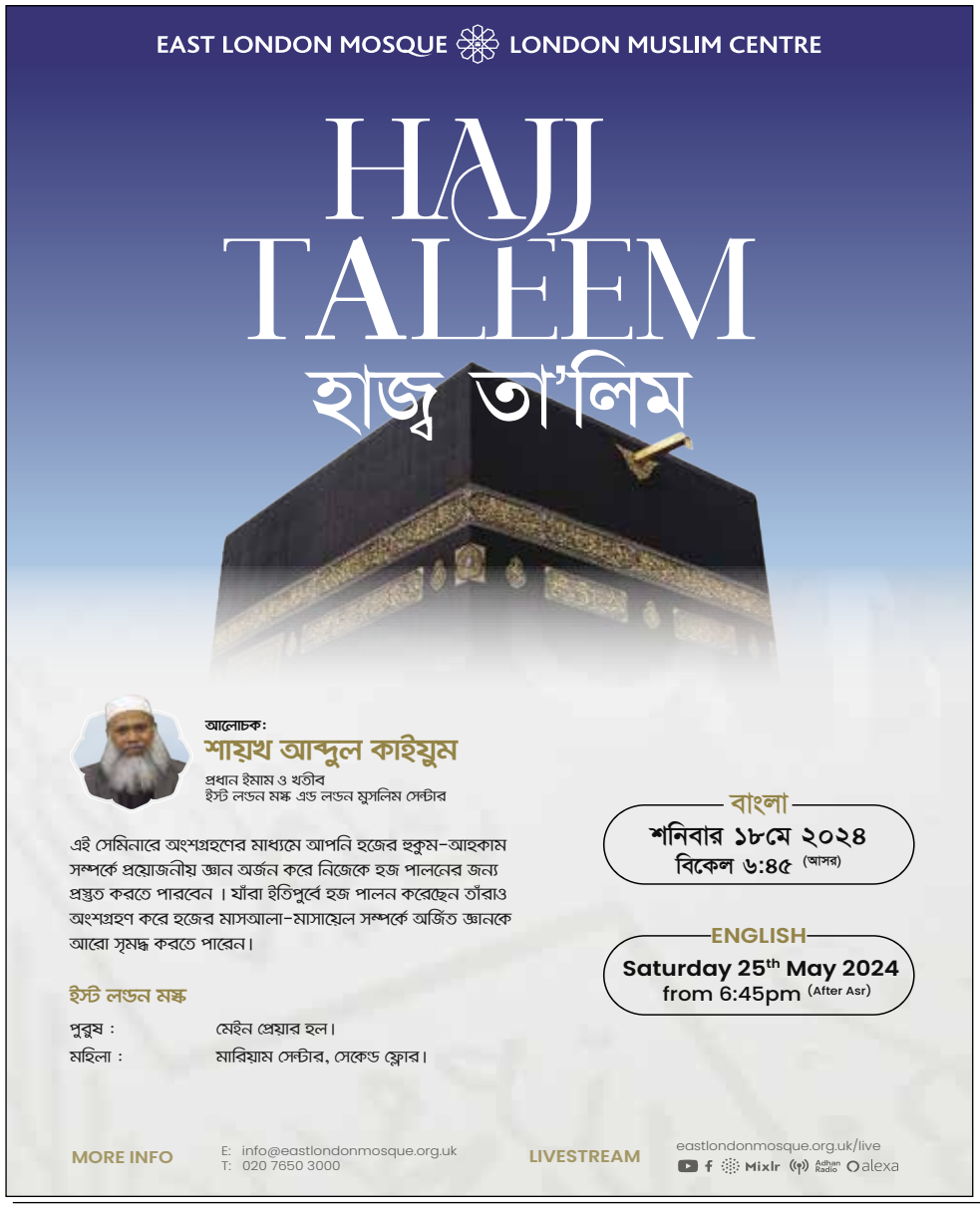

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দি ২৫৫৪

ঢাকা, ১৫ মে : চলতি বছরের ১৩ই মে পর্যন্ত দেশের নিম্ন আদালতে ২ হাজার ৫৫৪ জনকে ফাঁসির রায় দিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টে সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী নিষপত্তির অপেক্ষায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ১০২১টি মামলা। উচ্চ আদালতে মামলাগুলো নিস্পন্ন না হওয়ায় উল্লিখিত বন্দিদের ফাঁসির রায় কার্যকর করা যাচ্ছে না। ফলে বন্দিদের সঙ্গে দুই পক্ষের পরিবারই আছে উৎকণ্ঠা, আতঙ্ক আর হতাশায়। এই অবস্থায় দ্রুত মামলা নিষপত্তির জোর দাবি জানিয়েছেন মানবাধিকার কর্মী ও সচেতন নাগরিক সমাজ। আইনজ্ঞদের মতে, ডেথ রেফারেন্স মামলা নিষপত্তিতে মৃত্যুদণ্ড শুনানির এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত বাড়ানো, মামলা জট শেষ না হওয়া পর্যন্ত শুধুমাত্র ডেথ রেফারেন্স শুনানির এখতিয়ার সম্পন্ন বেঞ্চ গঠন করা হলে এসব মামলা নিস্পন্ন করা সম্ভব।

সুপ্রিম কোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখার তথ্য অনুযায়ী, হাইকোর্টে ১ হাজার ২১টি ডেথ রেফারেন্স মামলা আছে এবং এ সংখ্যা গত কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। মৃত্যুদণ্ড পাওয়া ২৫১৫ জন বন্দি কারাগারে আছেন। ঢাকা বিভাগের ২০৬ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ১১ জন, রাজশাহীর ১৯৬ জন, রংপুরের ৮০ জন, চট্টগ্রামের ৩১৪ জন, সিলেটের ১৩৮, খুলনার ১৮১ ও বরিশালের ৬৯ জন বন্দি আছেন। নিয়মিত ডেথ রেফারেন্স মামলা পরিচালনা করেন এমন আইনজীবীরা বলেন, হাইকোর্টে বিচারিক আদালতের রায়ের পর মৃত্যুদণ্ড বা ডেথ রেফারেন্সের নিষপত্তিতে কমপক্ষে পাঁচ বছর সময় লাগে। আইন ও বিধি অনুযায়ী, বিচারিক আদালতে কারও মৃত্যুদণ্ড হলে কারাবিধি (বাংলাদেশ জেল কোড) ৯৮০ অনুযায়ী তাকে কারাগারের বিশেষ সেলে রাখা হয়, যা কনডেম সেল নামে পরিচিত।

হাইকোর্টের বিচারে মৃত্যুদণ্ড রহিত (যাবজ্জীবন বা অন্য সাজা) হলে রাখা হয় সাধারণ সেলে। ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৭৪ ধারা অনুযায়ী, হাইকোর্টের অনুমোদন ছাড়া ফাঁসির সাজা কার্যকর করা যায় না। এজন্য দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির রায়সহ যাবতীয় নথি হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় পাঠাতে হয়। এটিকে বলে ডেথ বা কোর্ট রেফারেন্স। পেপারবুক যাচাই সাপেক্ষে মামলাগুলো পর্যায়ক্রমে শুনানির জন্য হাইকোর্টের কার্যতালিকায় ওঠে। হাইকোর্টের পর আপিল বিভাগে সর্বোচ্চ দণ্ড রিভিউ করতে পারে। শেষ সুযোগ হিসেবে দোষ স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদনও করা যায়। এ আবেদন নাকচ হলে কারাবিধি অনুযায়ী ফাঁসির দণ্ড কার্যকর করে কারা কর্তৃপক্ষ। জ্যেষ্ঠ আইনজীবীদের অভিমত, আইন ও বিচারব্যবস্থা যুগোপযোগী না হওয়া, তদন্তে দীর্ঘসূত্রতা, আইনজীবীদের আবেদনে তারিখের পর তারিখ শুনানি মুলতবি থাকা, বিচারকের অপ্রতুলতা ও ডেথ রেফারেন্স বেঞ্চের স্বল্পতা প্রভৃতি কারণে মামলার জটে বিচারে দীর্ঘসূত্রতা ও বিচারপ্রার্থীদের ভোগান্তি এখন বাস্তবতা।

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি এম. এ. মতিন বলেন, ডেথ রেফারেন্স শুনানি দীর্ঘ সময় লাগার বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। সময়মতো বিচারিক আদালত থেকে রেকর্ড না আসা,

যথাসময়ে পেপার বুক তৈরি না হওয়া ও ডেথ রেফারেন্স শুনানিতে দক্ষ বিচারপতির অভাবে বছরের পর বছর মামলাগুলো আটকে থাকে। সাবেক এই বিচারপতির পরামর্শ- ডেথ রেফারেন্স শুনানির গতি বাড়াতে হলে একটি নির্দিষ্ট সময় দিয়ে বিচারিক আদালতে রায় হওয়া মামলার রেকর্ড, নথিপত্র যথা সময়ে হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। ডেথ রেফারেন্স শুনানির বেঞ্চে দক্ষ বিচারপতি বিশেষ করে বিচারিক আদালতে সেশন জজ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে এমন বিচারকদের দিতে হবে। তিনি বলেন, যেহেতু পেপার বুক তৈরি করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, সেজন্য পেপার বুক বাদ দিয়ে বিচারিক আদালতের রেকর্ড দেখেই মামলার শুনানির বিধান করা যেতে পারে।

হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি ড. মোহাম্মদ আবু তারিক বলেন, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে ডেথ রেফারেন্সের শুনানি বছরের পর বছর পড়ে থাকে না। ডেথ রেফারেন্স শুনানির বেঞ্চে দক্ষ, সাহসী ও সূক্ষ্ম জ্ঞানসম্পন্ন বিচারপতি, অল্প কথায় রায় লিখতে পারে এবং ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিতে পারে এমন বিচারপতিদের যুক্ত করতে হবে। সেই সঙ্গে দক্ষ কর্মকর্তাও লাগবে।

মানবাধিকার কর্মী ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেড আই খান পান্না বলেন, ডেথ রেফারেন্স মামলা নিষপত্তিতে মৃত্যুদণ্ড শুনানির এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত বাড়াতে হবে। মামলা জট শেষ না হওয়া পর্যন্ত শুধুমাত্র ডেথ রেফারেন্স শুনানির এখতিয়ার সম্পন্ন বেঞ্চ গঠন করার পরামর্শও দেন এই আইনজীবী।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির বলেন, নিম্ন আদালতের প্রদত্ত অধিক সংখ্যক মৃত্যুদণ্ডাদেশের ফলে উচ্চ আদালতে সময়মতো মামলা নিষপত্তি করা সম্ভব হচ্ছে না। উচ্চ আদালত ডেথ রেফারেন্স নিষপত্তির উদ্যোগ নিলেও বিচারিক আদালত থেকে নতুন নতুন ডেথ রেফারেন্স মামলা এসে সংখ্যা বেড়ে যায়। ফলে নিষপত্তির চেয়ে জমাকৃত মামলার সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। এই অবস্থায় বিচারিক আদালতগুলোকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে পর্যালোচনা করে এবং অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় নিয়ে রায় প্রদান করা উচিত। তিনি আরও বলেন, আইনজীবীদের মধ্যে থেকে ডেথ রেফারেন্স মামলা পরিচালনায় দক্ষ এমন আইনজীবীদের মধ্যে থেকে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ দিয়ে বেঞ্চ গঠন করে দেয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি ভয়াবহ পর্যায়ে: ফখরুল

ঢাকা, ১৫ মে : বাংলাদেশের অর্থনীতি একেবারে ভয়াবহ পর্যায়ে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এ বিষয়ে তাঁর ভাষ্য, এটা (অর্থনীতি) খাদের কিনারায় চলে গেছে। যেকোনো সময় পড়ে যাবে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গণ অধিকার পরিষদের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল ইসলাম এ মন্তব্য করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনালড লুর ঢাকা সফর সম্পর্কে আরেক প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল বলেন, এ নিয়ে তাঁরা কথা বলতে চান না। তবে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণ সব সময় নিজের পায়ের ওপর ভর করেই সব গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে এনেছে, ভবিষ্যতেও তা করবে।

ব্রিফিংয়ের আগে মির্জা ফখরুল ইসলাম দলের ভাইস চেয়ারম্যান বরকতউল্লাকে সঙ্গে নিয়ে গণ অধিকার পরিষদের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। গণ অধিকার পরিষদের (একাংশ) সভাপতি নুরুল হকের নেতৃত্বে সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানসহ ১০ সদস্যের প্রতিনিধিদল বৈঠকে অংশ নেয়।

ব্রিফিংয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, 'চলমান আন্দোলনের জন্য কী ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা যায় এবং কীভাবে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়, এ ছাড়া বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণসহ আমরা প্রাথমিক কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি।'

বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা হয়েছে, নির্বাচনব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়েছে, দেশে একটা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করা হয়েছে দাবি করে বিএনপির এই নেতা বলেন, দেশের ৬৩টি রাজনৈতিক দল এর বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলন করছে। কিন্তু সরকার দমননীতির চরম পর্যায়ে গিয়ে একটা 'ডামি' নির্বাচন করে ক্ষমতা দখল করে বেআইনিভাবে বসে গেছে।

বিএনপির মহাসচিব বলেন, নির্দলীয় সরকারের অধীনে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য বিরোধী দলগুলো দীর্ঘ সময় সংগ্রাম করছে। নতুন করে আন্দোলন ও কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য তাঁরা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছেন।

পরে গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক বলেন, রাষ্ট্রযন্ত্র এবং আইন আদালতকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে দমনপীড়নের মাধ্যমে বিরোধী দলকে নির্মূল করে দেশে একদলীয় শাসন কায়েম করার জন্য সরকারের যে অপচেষ্টা, সে বিষয়ে তাঁরা সতর্ক আছেন। বর্তমান শাসনের অবসান ঘটিয়ে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে না তোলা পর্যন্ত বিরোধী দলগুলোর যুগপৎ আন্দোলন চলবে।

কারিগরি সনদ জালিয়াতি জাল সনদের তালিকা ডিবিতে

ঢাকা, ১২ মে : ঢাকা মেট্রোপলিটন গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ বলেছেন, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিস্ট একেএম শামসুজ্জামানসহ বোর্ডের অন্য কর্মকর্তারা বছরের পর বছর টাকার বিনিময়ে সনদ ও মার্কশিট বিক্রি করেছেন। বিক্রি করা সনদগুলো কীভাবে শনাক্ত করা যায় সেই তথ্য শামসুজ্জামান আমাদের দিয়েছেন। আমরা সেই তালিকা প্রস্তুত করে বোর্ডের কাছে দেবো। তারা সেগুলো বাতিলে ব্যবস্থা নেবে। শনিবার দুপুরে রাজধানীর মিন্টো রোডে ডিবি কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

হারুন বলেন, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিস্ট একেএম শামসুজ্জামান পাঁচ হাজার মানুষকে জাল সনদ দিয়েছেন। এমন কি তার সঙ্গে বোর্ডের বহু কর্মকর্তা ও কর্মচারীও জড়িত রয়েছেন। শামসুজ্জামান রিমান্ডে টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা সনদ বাতিলের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে। যার মাধ্যমে সনদ শনাক্ত করে বাতিল করা যাবে। তাই আমরা এই তথ্য কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সচিব ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জানাবো। পাশাপাশি বুয়েটের এক্সপার্টদের যুক্ত করে এই কাজটি কীভাবে করা যায় সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সাংবাদিক ও দুদক কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করে দীর্ঘদিন ধরে শামসুজ্জামান সনদ বিক্রি করে আসছিলেন।

তাদের বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হবে কিনা জানতে চাইলে ডিএমপি'র এই অতিরিক্ত কমিশনার বলেন, আপনারা জানেন গত ১লা এপ্রিল রাজধানীর কাফরুল এলাকায় অভিযান চালিয়ে সিস্টেম অ্যানালিস্ট শামসুজ্জামানকে গ্রেপ্তার করা

হয়। তখন রমজান মাসের শেষের দিকে। শামসুজ্জামান আমাদের কাছে রিমান্ডে থাকা অবস্থায় অনেক সাংবাদিক ফোন দিয়ে ঈদের বোনাস চেয়েছিল। এর প্রেক্ষিতে আমরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। তিনি খোলামেলাভাবে জানিয়েছেন, আমার পদে থাকতে অনেককে ম্যানেজ করতে হয়েছে। সে কারণেই ম্যানেজ করে চলতে হয়েছে। তাকে দ্বিতীয় রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদে সে জানিয়েছে কোন সাংবাদিক কখন, কীভাবে, কতো টাকা নিয়েছে। আমাদের ডিবি'র কর্মকর্তারা যোগাযোগ করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বরতদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। কোনো সাংবাদিক যদি চায় শামসুজ্জামানের মুখোমুখি বসে কথা বলতে, আমরা তাকে সেই সুযোগ দেবো। আমরা মনে করি অন্যায়ভাবে কেউ হয়রানির শিকার হউক সেটা আমরা চাই না।

দুদক কর্মকর্তারা শামসুজ্জামানের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত হলেন জানতে চাইলে হারুন বলেন, শামসুজ্জামান মনে করেছেন কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের চার পাশে থাকা দালাল প্রকৃতির লোক থাকে। পাশাপাশি সাংবাদিক ও দুর্নীতি দমন কমিশনের অনিয়ম তদন্ত করে। তারাও যদি তার পাশে থাকে তাহলে তার যে সনদ বাণিজ্যটা বড় আকারে করতে পারে। সে কারণেই সে এই নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। ফলে শামসুজ্জামানের সহযোগী ফয়সালকে নিয়ে একটি আলাদা বাসায় বসে সনদ তৈরি করতো। যার কারণে বিভিন্ন মানুষ তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। এই অনিয়মের সঙ্গে জড়িত তাদের সবার বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

চাকরির বয়স ৩৫ করার দাবিতে অবরোধ, পুলিশের লাঠিচার্জ

ঢাকা, ১২ মে : সরকারি চাকরিতে যোগদানের বয়স ৩৫ করার দাবিতে ফের শাহবাগ অবরোধ করেছেন চাকরিপ্রত্যাশীরা। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে সমাবেশের আয়োজন করেন তারা।

এরপর সমাবেশ থেকে মিছিল নিয়ে গণভবনের দিকে যান। এ সময় পুলিশের বাধার শিকার হন। সেখানে পুলিশ তাদের উপর লাঠিচার্জ করেছে। এ সময় ১৩ জনকে আটক করে নিয়ে যায় পুলিশ। এরপর শাহবাগ অবরোধ করেন তারা। প্রায় দুইঘণ্টা শাহবাগ অবরোধ করে রাখার পর তাদেরকে সরিয়ে দেয় পুলিশ।

এর আগে পরিষদের সমন্বয়ক শরিফুল ইসলাম শুভ বলেন, আমরা চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি চাই। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী ৩৫ চাই। তারই ধারাবাহিকতায় গত বছরের ৩০শে আগস্ট থেকে লাগাতার কর্মসূচি পালন করছি।

সরকারি-বেসরকারি, আধা সরকারি, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিতসহ দেশে বিদ্যমান সব ধরনের চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা ৩৫ বছর করতে হবে। বিষয়টি উপলব্ধি করে ২০১৮ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বাড়ানোর বিষয়ে মেধা ও দক্ষতা বিবেচনায় রেখে বাস্তবতার নিরিখে যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে উল্লেখ করেছিল। কিন্তু সেটি বাস্তবায়ন হয়নি।

সমাবেশে যোগ দিয়ে ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানী বলেন, আওয়ামী লীগ ২০১৮ সালে নির্বাচনী ইশতেহারে চাকরিতে বয়সসীমা বাড়ানোর কথা বলেছে। আমিও প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই দাবি তুলে ধরেছিলাম। বলেছিলাম, এর পেছনে ছাত্রলীগের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আমরা ভারতকে অনুসরণ করি। তাহলে চাকরিতে বয়সসীমার ক্ষেত্রে কেন নয়? ব্যর্থ রাষ্ট্র পাকিস্তানের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে আমরা উন্নত রাষ্ট্রগুলোর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে সরকারকে অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন, বয়সসীমা না রাখলে ভালো হয়। তবুও শিক্ষামন্ত্রী, জনপ্রশাসনমন্ত্রী দাবির বিষয়ে ইতিবাচক মত দিয়েছেন। বয়সসীমা ৩৫ করতে হবে।

এরপর দুপুরে আন্দোলনকারীরা মিছিল নিয়ে গণভবনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য থেকে আন্দোলনকারীরা গণভবন অভিমুখে পদযাত্রা শুরু করলে এতে বাধা দেয় পুলিশ। ব্যারিকেড দিয়ে থামিয়ে দেয়া হয় আন্দোলনকারীদের। বেলা ৩টায় পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে চাকরিপ্রত্যাশীরা শাহবাগ মোড় অবরোধ করে। এতে শাহবাগ এলাকায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ লাঠিচার্জ করে আন্দোলনরতদের সরিয়ে দেয়। এ সময় পুলিশ ও চাকরিপ্রত্যাশীদের মধ্যে কয়েক দফা ধাওয়া-পা া ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।

বাংলাদেশ ব্যাংকে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে নানা আলোচনা

ঢাকা, ১৫ মে : বাংলাদেশ ব্যাংকে সাংবাদিক প্রবেশে অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা নিয়ে এখনো চলছে বিস্তর আলোচনা। কেন এই নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে তার গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। এ কারণে গুজবের ডালপালা মেলছে একের পর এক। এর আগে রিজার্ভ চুরি, একের পর এক ব্যাংক কেলেঙ্কারির ঘটনায় সমালোচনার মুখে ছিল নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানটি। সর্বশেষ সাংবাদিক প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ করে যে নির্দেশনা দেয়া হয় তারপর থেকে নতুন করে আলোচনা হচ্ছে কেন এই নিষেধাজ্ঞা? এর নেপথ্যে কারণই-বা কী। এই নিষেধাজ্ঞা নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলছেন। কেউ বলছেন, আর্থিক খাতের অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার খবর বাইরে যাতে না যায় তার জন্য সাংবাদিকদের ওপর এই বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। কেউ বলছেন, সম্প্রতি এমন কোনো ঘটনা ঘটে থাকতে পারে যা আড়াল করতেই এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এমন আলোচনার মধ্যে নতুন করে প্রচার হয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ফের অর্থ চুরির খবর। ভারত থেকে পরিচালিত নর্থ ইস্ট নিউজের এক খবরে বলা হয়, ভারতীয় কিছু হ্যাকার বাংলাদেশ ব্যাংকের কয়েক বিলিয়ন ডলার চুরি করে নিয়ে গেছে। এ বিষয়ে দুই দেশের নিরাপত্তা সংশ্লিষ্টরা নীরবে তদন্ত চালাচ্ছেন বলে খবরে উল্লেখ করা হয়।

তবে ওই খবরে সুনির্দিষ্ট কোনো সূত্র উল্লেখ করা হয়নি।

এই খবর প্রচারের পর ব্যাংকপাড়ায় নতুন আলোচনা চলছে। দেশের গণমাধ্যমের অনেকে বিষয়টির

সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা করছেন। এবিষয়ে মঙ্গলবার রাতে বাংলাদেশ ব্যাংক এক বিবৃতিতে রিজার্ভ চুরিসংক্রান্ত প্রতিবেদনের সত্যতা নাকচ করে দিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, নিউইয়র্ক ফেডের সঙ্গে লেনদেনে নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে বর্তমানে তিন স্তরের নিরাপত্তাব্যবস্থা নীতি চালু রয়েছে। এর ফলে যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে, তা ভুয়া (ফেক)।

এমন এক সময়ে এই খবর এসেছে যখন বাংলাদেশ ব্যাংকের নিট রিজার্ভ ১৩ বিলিয়ন ডলারের ঘরে নেমে এসেছে। ডলারের দাম বাড়ানোয় নতুন করে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। ব্যয় সংকোচন করে আগামী বাজেট প্রণয়নের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। এ ছাড়া নানা অনিয়মে ডুবতে বসা অন্তত ১০টি ব্যাংককে সবল ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ৫টি ব্যাংককে একীভূত করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও হয়েছে। কিন্তু এখন আর ব্যাংকগুলো একীভূত হতে চাইছে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই সিদ্ধান্ত নিয়েও অর্থনীতি সংশ্লিষ্টরা নানা সমালোচনা করছেন। কেউ কেউ প্রশ্ন রেখে বলছেন, লুটপাটকারীদের সুবিধা দিতেই এমন সিদ্ধান্ত কিনা?

সর্বশেষ গত ৭ই মে অর্থনীতি বিষয়ক রিপোর্টারদের সংগঠন ইআরএফ আয়োজিত অনুষ্ঠানে অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছিলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকে কিছু একটা গণ্ডগোল চলছে। তবে বিষয়টি তিনি পরিষ্কার কিছু বলেননি।

গত সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস্? বাংলাদেশ ব্যাংকে যান। সেখানে তিনি গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারের সঙ্গে ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক করেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের এই বৈঠক নিয়েও ব্যাংক অঙ্গনে নানা আলোচনা হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডনালড লু'র ঢাকা সফরের সময়ে দেশের অর্থনীতির হালহকিকত জানতেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ছুটে গিয়েছিলেন তিনি।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় জবি শিক্ষার্থীর কারাদণ্ড

ঢাকা, ১৫ মে : ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে করা মামলায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) বহিষ্কৃত শিক্ষার্থী তিথি সরকারকে পাঁচ বছর কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। তবে এক বছরের জন্য তাকে প্রবেশনে রাখা হবে। সোমবার ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেন এ রায় দেন। ট্রাইব্যুনালের স্টেনোগ্রাফার মামুন শিকদার বলেন, আসামি তিথি সরকার দোষ স্বীকার করে প্রবেশনে দেয়ার জন্য আদালতের কাছে আবেদন করেন। আদালত তার আবেদন মঞ্জুর করে এক বছরের জন্য প্রবেশনে দেয়ার সিদ্ধান্ত দেন। তিথি সরকারকে প্রবেশনে দেয়ার আদেশে বলা হয়েছে, ট্রাইব্যুনাল একজন প্রবেশন কর্মকর্তার অধীনে তিথি সরকার এক বছর নিজ বাড়িতে প্রবেশনে থাকবেন। এই সময়ে তাকে আদালতের দেয়া আটটি শর্ত পালন করতে হবে এবং একজন প্রবেশন কর্মকর্তা তার তত্ত্বাবধান করবেন। প্রবেশন অফিস তিথি সরকারের বিষয়ে সন্তোষজনক প্রতিবেদন দিলে আদালত তার শাস্তি পুনর্বিবেচনা করবেন। ২০২০ সালের ২রা নভেম্বর নিরঞ্জনসহ অজ্ঞাত আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে প□ন থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে একটি মামলা হয়।

মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, ২০২০ সালের ৩১শে অক্টোবর সিআইডি'র সাইবার মনিটরিং টিম

দেখতে পায়, সিআইডি'র মালিবাগ কার্যালয়ের চারতলা থেকে তিথি সরকারকে 'হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে' বলে একটি মিথ্যা পোস্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করা হয়। সে সময় এটি ব্যাপক আলোড়ন তোলে।

প্রকৃতপক্ষে সিআইডিতে এ রকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। এ ঘটনার তদন্তে নেমে গুজব রটনাকারী নিরঞ্জন বড়াল নামের একজনকে রামপুরার বনশ্রী এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। নিরঞ্জনসহ অজ্ঞাত আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে একই বছর ২রা নভেম্বর পলটন থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে একটি মামলা হয়। ২০২১ সালের ১৯শে মে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সিআইডি পুলিশের উপ-পরিদর্শক মেহেদী হাসান তাদের দু'জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন।

একই বছরের ৪ঠা নভেম্বর ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক আসসামছ জগলুল হোসেন তিথির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন। অন্যদিকে তিথি সরকারের স্বামী শিপলু মল্লিককে মামলা থেকে অব্যাহতি দেন। জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে ফেসবুকে ও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ধর্ম বিরূপ মন্তব্য করে আসছিলেন তিথি সরকার। পরে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠন ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা তিথি সরকারের বহিষ্কার দাবিতে মানববন্ধন এবং প্রতিবাদ সমাবেশ করেন। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে তিথিকে সাময়িক বহিষ্কার করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সে সময় তার পরিবার থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল তিনি নিখোঁজ। এরপর ২০২০ সালের ১১ই নভেম্বর নরসিংদীতে তিথির স্বামী শিপলু মল্লিকের দূর-সম্পর্কীয় চাচা দেবাশীষ রায়ের বাসা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

KUSHIARA

Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service

বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

IATA | Biman Bangladesh Airlines | British Airways | Turkish Airlines | Qatar Airways | Kuwait Airways | Emirates

Hotline
0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile
07956 304 824

We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro

Worldwide Money Transfer

Bureau De Exchange

Cargo Services

আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।

আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।

ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।

Address:
319 Commercial Road,
London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888,
020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only:
07424 670198,07908 854321
Phone & Whatsapp:
+880 1313 088 876,
+880 1313 088 877

We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm

For More Information
kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC
SOLICITORS

আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

ASADUZZAMAN

FAKHRUL ISLAM

SAYED HASAN

SALAH UDDIN SUMON

Immigration and Nationality	ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children	ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury	পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation	লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment	প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness	হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant	ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits	ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery	মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate	উইলস ও প্রবেট
Mediation	মিডিয়েশন
Road Traffic Offence	রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation	ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime	ক্রাইম
Conveyancing	কনভেয়েনসিং

132 Cavell Street
London E1 2JA
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

সাংবাদিক নেতাদের আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

বাংলাদেশ ব্যাংকে সাংবাদিক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহবান

ঢাকা, ১৫ মে : ব্যাংকিং খাতের লুটপাট, নৈরাজ্য ও অনিয়ম ধামাচাপা দিতেই বাংলাদেশ ব্যাংকে সাংবাদিকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে বলে মনে করেন সাংবাদিক নেতারা। দ্রুততম সময়ের মধ্যে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে সাংবাদিকদের আগের মতো নির্বিঘ্নে প্রবেশাধিকার দেয়া না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা।

বুধবার ইআরএফ কার্যালয়ে 'সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকারে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিষেধাজ্ঞা আরোপ বিষয়ে নেতৃবৃন্দকে অবহিতকরণ' শীর্ষক সভায় এসব কথা বলেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন ও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিয়নের শীর্ষ নেতাসহ ইআরএফ এর সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ।

সাংবাদিকদের নেতাদের এই অবস্থানে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে সম্পাদক পরিষদ, নোয়াব ও বিএফইউজে-বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের শীর্ষ নেতৃত্ব।

ইআরএফ সভাপতি রেফোয়েত উল্লাহ মীরধার সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন- বিএফইউজে এর সভাপতি রুহুল আমিন গাজী, মহাসচিব কাদের গণি চৌধুরী, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) একাংশের সভাপতি সোহেল হায়দার চৌধুরী, সাজ্জাদ আলম খান তপু, অপর অংশের সভাপতি শহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক খুরশিদ আলম, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সভাপতি সৈয়দ শুকুর আলী শুভ, সাধারণ সম্পাদক মহি উদ্দিন আহমেদ, ইআরএফের সাবেক সভাপতি ও ইংরেজি দৈনিক ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সম্পাদক শামসুল হক জাহিদ, ইউএনবির সম্পাদক ফরিদ হোসেন, সিনিয়র সাংবাদিক সোহেল মঞ্জুর, ইআরএফের

সাবেক সভাপতি মনোয়ার হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান ও এস এম রাশিদুল ইসলাম প্রমুখ।

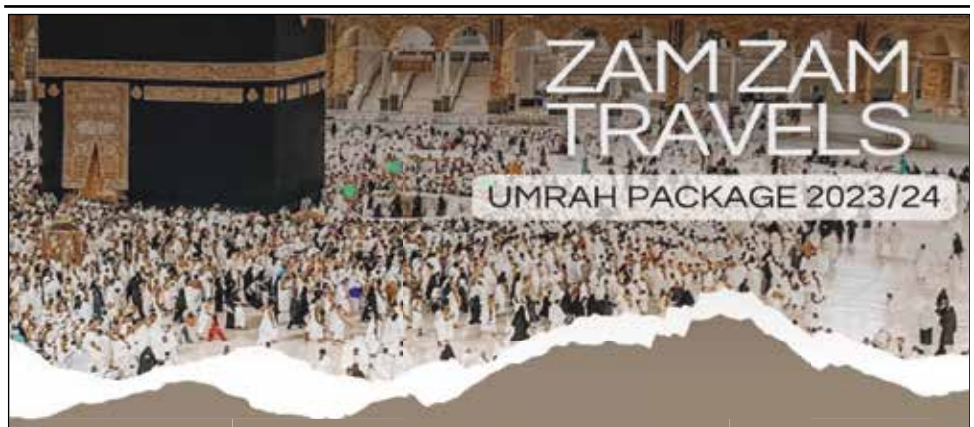

জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল দত্ত বলেন, ব্যাংক খাত থেকে একজন পি কে হালদার কয়েক হাজার কোটি টাকা লুটপাট করে নিয়ে যাবেন, অথচ কিছু বলা যাবে না এটাতো হতে পারে না। একজন ব্যক্তি সাত থেকে আটটি ব্যাংকের মালিক কিভাবে হন, প্রশ্ন রাখেন তিনি।

তিনি বলেন, সরকারের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে সাংবাদিকরা। সামনে বাজেট আসছে। এমন এক সময়ে কেনো কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সাংবাদিক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হবে? হলমার্ক কেলেঙ্কারি সহ সব বড় বড় আর্থিক অনিয়মের সংবাদ প্রকাশ করে সরকারকে সহযোগিতা করেছে গণমাধ্যম।

তিনি বলেন, তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাত আমাদের বলেছেন যে, তিনি সাংবাদিক প্রবেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি সমাধানে কাজ করছেন। তবে আমাদেরও এ বিষয়টি শক্ত হাতে মোকাবেলা করতে হবে। সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকিং খাতে যে নৈরাজ্য চলছে তারই অংশ হিসেবে সাংবাদিকদের বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রবেশ বন্ধ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে যে ৮০০ কোটি টাকা চুরি হয়ে গেছে, এতে কি চোরকে বাংলাদেশ ব্যাংকে আসতে হয়েছে? দেশের ৭-৮টা ব্যাংকের মালিক একটা গ্রুপ। রাতারাতি এক ব্যাংকের মালিকানা বদলে গেলো।

শ্যামল দত্ত আরও বলেন, সাংবাদিকদের অধিকার আদায়ে আর বসে থাকার সময় নেই।

হঠাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকে পিটার হাস

ব্যাংকে এসেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। সোমবার বেলা ৩টার দিকে তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ভবনে প্রবেশ করেন। সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন প্রবেশ করেন। এ সময় আগে থেকেই উপস্থিত থেকে পিটার হাসতে স্বাগত জানান বাংলাদেশ ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তারা। তবে ঠিক কি কারণে তিনি হঠাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকে আসলেন সে বিষয়ে আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির কোনো কর্মকর্তা মন্তব্য করতে রাজি হননি।

যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনালড লু মঙ্গলবার (১৪ই মে) ঢাকায় আসছেন। এ সফরে তিনি ব্যবসা-বিনিয়োগ, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন, নাগরিক অধিকারসহ দুই দেশের অগ্রাধিকারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আলোচনা করবেন। আর তাই আর্থিক খাতের বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকে এসেছেন।

কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দিনের প্রথম ভাগে কলম্বো থেকে ডোনালড লুর ঢাকায় আসার কথা রয়েছে। গত জানুয়ারির দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের সিনিয়র কর্মকর্তা হিসেবে এটি তার প্রথম সফর।

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

বাংলাদেশে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল সফল ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন

বাংলাদেশে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ পেয়েছে গত রোববার। চলতি বছরের এ পাবলিক পরীক্ষায় পাসের হার বাড়লেও কমেছে জিপিএ-৫ প্রাপ্তির হার। পরীক্ষার ফলাফলে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরাই ভালো করেছে। ঘোষিত ফলাফলে সারা দেশের ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদরাসা ও কারিগরি বোর্ডে ২০ লাখ ১৩ হাজার ৫৯৭ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ১৬ লাখ ৭২ হাজার ১৫৩ জন পাস করেছে। পাসের হার ৮৩ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ। এ বছর জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৮২ হাজার ১২৯ জন। গত বছরের চেয়ে এ বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৭ হাজার ৮৫৩ জন কমলেও পাসের হার বেড়েছে ২ দশমিক ৬৫ শতাংশ। তবে গত বছরের চেয়ে জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা এ বছর কমেছে ১ হাজার ৪৪৯ জন। করোনাভাইরাস মহামারির পর এবারই এসএসসিতে প্রথমবারের মতো পূর্ণ সিলেবাসে পরীক্ষার আয়োজন করেছিল সরকার। চলতি বছর পাসের হারে সবচেয়ে এগিয়ে যশোর শিক্ষা বোর্ড। ৯২ দশমিক ৩৩ শতাংশ। গত বছরের মতো এবারও পিছিয়ে রয়েছে সিলেট শিক্ষা বোর্ড। বোর্ডটিতে এবার পাসের হার ৭৩ দশমিক ৩৫ শতাংশ। এ ছাড়া ঢাকা বোর্ডে পাসের হার ৮৩ দশমিক ৯২ শতাংশ, রাজশাহীতে ৮৯ দশমিক ২৬ শতাংশ, কুমিল্লায় ৭৯ দশমিক ২৩ শতাংশ, চট্টগ্রামে ৮২ দশমিক ৮ শতাংশ, বরিশালে ৮৯ দশমিক ১৩ শতাংশ, দিনাজপুরে ৭৮ দশমিক ৪৩ শতাংশ, ময়মনসিংহে ৮৫ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাস করেছে।

মাদরাসা বোর্ডে দাখিল ৭৯ দশমিক ৬৬ এবং কারিগরি বোর্ডে পাসের হার ৮১ দশমিক ৩৮ শতাংশ। এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় যারা পাস করেছে তাদের অভিনন্দন ও শুভকামনা। প্রায় ১৭ শতাংশ পরীক্ষার্থী এ বছর পাস করেনি, তাদের ব্যর্থতার কারণ উদঘাটনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগী হতে হবে। যে ৫১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কেউ পাস করেনি, সেগুলো টিকিয়ে রাখা উচিত হবে কি না ভাবা দরকার।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল বিপজ্জনক খেলায় মেতেছে

দাউদ কুত্তব

গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি মেনে নিতে ইসরাইলকে চাপ দেয়ার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের যে অনীহা তার পরিণতি হবে মারাত্মক, আর তা কেবল ফিলিস্তিনিদের জন্য ভয়াবহ হবে না।

হামাস একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি মেনে নিয়েছে বলে ৫ মের ব্রেকিং নিউজটি সমগ্র গাজাজুড়ে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে, ফিলিস্তিনের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে উল্লাস করতে। কিন্তু তাদের সে আনন্দ ছিল ক্ষণস্থায়ী, কারণ ওই দিন ইসরাইল রাফাহ শহরে মারাত্মক স্থলহামলা চালায়।

ইসরাইল এবং যুক্তরাষ্ট্র কয়েক সপ্তাহ ধরে হামাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছিল যে, তাদের অবস্থান যুদ্ধবিরতি আলোচনার অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করছে। এর পরে হামাস একটি যুদ্ধবিরতি মেনে নেয়ার এ কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেয় যা কার্যকরভাবে তার শত্রুদের ঘায়েল করেছে। বল এখন ইসরাইলের মাঠে এবং আরেকটু বাড়িয়ে ইসরাইলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক যুক্তরাষ্ট্রের মাঠে। হামাসের সম্মতির পরও যদি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধবিরতির চুক্তি সম্পন্ন না হয়, তাহলে এটি উন্মোচিত হয়ে যাবে যে, ইসরাইল শান্তির প্রকৃত বিনষ্টকারী এবং যুক্তরাষ্ট্র এক অসৎ মধ্যস্থতাকারী।

ইতোমধ্যে এমন সব ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে, ওই দু'টি দেশ গাজাযুদ্ধ নিয়ে প্রকৃতপক্ষে একটি খেলায় মেতেছে। তারা এখন বিশ্বব্যাপী জনসাধারণের কাছে গাঁজাখুরি কথাবার্তা ফেরি করার চেষ্টা করছে যে, হামাসের কাছে যে চুক্তির খসড়া পেশ করা হয়েছে সে বিষয়ে ইসরাইল কিছু জানত না। সেই সাথে এটিও বিশ্ববাসীকে গেলানোর চেষ্টা করছে যে, যুক্তরাষ্ট্র রাফাহ শহরে ইসরাইলি অভিযানের বিরোধী।

ওই উভয় বক্তব্য বিশ্ববাসীর মনে বিস্ময় এবং বিভ্রান্তির উদ্রেক করা সত্ত্বেও, এটি একদিক থেকে ভালো এজন্য যে, এরপর কী ঘটবে বিশ্বের মানুষ আসলে সেটা জানত এবং ধারণাও করেছিল।

ইসরাইল দাবি করেছে, তারা চুক্তিটি প্রত্যাখ্যান করছে এ কারণে যে, এতে অন্তর্ভুক্ত নতুন বিধিমালার বিষয়ে তারা জানত না, অথচ এমন খবর বেরিয়েছে যে, সিআইএ প্রধান বিল বার্নস, যিনি আলোচনায় ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, ইসরাইলি পক্ষকে চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে ব্রিফ করেছেন এবং ইসরাইলের প্রতি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের 'চিরঅটুট' (রৎড়হপষধফ) সমর্থন দেয়ার কথাও জানিয়েছেন, সুতরাং বাইডেনের প্রশাসন তার মিত্রদের স্বার্থের পক্ষে যাবে না এমন কোনো চুক্তি নিয়ে আলোচনা করবে এমন সম্ভাবনা খুব সামান্য।

যুক্তরাষ্ট্র নিজে দাবি করেছে যে, তারা গাজায় ইসরাইলি স্থলহামলার কঠোর বিরোধী। কিন্তু তার পরও স্থলহামলা শুরু হওয়ার পর বাইডেন প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া ছিল হামলার নিন্দা করা নয় বরং হামলার বিষয়টিকে খর্ব করে দেখানোর চেষ্টা। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কিরবি বলেছেন, যে অনুমিতভাবে এটি সেরকম সর্বাত্মক আক্রমণ নয় যেমনটা সবাই ধারণা করেছিল, এটি একটি 'সীমিত' অপারেশন ছিল। এভাবে পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করে যে, ইসরাইলের পরিকল্পনা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভালোভাবে জানত।

এ প্রেক্ষাপটে, ইসরাইলের আরেকটি 'সীমিত' অপারেশনের কথা স্মরণ করা জরুরি যুক্তরাষ্ট্র যেটির বিরোধিতা করেছিল বলে কথিত আছে, যা কার্যত সেরকম 'সীমিত' থাকেনি। ১৯৮২ সালে লেবাননে ইসরাইলি আগ্রাসনের শুরুতে, তৎকালীন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী মেনাহেম বেগিন দাবি করেছিলেন, উত্তর ইসরাইলে বোমাবর্ষণকারী ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর অবস্থান 'নির্মূল' করতে ইসরাইলি সেনাবাহিনী লেবাননি ভূখণ্ডের মাত্র ৪০ কিলোমিটার (২৫ মাইল) পর্যন্ত প্রবেশ করবে।

কিন্তু বিস্ময়ের কোনো অবকাশ না রেখে, ইসরাইলি সৈন্যরা ৪০ কিলোমিটারে থামেনি; তারা পুরো ১১০ কিলোমিটার (৬৮ মাইল) দূরত্ব অতিক্রম করে রাজধানী বৈরুতে প্রবেশ করে এবং সেটি দখল করে নেয়। এ প্রতারণা ঢাকার চেষ্টায় ইসরাইলি সরকার দাবি করেছিল যে, 'মাঠের পরিস্থিতি'র কারণে সর্বাত্মক আগ্রাসন চালানোর দরকার ছিল। আক্রমণের ন্যায্যতা প্রতিপন্নে এ এক দুর্বল যুক্তি যেটি তখনকার মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেকজান্ডার হেগও পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। ২০০০ সাল পর্যন্ত ইসরাইলিরা লেবানন থেকে সরে আসেনি।

গাজার বিরুদ্ধে ইসরাইলের চলমান এ যুদ্ধের সময়, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইসরাইলকে প্রকাশ্যে এমন কোনো সতর্কবার্তা দেয়া হয়নি যা ইসরাইল মেনে নিয়েছে। ফলে কার্যত এটি অস্পষ্ট যে, ইসরাইলের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে অব্যাহত সমর্থন দিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি এ ধরনের সতর্কতাগুলো আদৌ ইসরাইলি সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে নাকি নিছক লোকদেখানো। এ অর্থে, লবণস্বরূপ নেয়া যেতে পারে খবরটি যে, রাফায় সর্বাত্মক আক্রমণ বন্ধের লক্ষ্যে বাইডেন প্রশাসন ইসরাইলের জন্য অনুমোদিত অস্ত্রের একটি চালান আটকে রেখেছে।

কথিত এ 'সীমিত' অভিযানের প্রেক্ষাপটে, এটি উদ্বেগজনক যে যুক্তরাষ্ট্র মিসরের সাথে যুক্ত রাফাহ ক্রসিংয়ের ফিলিস্তিনি অংশ দখলে ইসরাইলি বাহিনীকে গোপনে অনুমোদন দিচ্ছে।

রাফায় ইসরাইলের ফিলিস্তিনি ক্রসিং পয়েন্ট দখল শুধু গাজায় আতঙ্কের সৃষ্টি করেনি, সেখানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ত্রাণসাহায্য সরবরাহ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ

> বাইডেন নভেম্বরের নির্বাচনে হেরে যাওয়ার দিকে যাচ্ছেন। রেখে যাচ্ছেন এমন এক ভয়ঙ্কর উত্তরাধিকার, যা গাজায় নির্বিচার গণহত্যার ঘটনা দেখেও দেখে না এবং আরো নৃশংসতা ও দায়মুক্তির পথ প্রশস্ত করতে আন্তর্জাতিক আইনি ব্যবস্থাকে দুর্বল করে তোলে।

হওয়ার কারণেও মানুষজন আতঙ্কিত। তবে কায়রোও এ বিষয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। কায়রো এ হামলার নিন্দা করেছে।

মিসর অতীতে বারবার সতর্ক করেছে যে, ফিলাডেলফি করিডোরের ফিলিস্তিনি অংশে ইসরাইলি সৈন্যদের উপস্থিতি হবে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি এবং ফিলাডেলফি প্রটোকলের লঙ্ঘন। ফিলাডেলফি প্রটোকল অনুযায়ী অঞ্চলটি হবে একটি অসামরিক অঞ্চল।

ইসরাইল এবং মিসরের মধ্যে ক্যাম্পডেভিড শান্তিচুক্তি হয়েছিল ১৯৭৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায়। ওয়াশিংটন এ চুক্তির গ্যারান্টর বা জামিনদার। ২০০৫ সালে ইসরাইল গাজা উপত্যকা থেকে সেনা প্রত্যাহার করার পর ফিলাডেলফি প্রটোকল যোগ করে চুক্তিটি সংশোধন করা হয়। তখন থেকে মিসর চুক্তির বিধান মেনে চলছে, কিন্তু এখন ইসরাইল সেটি আর মানছে না বলে মনে হচ্ছে।

বাইডেন প্রশাসন ভাবতে পারে যে, রাফায় ইসরাইলি আক্রমণকে 'সীমিত' হিসেবে উপস্থাপন করে তারা সফলভাবে সমালোচনা থামিয়ে দিতে পেরেছে, তবে মার্কিন-সমর্থিত চুক্তি লঙ্ঘন করে ক্রসিং দখল একটি স্পষ্ট বার্তা পৌঁছে দেয় যে, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলের স্বাক্ষর করা কোনো চুক্তি পায়ে মাড়িয়ে যেতে দেশ দু'টির বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।

ওয়াশিংটনের কাঁধে এ দায় চাপছে যে, গাজায় পরিচালিত নৃশংসতার আইনি পরিণতি থেকে ইসরাইলকে রক্ষা করতে ওয়াশিংটন তার পথ থেকে সরে যাচ্ছে এবং এভাবে আন্তর্জাতিক আইনের অবজ্ঞা করছে। মার্কিন কর্মকর্তারা জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবগুলো 'বাধ্যতামূলক নয়' বলে অভিহিত করেছেন, গাজার পরিস্থিতিকে 'দৃশ্যত' গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের নিন্দা করেছেন এবং ইসরাইলি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হলে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি দিয়েছেন।

পরিস্থিতি এখন যেমন দাঁড়িয়েছে যে, বাইডেন নভেম্বরের নির্বাচনে হেরে যাওয়ার দিকে যাচ্ছেন। রেখে যাচ্ছেন এমন এক ভয়ঙ্কর উত্তরাধিকার, যা গাজায় নির্বিচার গণহত্যার ঘটনা দেখেও দেখে না এবং আরো নৃশংসতা ও দায়মুক্তির পথ প্রশস্ত করতে আন্তর্জাতিক আইনি ব্যবস্থাকে দুর্বল করে তোলে।

গতিপথ পরিবর্তনে এখনো খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি। হামাসের সাথে একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতি চুক্তি মেনে নিতে, গাজা থেকে পুরোপুরি সেনা প্রত্যাহার করতে, অবরোধ তুলে নিতে এবং স্থূর্ণ মানবিক সহায়তার প্রবেশাধিকার এবং পুনর্গঠন শুরুর অনুমতি দিতে বাইডেনকে অবশ্যই ইসরাইলের ওপর বাস্তব ও সিদ্ধান্তমূলক চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

তরজমা : মজতাহিদ ফারুকী
৮ মে আল-জাজিরায় প্রকাশিত নিবন্ধ। দাউদ কুত্তব পুরস্কার পাওয়া ফিলিস্তিনি সাংবাদিক

দৌলতপুর ইউনিয়ন এডুকেশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের কার্যকরী কমিটির সভা

সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার ৫নং দৌলতপুর ইউনিয়ন এডুকেশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের কার্যকরী কমিটির এক সভা গত ৩০ এপ্রিল মঙ্গলবার ইস্ট লন্ডনের মনসুন রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়।

এতে ট্রাস্টের সভাপতি মোহাম্মদ মোহাব্বত শেখ এর সভাপতিত্বে এবং সহ সাধারণ সম্পাদক মোঃ কদর উদ্দিন এর পরিচালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলায়াত করেন সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুস শহীদ। সভায় উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টের সহ সভাপতি মনির খান,সাধারণ সম্পাদক মোঃ হাসিন উজ্জামান নূরু,কোষাধ্যক্ষ হাজী জাহির আলী,সহ কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হামিদ খান সুমেদ,সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুশ শহীদ,প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জিয়াউল হক জিয়া,কার্যকরী কমিটির সদস্য শামসুদ্দিন তালুকদার শামস,মাহবুব আলী চুনু,হাজী খলিল উদ্দিন,মোঃ দৌলত হোসেন,হানিফ আহমদ খান,আবুল হোসেন মামুন ও নতুন ট্রাস্টি সালিক মিয়া।

সভায় উম্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে ৬ষ্ট বৃত্তি বিতরণের প্রতিবেদন অনুমোদন করে আগামী ২৫ জুন মঙ্গলবার দুপুর ২টায় লন্ডনের মায়েদাগ্রীল রেস্টুরেন্টে ট্রাস্টের বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং নতুন ট্রাস্টি সংগ্রহের লক্ষে এবং বার্ষিক সাধারণ সভা সফল করার লক্ষে আগামী ৪ জুন মঙ্গলবার ২টায় নেটওয়ার্কিং এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সভা নর্থ ইউকের ওলডহ্যাম শহরে অয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং নতুন ট্রাস্টি করপাড়া গ্রামের কৃতি সন্তান আবুল কাহার এবং উজাইজুরি গ্রামের কৃতি সন্তান মোঃ সালিক মিয়ার ট্রাস্টিশীপ আবেদন অনুমোদন করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ব্রিকলেইন জামে মসজিদের উদ্যোগে প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরীর সাথে মতবিনিময়

ঐতিহ্যবাহী ব্রিকলেইন জামে মসজিদের উদ্যোগে যুক্তরাজ্য সফররত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরীর সম্মানে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে বিলেতের ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। গত ৩০ এপ্রিল মসজিদের সেমিনার হলে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন মসজিদ কমিটির সভাপতি হামিদুর রহমান চৌধুরী।

সাধারণ সম্পাদক হেলাল উদ্দিন আলী ও মসজিদের খতিব মাওলানা নজরুল ইসলামের পরিচালনায় সভায় মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরীকে সম্মান ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

এসময় মসজিদ কর্তৃপক্ষ জানান এই মসজিদের উন্নয়নে বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়েছে ভবিষ্যতেও সহযোগিতা কামনা করলে প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী সবসময় এই মসজিদের এই উন্নয়নে আন্তরিক। আমি প্রবাসীদের এই আহবান তার কাছে তুলে ধরব। সভায় অন্যানদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরিফ, মসজিদ কমিটির সহ সভাপতি নূরুল হক লালা মিয়া, আলতাবুর রহমান মোজাহিদ, ট্রেজারার মতিউর রহমান, সাবেক খতিব জিল্লুর রহমান চৌধুরী, মাওলানা আব্দুল মালিক, শফিকুর রহমান বিপ্লবী, ব্যবসায়ী রফিক হায়দার, হারুন হাফিজুর রহমান লাকু, আব্দুল খালিক, আংগুর আলী, আনসারুল হক, ইলিয়াস মিয়া, সৈয়দ মতুর্জা আলি, নুর উদ্দিন, ইউছুফ আলী, আনছারুল হক, আব্দুল খালিক মশিউর রহমান চৌধুরী মিঠু, সৈয়দ খাইরুল ইসলাম, মো: ছোবা মিয়া, আঙ্গুর আলী, শওকত সিদ্দিকী, পারভেজ কোরেশী, বিধান ঘোষ, রবিন পাল, মসজিদের সাবেক ইমাম মৌলনা জিল্লুর রহমান চৌধুরী, মৌলনা ওয়ালিউর রহমান চৌধুরী, মাওলানা আব্দুল ওয়াদুদ, হাফিজ ওয়াহিদ সিরাজী, মওলানা শফিকুর রহমান বিপ্লবি, মাওলানা নুরুল ইসলাম, সাংবাদিক আহাদ চৌধুরী বাবু, জাকির হোসেন কয়েছ, আকরাম হোসেন, মাসুদ আহমেদ প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

সাথে পাচ্ছেন এক কপি সাপ্তাহিক দেশ ফ্রি

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

যুক্তরাজ্যে চেতনা সমাজকল্যাণ সংস্থার আত্মপ্রকাশ

'মানুষ মানুষের জন্য। মানবতার ডাকে সাড়া দিতে সবাই মিলে কাজ করবো'- এই প্রত্যয়কে সামনে রেখে চেতনা সমাজ কল্যাণ সংস্থা নামে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক একটি নতুন দাতব্য সংগঠনের আত্মপ্রকাশ হয়েছে। অবশ্য সংগঠনটি গত দুই বছর যাবত চেতনা যুব পরিষদ নামে

যুক্তরাজ্য থেকে লিডস বাংলা প্রেস ক্লাবের সাহায্যে তহবিল সংগ্রহ করে বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে ত্রাণ বিতরণ ও ফ্রি চিকিৎসা সেবা দিয়েছে।

তবে গত ১৩ মে সোমবার বার্মিংহামে বাংলাদেশী কমিউনিটির বিশিষ্টজনদের সাথে বর্তমানে ইংল্যান্ড সফররত চেতনা যুব পরিষদ বাংলাদেশের সভাপতি জুলকার নায়েনের সম্মানে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় সংগঠনটির নতুন নামকরণ এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ এম.জি কিবরিয়াকে সভাপতি ও হাবিব আহসান জাবেদকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। কমিটির পদপ্রাপ্ত অন্যরা হলেন-সহ সভাপতি খছরু মোহাম্মদ খান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন, অর্থ সম্পাদক রাহিদ আল হাসান, প্রচার সম্পাদক শহিদুর রহমান সোহেল, সমাজসেবা সম্পাদক জুনেজ খান, ধর্ম সম্পাদক হাফিজ নাজমুল ইসলাম, আপ্যায়ন সম্পাদক জুবের আহমদ, ক্রীড়া সম্পাদক সুয়েব আহমদ, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক ইউসুফ কামাল, সাংস্কৃতিক সম্পদক মোঃ হাসান আহমেদ, কার্যকরি পরিষদ সদস্য মিজানুর রাজা চৌধুরী, আবরারুল হক আরিফ, মোহাম্মদ জাকারিয়া, উবায়দুল হাসান লোদী, মোহাম্মদ নুরুল হক, শাহান চৌধুরী, মফিজুর রব প্রমুখ।

সংস্থার নব নির্বাচিত সভাপতি এম.জি কিবরিয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক হাবিব আহসান জাবেদের পরিচালনায় মতবিনিময় সভায় পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সাংবাদিক মারুফ আহমেদ। চেতনা যুব পরিষদ বাংলাদেশের সভাপতি জুলকার নায়েনকে ফুল দিয়ে বরণ করেন চেতনা সমাজ কল্যাণ সংস্থা যুক্তরাজ্যের নেতৃবৃন্দ।

আলোচনা পর্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন চেতনা সমাজ কল্যাণ সংস্থার নবনির্বাচিত সহ-সভাপতি এবং গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল যুক্তরাজ্যের জেনারেল সেক্রেটারি খছরু খান, বার্মিংহাম বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মারুফ আহমেদ, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের নির্বাহী সদস্য এবং চেতনা সমাজ কল্যাণ সংস্থা যুক্তরাজ্যের প্রচার সম্পাদক শহিদুর রহমান সোহেল, অর্থ সম্পাদক রাহিদ আল হাসান, সাংস্কৃতিক সম্পদক মোঃ হাসান আহমেদ, কার্যকরি পরিষদ সদস্য উবায়দুল হাসান লোদী, মোহাম্মদ নুরুল হক, মিজানুর রাজা চৌধুরী, মফিজুর রব শাহান চৌধুরী প্রমুখ।

সভায় বক্তারা সিলেটের বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নে চেতনা যুব পরিষদ বাংলাদেশের সভাপতি জুলকার নায়েন এবং চেতনা সমাজ কল্যাণ সংস্থা যুক্তরাজ্যের সভাপতি এম জি কিবরিয়ার নিরলস প্রচেষ্টার ভূঁয়সী প্রশংসা করেন।

জুলকার নায়েন আশা প্রকাশ করে বলেন, সভাপতি এম.জি কিবরিয়ার নেতৃত্বে চেতনা সমাজ কল্যাণ সংস্থা যুক্তরাজ্য থেকে বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের কল্যাণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। এদিকে সভাপতি এম.জি কিবরিয়া সংগঠনের সদস্যবৃন্দ এবং কমিউনিটির সহযোগিতা নিয়ে চেতনা সমাজ কল্যাণ সংস্থার কার্যক্রম অনেক দূর এগিয়ে নিতে পারবেন বলে প্রত্যশা ব্যক্ত করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

যে বিষয়ে প্রবাসীদের সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানালেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী

খালেদ মাসুদ রনি :

বৃটেন সফররত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড.এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, কিছু দুষ্ট লোকের কারণে বাংলাদেশের উন্নয়ন কাজের সময় বার বার বাড়ানো হয়। টাকা বাড়ানো হয়। এতে মানুষের হয়রানী বাড়ে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুনজর ছাড়া কাজের অগ্রগতি খুবই স্লো। দেশে প্রতিটি প্রজেক্ট যাতে সময় মতো হয়, সে জন্য প্রবাসীদের সোচ্চার হওয়ার আহবান জানান তিনি।

তিনি গত বৃস্পতিবার রাতে ওয়েস্টহামের ইম্প্রেশন হলে বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন।

সংগঠনের সভাপতি জাহাঙ্গীর খানের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি সৈয়দ আহবাব হোসেন ও জয়েন সেক্রেটারি জেইন মিয়ার যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সদস্য হাবিবুর রহমান এমপি।

এসময় আরো বক্তব্য রাখেন, মইন উদ্দিন আনসার, পারভেজ কুরেশি, মহিবুর রহমান মুহিব, সাজেদুর রহমান ফারুক, জালাল উদ্দিন, অলি উদ্দিন শামীম, কাউন্সিলর ফয়জুর রহমান, মানিকুর রহমান গনি, আব্দুল হালিম চৌধুরী, জয়নাল খান, সামি সানাউল্লাহ, নইম উদ্দিন রিয়াজ, আব্দুল আহাদ চৌধুরী, মারুফ চৌধুরী, ফয়সাল আলম, আহবাব হোসেন, আব্দুল আজিজ চৌধুরী, এম এ মুনিম, আব্দুল বারী, ডাঃ মাসুক আহম্মেদ, নুরুজ্জামান সেলিম, সুফি সোহেল, আবুল মিয়া,মুন কোরেশী, শামীমা মিতা, আলম শেখ, নাজির আলী, আজাদ হোসেন, মজির উদ্দিন,মোবারক আলী, আব্দুল হান্নান,মনোয়ার ক্লাক প্রমুখ।

সভায় প্রধান অতিথি ড.এ কে আব্দুল মোমেন এবং বিশেষ অতিথি হাবিবুর রহমান এমপিকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট £15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক
FISH
RICE
MEAT
CHICKEN
রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিধা
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

Community Development Initiative
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.
- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development

Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

ভারতীয় আগ্রাসন, সীমান্তে নির্বিচারে গণহত্যার প্রতিবাদ

লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশন ঘেরাও

ভারতীয় আগ্রাসন, সীমান্তে নির্বিচারে গণহত্যা, বাংলাদেশের গণতন্ত্র ধ্বংসে একদলপ্রীতি নীতির প্রতিবাদে লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশন ঘেরাও কর্মসূচি পালিত হয়েছে। গত ৭ মে মঙ্গলবার বিকেলে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন 'রাইটস অব দ্যা পিপল' এর উদ্যোগে লন্ডনে অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশন ঘেরাও করে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচীতে বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অংশ নেন।

সংগঠনের সভাপতি আসাদুজ্জামান সাফি'র সভাপতিত্বে, সেক্রেটারি ফয়েজ আহমদ ও সিনিয়র সহ-সভাপতি নুরুল ইসলাম মাসুদের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক ওলী উল্লাহ নোমান।

প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক সুরমা পত্রিকার সম্পাদক শামসুল আলম লিটন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল্লাহ সিদ্দিকী, সংগঠনটির উপদেষ্টা সৈয়দ জুলকারনাইন জুম্মা।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ-সাধারন সম্পাদক জুমেল হুসাইন, মোঃ সানাউর রহমান চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক মো: কাওছার আহমেদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস, সহ-প্রচার সম্পাদক শাহরিয়ার হোসেন শাকিব, মানবাধিকার কর্মী আশিক উদ্দিন, আবুল কালাম আজাদ লস্কর, সহ-সেক্রেটারি কাওছার আহমেদ রিফাত, সহ- সেক্রেটারি মো. রেজাউল করিম, দিলোয়ার করিম সাজু, পাবলিকেশন সেক্রেটারি: রুবেল আহমদ, জাহেদ হোসাইন, আব্দুল্লাহ আল নাঈম, সাইফুর রহমান মনি, ফাহিম চৌধুরী, শিপন আহমেদ, আলমগীর সামী, সৈয়দা রিপা বেগম, জবা আক্তার শুভা, মৌসুমী আক্তার সূবর্ণা, নাইমা সুলতানা, শরিফা বেগম, সাবিনা ইসলাম, মো: আব্দুল হাকিম সানিয়াদ, আশিক মোছাদ্দক নাঈম, রাসেল আহমদ, আব্দুল্লাহ নাঈম, মোশাহিদ আলী, মনসুরুল হাসান জাকারিয়া, আল আমিন ইসলাম, মো জামিরুল ইসলাম চৌধুরী, শাকিল আহমদ, মুন্সী আসাদুল ইসলাম, আরাফাত রহমান, জাহিদুল হাসান, রেদোয়ান আহমেদ, আশরাফুল ইসলাম, রানা ইফতেখার রশিদ, মো আব্দুল কবির, মো: নাসিফ উদ্দিন, রেজাউল হক, জাবের চৌধুরী, মোঃ আশিকুর রহমান, জাহিদুল হক মোমেন, নাইমা সুলতানা, মোঃ নাসিফ উদ্দিন, জাহিদুল হাসান, মোহাম্মদ নাজমুল হক, জুন্না আহমদ, মুন্সী আসাদুল ইসলাম, সায়মন আহমেদ, মো: এনামুল হাসান, মো জামিল আহমেদ, বিপ্লব মাহমুদ, মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান, মিজানুর রহমান, রেদুয়ান আহম্মেদ, আলী আশরাফ, সুলতান আহমেদ, আফজাল হুসাইন শাকিল, শিমুল ইসলাম, মো: নূরুল ইসলাম (তোতা মাস্টার), আরিফুজজামান উকিল, মো: জাহেদুল ইসলাম, শাহরিয়ার আহমদ মাহি, তানভীর আহমদ শোভন, বেলাল আহমদ, মিলাদ আহমদ, মোঃ কামাল হোসাইন, ঈসা মোহাম্মদ, ইব্রাহিম মোহাম্মদ, আবু তাহের নাহিম, রায়হান উদ্দিন, নাঈম আহমদ, কামাল উদ্দিন, মিজান আহমেদ, মো: জহুর আলী নাঈম, বদরুল আমিন, কাজী মোজাম্মেল হুসাইন, মাহফুজুর রহমান মোবারক, ফেরদৌস আহমদ, ফাহিম আহমেদ, আবু তাহের জাকওয়ান, নিকোলাস মল্লিক, মো সিরাতুল ইসলাম আবির, জহিরুল ইসলাম মাহি প্রমুখ।

ঘেরাও কর্মসূচীতে বক্তারা ৬ দফা দাবী জানান, সীমান্তে বাংলাদেশী হত্যা বন্ধ করতে হবে। দেশের সকল ক্ষেত্রে ভারতীয় আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশে অগণতান্ত্রিক ফ্যাসিবাদি সরকার নয়, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে গুরুত্ব দিতে হবে। তিস্তাসহ ৫৪টি অভিন্ন নদীর ন্যায্য পানি দিতে হবে। বাংলাদেশে বাণিজ্য বৈষম্য কমাতে হবে। বাংলাদেশে কর্মরত অবৈধ ভারতীয় নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

২১ জুলাই ইস্টহ্যান্ডস ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটির ৩য় ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট

বাংলাদেশেত বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের (দরিদ্র অন্ধ, বধির এবং মূক শিশু) জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য ৩য় চ্যারিটি ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছে ইস্টহ্যান্ডস ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটি। আগামী ২১ জুলাই (রবিবার) রেডব্রিজ স্পোর্টস সেন্টারে এই চ্যারিটি টুর্নামেন্ট চলবে সকাল ১১টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত।

সকাল ১১টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, বিকেল ৮টা থেকে ফাইনাল ম্যাচ এবং রাত ৯টার দিকে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হবে। এই টুর্নামেন্ট সফল করার জন্য গত ১১ মে শনিবার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে প্রথম প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় ইস্টহ্যান্ডস ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটির চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ সাংবাদিক নবাব উদ্দিন সভাপতিত্বে।

এ সময় বক্তব্য রাখেন টুর্নামেন্টের অন্যতম উদ্যোক্তা সাবেক কাউন্সিলর আতাউর রহমান, ইস্টহ্যান্ডস ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটির অন্যতম পরিচালক বাবলুল হক, তাকওয়া ব্যাডমিন্টন ক্লাবের চেয়ারম্যান সাংবাদিক মোঃ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, টুর্নামেন্টের অন্যতম আয়োজক মাহিদুল ইসলাম চৌধুরী, বিবিএফইউকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ফকরুল ইসলাম, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের ট্রেজারার সাংবাদিক সালেহ আহমদ, বার্কিং ব্যাডমিন্টন ক্লাবের চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান, ২০২৩ এর চেম্পিয়ান মকবুল হক প্রমুখ।

যারা আসন্ন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে অংশ নিতে আগ্রহী, তাদেরকে সাবেক কাউন্সিলর আতাউর রহমান, মাহিদুল ইসলাম চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করেছেন টুর্নামেন্টের আয়োজক ও পৃষ্ঠপোষক, ইস্টহ্যান্ডস ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটির চেয়ারম্যান, ক্রীড়াবিদ সাংবাদিক নবাব উদ্দিন। তিনি বলেন, সবার সহযোগিতা পেলে এই টুর্নামেন্টে সারা যুক্তরাজ্য থেকে দুই শতাধিক প্লেয়ার অংশ নেবে। এত বড় ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট দেখার জন্য সবাইকে ইস্টহ্যান্ডস ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটির পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানান তিনি। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।

Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal

House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

টাওয়ার হ্যামলেটসকে নিরাপদ রাখতে সিসিটিভিতে ৪ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ

টাওয়ার হ্যামলেটস বারা জুড়ে নজরদারি বাড়াতে সিসিটিভি খাতে ৪ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ অপরাধীদের ধরতে সাহায্য করবে, অসহায় বাসিন্দাদের সহায়তা করবে এবং আইন ভঙ্গকারীদের বাধা দেবে।

সিসিটিভি কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টারে একটি উপযুক্ত ও অত্যাধুনিক এলইডি ভিডিও ওয়াল ডিসপ্লে ইউনিট সহ সর্বাধুনিক সরঞ্জাম নিশ্চিত করতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল ৮ লাখ ৯৫,০০০ পাউন্ড বিনিয়োগ করছে। এর ফলে দিনের যেকোনো সময় একযোগে ৪২টি ক্যামেরার মাধ্যমে বারাকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে।

এছাড়া বারার ৩৫০ টি রাস্তা-ভিত্তিক ক্যামেরার সবগুলোকে এনালগ থেকে ডিজিটালে আপগ্রেড করা হয়েছে, এর ছবির গুণমান এবং জুম ফাংশন উন্নত করা হয়েছে এবং অপরাধের সাথে জড়িত সন্দেহভাজনদের ট্র্যাক করতে ও ধরতে সাহায্য করবে।

নতুন ক্যামেরা গুলোকে সহায়তা করার জন্য নেটওয়ার্ক সরঞ্জাম এবং অবকাঠামোও আপগ্রেড করা হয়েছে। কাজটি পর্যায়ক্রমে সম্পাদিত হয়েছে এবং এপ্রিল ২০২৪ পুরো প্রজেক্টের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২০২২ সালের এপ্রিল মাস থেকে, কাউন্সিলের সিসিটিভি অপারেটররা ২১ জন ওয়ান্টেড ব্যক্তি এবং সহিংসতা - সম্পর্কিত অপরাধের সাথে জড়িত ১০২ জন সহ ৪০৩ জনকে গ্রেফতারে সহায়তা করেছেন। তারা ২০২২ সালের এপ্রিল থেকে ২৯ নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে পেতেও সহায়তা করেছেন।

সিসিটিভি অপারেটররা লন্ডন মেট্রোপলিটান পুলিশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন এবং পুলিশের সাথে এ পর্যন্ত ১,৫৪৬টি ছবি বা তথ্য বিনিময় করেছেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, মূলত বসবাস, কাজ এবং ঘুরে বেড়ানোর জন্য একটি নিরাপদ জায়গা হচ্ছে টাওয়ার হ্যামলেটস, কিন্তু লন্ডনের অন্য সকল বরারার মতো আমরাও অপরাধীদের থেকে মুক্ত নই। আমাদের সিসিটিভি ক্যামেরা এবং অপারেশন সেন্টারের আধুনিকায়নে এই ৩ দশমিক ৯ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ টাওয়ার হ্যামলেটসকে আরও নিরাপদ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বারার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কাউন্সিলের প্রধান অগ্রাধিকার গুলোর মধ্যে একটি।

কাউন্সিলের কমিউনিটি সেফটি বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলর আবু তালহা চৌধুরী বলেছেন, আমাদের সকল বাসিন্দা এবং ভিজিটরদের যতটা সম্ভব নিরাপদ রাখতে পুলিশ এবং অন্যান্য অংশীদারদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে কাউন্সিল। আমাদের সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি ২৪ ঘন্টা নজর রাখছে গোটা বারার ওপর। তাই চুরি, যানবাহন চুরি, মাদক বা ট্রাফিক সংক্রান্ত অপরাধ, অসামাজিক আচরণ, সন্ত্রাসবাদ বা পরিবেশগত অপরাধের সাথে জড়িতদের তৎপরতা রুখতে আমাদের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক সর্বদা সচল ও সক্রিয় রয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক সৈয়দ নুরুল হকের ইন্তেকাল

সাফকের বারী সেন্ট এডমাণ্ডসের বাসিন্দা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও বিশিষ্ট সমাজসেবী সৈয়দ নুরুল হক খসরু ইন্তেকাল করেছেন। গত ৬ মে ওয়েষ্ট সাফক হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি স্ত্রী, চার ছেলে, তিন মেয়ে ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। গত ১০ মে শুক্রবার মরহুম সৈয়দ নুরুল হক খসরু মিয়ার জানাজা ইষ্ট ল–ন মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। পরে চিগওয়েলের গার্ডেন অব পিস সিমেট্রিতে তাঁকে দাফন করা হয়।

মরহুমের গ্রামের বাড়ি ছিল ওসমানীনগর উপজেলার ওরমপুর সৈয়দ বাড়ি। তাঁর পিতা ছিলেন সৈয়দ মুজিবুল হক ও নানা ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতা ও বিখ্যাত জমিদার সৈয়দ ইয়াওর বখত ও সৈয়দ আফরোজ বখত।

এদিকে সমাজসেবী সৈয়দ নুরুল হক খসরুর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সাংবাদিক ও কমিউনিটি সংগঠক কে এম আবুতাহের চৌধুরী, কেন্টিশ টাউন মসজিদের চেয়ারম্যান কাজী শহীদ, কেমব্রিজ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি শামীম আহমদ প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH দেশ
বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'
■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।
Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal
Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa
*Competitive fees
*Excellent service
MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.
37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

বিশ্বনাথ স্পোর্টস অর্গানাইজেশন ইউকের সভা অনুষ্ঠিত

বিশ্বনাথ স্পোর্টস অর্গানাইজেশন ইউকের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় গত বছরের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং আগামীতে সংগঠনের বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গত ৭ মে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬ টায় ইস্ট লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে এ সভার আয়োজন করা হয়।

এতে সংগঠনের সহ-সভাপতি রাজু মিয়ার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রুহেল ইসলামের পরিচালায় সভায় বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি আশরাফ খান, সহ-সভাপতি শাহ কামাল উদ্দিন, সহ-সাধারণ সম্পাদক মিজান রহমান, সিনিয়র সদস্য গিয়াস উদ্দিন সেবুল, সিনিয়র সদস্য জালাল মিয়া, সিনিয়র সদস্য বাবুল উদ্দিন, সদস্য আশরাফ উদ্দিন, আবুল হোসেন মামুন, সালিক মিয়া, রুহেল মিয়া, ব্যাডমিন্টন সমন্বয়কারী মুমিন রহমান, ফুটবল কো অর্ডিনেটর কামাল উদ্দিন, আইন উপদেষ্টা মিজান রহমান, ফান রাইজিং এডভাউজার রুহেল মিয়া, ক্রিকেট কো অর্ডিনেটর পারভেজ হাসান, রাজহান প্রমুখ।

সভা শেষে বৃটেন সফরত বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরীর সাথে সৌজন্য স্বাক্ষাত করেন বিশ্বনাথ স্পোর্টস অর্গানাইজেশন ইউকের নেতৃবৃন্দ। এসময় মন্ত্রী বাংলাদেশে সংগঠনের সকল ধরনের কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগীতার আশ্বাস দেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সরকারদলীয় লোকদের লুটপাটের আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবিতে লন্ডনে বিক্ষোভ

বাংলাদেশের সরকারদলীয় লোকদের লুটপাটের আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবিতে লন্ডনের ফরেইন এন্ড কমনওয়েলথ অফিসের সামনে এক বিশাল মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৩ মে সোমবার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন ফাইট ফর রাইটস ইন্টারন্যাশনাল (এফআরআই) এর উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

এতে সংগঠনের সভাপতি মোঃ রায়হান উদ্দিন এর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক বুরহান উদ্দিন চৌধুরীর পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক সুরমা পত্রিকার সম্পাদক শামসুল আলম লিটন। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন আমার দেশ ইউকের নির্বাহী সম্পাদক অলিউল্লাহ নোমান।

এফআরআইয়ের সহ সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমিনুল ইসলাম সফর, সিরাজুম মনির, রেজাউল করিম খান ও শিমুল ইসলাম এর সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আশরাফুল আলম।

সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাইট ফর রাইটস ইন্টারন্যাশনাল এর সহ সভাপতি আহমদ আলি, আমিনুল ইসলাম মুকুল, আইন বিষয়ক সম্পাদিকা এডভোকেট রোকশানা আক্তার, সহ সাংগঠনিক সম্পাদিকা মোছাঃ নাজমুন নেছা দ্বীনা, সাদেক কেয়ার ক্লাবের চেয়ারম্যান সাদেক আহমদ, ওলামা দলের সভাপতি মাওলানা শামিম আহমেদ, ইউকে বিএনপির সহ প্রচার সম্পাদক ডঃ মোঃ মঈনুল ইসলাম ও রাইটস কনসার্ন ইউকের সভাপতি শফিক খান।

বক্তব্য রাখেন, জাসটিস ফর ভিক্টিমস এর সভাপতি মোঃ জহিরুল ইসলাম, এফআরআইয়ের সহসভাপতি আবুল মনসুর, ফাইট ফর রাইটস ইন্টারন্যাশনাল এর সহ সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, মোঃ কামরুল হাসান রাকিব , শেরওয়ান আলী, মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন ,সহ সাংগঠনিক সম্পাদক এম এম ইয়াজদিন, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ইকবাল হোসেন, অনলাইন বিষয়ক সম্পাদক পারভেজ মিয়া সুজা, সহ অফিস সম্পাদক তোফায়েল আহমদ, নির্বাহী সম্পাদক তজমুল আলী ,নিজাম উদ্দিন ,মাজেদ আহমদ উজজল, কাউছার আহমদ চৌধুরী, মোঃ মহসিন মিয়া ও মোঃ আব্দুল আহাদ।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শামসুল ইসলাম লিটন বলেন, আমরা কমনওয়েলথ অফিসের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করে বিশ্বের সকল দেশের সরকার প্রধান এবং ইউকের ফরেইন মিনিস্টার ডেভিড ক্যামেরনকে জানাতে চাই, বাংলাদেশের মানুষের ভোটের অধিকার, মানবাধিকার, আইনের শাসন এবং গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা আপনাদের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

প্রধান বক্তা অলিউল্লাহ নোমান বলেন, দেশের জনগণের টাকা লুটপাট করে সরকারদলীয় লোকেরা বিদেশে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে।একজন প্রতিমন্ত্রীর লন্ডনের মত জায়গায় ৩৫০ বাড়ি কিভাবে হয় সাধারণ মানুষ তা সরকারের কাছে জানতে চায়! পুলিশের সাবেক আইজি হাজার হাজার কোটি টাকা অবৈধভাবে কুক্ষিগত করে রিসোর্ট গড়ে তুলে। আমরা সকল লুটপাটের আন্তর্জাতিক তদন্ত দাবি করছি আজকের সমাবেশ থেকে।

সভাপতির বক্তব্যে রায়হান উদ্দিন বলেন, সাবেক ভুমি প্রতিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান যুক্তরাজ্যে যে বাড়ি কিনেছে তা জনগণের টাকা হরণের মাধ্যমে করেছে।কিন্তু নির্বাচনী হলফ নামায় বলছে তার কোন সম্পত্তি নাই।আমরা ফরেন মিনিস্ট্রির কাছে বিদেশে পাচারকৃত সম্পদের আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। যদি তদন্ত না করেন তাহলে আমরা আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার দাবি করব।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন সাবেক বালাগঞ্জ উপজেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মোঃ তহুর আহমদ, সাবেক মদন-মোহন কলেজের সাবেক শিবির সভাপতি নাসিম হোসাইন, যুবদল নেতা মোঃ হাসনাত আল হাবিব, মোঃ আমিনুল ইসলাম, রানু মিয়া সাবেক ছাত্রদল নেতা সিলেট মহানগর, এম এম বড়লেখা ডিগ্রি কলেজের সাবেক শিবির সভাপতি তারেক আহমেদ কামরুল ইসলাম, মোক্তাদির আহমদ, মোঃ মুজাক্কির আলী, জিল্লুর রহমান সাইমুন, আব্দুল হামিদ তাজুল, জাওয়াদ আহমদ, অলিদ আহমদ খান, খোরশেদ আলম, তারেক ইবনে জালাল, সরিফা বেগম, ইকুয়াল রাইটস এর ক্যাম্পেইন বিষয়ক সেক্রেটারী মোঃ রফিকুল ইসলাম তারেক। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বিবিসিসিআই'র সঙ্গে মতবিনিময়কালে হুমায়ুন আহমদ

প্রবাসীদের জন্য দেশে বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে

সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সাবেক পরিচালক ও সিলেট বিভাগ পেট্রোলপাম্প মালিক সমিতির সেক্রেটারি, বিশিষ্ট শিল্পপতি হুমায়ুন আহমদ বলেছেন, দক্ষতার সহিত দেশে বিনিয়োগ করলে লাভবান হওয়া যায়। বর্তমান সরকার দেশে বিনিয়োগের সবধরনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে প্রবাসে থেকেও দেশে ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সম্ভব। পর্যটন শিল্পকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসা করে সফল হওয়া যায়। তিনি প্রবাসী সকলকে দেশে বিনিয়োগের আহবান জানান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যবসা ও উন্নয়ন বান্ধব সরকার। প্রবাসীদের হয়রানী থেকে রক্ষার্থে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

তিনি গত ৯ মে বৃহস্পতিবার ইস্ট লন্ডনের বিবিসিসিআই'র কার্যালয়ে ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স(বিবিসিসিআই) আয়োজিত বিজনেস নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট এর মতবিনিময়কালে প্রধান অতিথি'র বক্তব্যে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন।

বিবিসিসিআই এর সভাপতি সায়দুর রহমান রেনু'র সভাপতিত্বে ও মহাপরিচালক এএইচএম নুরুজ্জামান এর পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন লন্ডন রিজিয়নের প্রেসিডেন্ট মনির আহমেদ, বিবিসিসিআই এর অর্থ পরিচালক কুটি মিয়া, সাবেক সভাপতি বশির আহমেদ, শাহাগীর বখত ফারুক, বিবিসিসিআই ডাইরেক্টর রফিক হায়দার, সিনিয়র অ্যাডভাইজর ও ডাইরেক্টর মহিব উদ্দিন চৌধুরী, উপ-মহাপরিচালক দেওয়ান মাহদী চৌধুরী, মিসবাহ চৌধুরী। এসময় বিবিসিসিআই সদস্যবৃন্দ সহ প্রবাসী ব্যবসায়ীগন উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT
■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে অনলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

কানাইঘাট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ঈদ পুনর্মিলনী

লন্ডনে কানাইঘাট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ঈদ পুনর্মিলনী ও কানাইঘাট-জকিগঞ্জ আসনের সংসদ সদস্য মাওলানা মোহাম্মদ হুছাম উদ্দিন চৌধুরীর আগমন উপলক্ষে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

গত ২৮ এপ্রিল রবিবার পূর্ব লন্ডনের অভিজাত স্মুক এন্ড রেস্টুরেন্টে সংগঠনের সভাপতি এম এস চৌধুরী সোহেলের সভাপতিত্বে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ কামাল উদ্দিন এর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের ধর্ম বিষয়ক সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আল্লামা হুসাম উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী এলাকার উন্নয়ন ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা তুলে ধরেন। সভার বিশেষ অতিথি ছিলেন কানাইঘাট সদর ইউনিয়নের বারবার নির্বাচিত সাবেক চেয়ারম্যান মামুনুর রশিদ মামুন এবং ওমরগঞ্জ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মৌলানা হাফিজ আফতাব উদ্দিন। সভার শুরুতে ক্বারী মাওলানা এজাজ এর মনোমুগ্ধকর কোরআন তেলাওয়াত সবাইকে বিমোহিত করে।

সংগঠনের ট্রেজারার ফাহাদ আহমদ এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তফা কামাল বিশেষ অতিথি মামুনুর রশিদ মামুন সাহেবকে ফুল দিয়ে বরণ করেন। সংগঠনের সহ-সাধারণ সম্পাদক রুকনোল কবির, মাহতাবুর রহমান এবং রিয়াজ উদ্দিন বিশেষ অতিথি জনাব মওলানা হাফিজ আফতাব উদ্দিন সাহেবকে ফুল দিয়ে বরণ করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোসহীন ছিলেন মাওঃ সৈয়দ আবদুন নূর

সততা ও নৈতিকতায় বলীয়ান মাওলানা মরহুম সৈয়দ আবদুন নূর (রাহ.) অন্যায়ের বিরুদ্ধে বরাবর আপোসহীন ছিলেন। সত্যের পথে সংগ্রামী এই সাধক ইসলামী শিক্ষা ও তাহযীব-তামাদ্দুনের বিকাশে আজীবন সাধনা করেছেন। তার চেহারায় এক ধরনের সারল্যের সৌন্দর্য ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে সহজ মনের হৃদয়বান মানুষ হলেও অন্যায় ও অপরাধের বিরুদ্ধে দৃঢ়চেতা স্বভাবের ছিলেন। আর ছিলেন ঐতিহ্যের অফুরন্ত ভান্ডার- যেটি আমাদের নিজস্ব সম্পদ ও সংস্কৃতি হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে। এভাবে প্রজন্মের জন্য তিনি রেখে গেছেন তাঁর পদচিহ্ন।

গত ১২ মে রবিবার বিকেলে লন্ডনের সেভেন কিং হাই রোডে মাদ্রাসাতুন নূর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে বক্তারা এসব কথা বলেছেন।

অনুষ্ঠানে বিলেতের শীর্ষস্থানীয় উলামা ও বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মরহুমের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে প্রাণখোলা বক্তব্য রাখেন। একজন সফল অভিভাবক হিসেবে তাঁর সকল সন্তান ও নাতি-নাতনিদের ইসলামী জ্ঞানার্জনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বক্তারা বলেন, মাওলানা সৈয়দ আবদুন নূর (রাহ.) সৈয়দপুর আলিয়া মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ হিসেবে দীর্ঘকাল সমাজ বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের উপদেষ্টা হিসেবেও জাতীয় রাজনীতিতে রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন

মরহুমের দ্বিতীয় সন্তান মাদ্রাসাতুন নূর লন্ডনের পরিচালক মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ। তিনি পিতার লিখিত জীবনী উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অপর দুই সন্তান মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ ও মাওলানা মুফতি সৈয়দ রিয়াজ আহমদ। সভায় শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মরহুমের দৌহিত্র সৈয়দ কাসিম ও সৈয়দ আব্দুল্লাহ। 'মাওলানা সৈয়দ আবদুন নূর (রাহ.) এক অবিস্মরণীয় নাম' শীর্ষক মূল প্রবন্ধের সারাংশ তুলে ধরেন সময় সম্পাদক কবি ও কথাসাহিত্যিক সাঈদ চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কবি ও কলামিস্ট অধ্যাপক ফরিদ আহমদ রেজা, ইউকে জমিয়তের সভাপতি মাওলানা শুয়াইব আহমদ, সিনিয়র সহ-সভাপতি ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মাওলানা মুফতি আবদুল মুনতাকিম, খেলাফত মজলিস ইউকের সভাপতি মাওলানা সাদিকুর রহমান, মাজাহিরুল উলূম লন্ডনের প্রিন্সিপাল শায়খ ইমদাদুর রহমান আল মাদানী, মদীনাতুল খাইরির চেয়ারম্যান মাওলানা শায়খ ফয়েজ আহমদ, জামেয়া মাদানিয়া বিশ্বনাথের সহকারী পরিচালক হাফিজ হুসাইন আহমদ, আল্লামা তাফাজ্জুল হক হবীগন্জী (রাহঃ)-এর জামাতা বিশিষ্ট আলেম মাওলানা মুজাহীদ উদ্দিন, কাউন্সিলার সৈয়দ শায়খুল ইসলাম, বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মুজিবুর রহমান, তাসনিম জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আশফাকুর রহমান, মাদ্রাসাতুন নূর লন্ডনের ডাইরেক্টর জুবায়ের আহমদ চৌধুরী, মাদ্রাসার উস্তাদ হাফীজ মিফতাহুর রহমান প্রমুখ।

বিশিষ্টজনদের মধ্যে সভায় উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসাতুন নুর লন্ডনের ট্রাষ্টি আবু তাহের চৌধুরী, লাইফ মেম্বার আলহাজ্ব মোহাম্মদ নেসাওয়ার মিয়া, আলহাজ্ব সিকন্দর আলী, আলহাজ্ব সৈয়দ মুজিবুর রহমান, মাওলানা আব্দুল জলীল, আলহাজ্ব লায়েক মিয়া, আলহাজ্ব জামাল মিয়া, মাওলানা কামাল উদ্দিন, হাফীজ মাওলানা ফাহীম উদ্দিন, হাফীজ কবীর আহমদ, জমিয়ত নেতা মাওলানা হেলাল ছাতকী, ইউকে জমিয়ত নেতা হাফীজ জিয়াউদ্দিন, মাওলানা শামসুল ইসলাম, সৈয়দপুর যুব কল্যাণ পরিষদের সহ-সভাপতি সৈয়দ সোয়াইব আহমেদ, শাহেদ খান সহ আরো অনেক। পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে হৃদয় নিংড়ানো মোনাজাত করেন বরেণ্য আলেম মুফতি আবদুল মুনতাকিম। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিএডিভির বর্ষবরণ

দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যে দিয়ে বাংলা নতুন বর্ষকে বরণ করে নিয়েছে ফিলাডেলফিয়ার প্রথম বৃহত্তর ও ঐতিহ্যবাহী সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ডেলোয়ার ভ্যালী।

স্থানীয় সময় গত শনিবার (৪ মে) স্টেটসন মিডল স্কুল মিলনায়তনে এই বৈশাখী উৎসবের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন মেলবোর্ন বোরো মেয়র মাহবুবুল আলম তৈয়ব ও বিএডিভির বর্তমান সভাপতি ফারহানা আফরোজ পাপিয়া। এ সময় প্রাক্তন সভাপতিরাসহ বর্তমান কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উৎসবের মূল পর্ব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আহ্বায়ক শাহিদা আফরোজ নিপু। উদ্বোধনী বক্তব্যে রাখেন সভাপতি ফারহানা আফরোজ পাপিয়া। বৈশাখী আবাহন আলোচনা করেন সুস্মিতা গুহ রায়।

অনুষ্ঠানে দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। তারা হলেন- ফিলাডেলফিয়া সিটি অব লার্জ এর কাউন্সিল উইমেন ড. নিনা আহমেদ এবং পেনসিলভেনিয়া গভর্নর এর সেক্রেটারী অব পলিসি প্লানিং আকবর হোসেন।

উৎসবে শিশুদের চিত্র প্রতিযোগিতায় তিনটি গ্রুপে ৩৮ জন ও বৈশাখী পিঠা প্রতিযোগিতায় রকমারি পিঠা নিয়ে ১১ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহন করেন। এছাড়াও বাংলাদেশী জামা- কাপড়, গহনা, বইসহ খাবারের স্টল গুলোও নজর কেড়েছে উৎসবে। স্টল থেকে সম্পূর্ন বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়।

নতুন প্রজন্ম এবং জনপ্রিয় শিল্পীদের নিয়ে সাজানো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল মনোমুগ্ধকর নাচ, গান, কাওলী, নাটক ও কবিতা। অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন অতিথি শিল্পী তনিমা হাদী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন মোঃ শহিদুল্লাহ, রুমানা আলম এবং সামিয়া সুলতানা শান্ত। অনুষ্ঠানে লটারির ড্র শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমাপ্তি ঘোষনা করেন সহ সভাপতি সোয়েব আহমেদ এবং সাধারন সম্পাদক মিনহাজ সিদ্দিকি। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

নর্থ বাংলা প্রেস ক্লাবের আত্মপ্রকাশ

মুহাম্মদ শহিদুর রহমান জামাল সভাপতি, আব্দুলাহ আল আজিজ সেক্রেটারি, এনামুল আলম ট্রেজারার নির্বাচিত

যুক্তরাজ্যের নর্থলিঙ্কনশায়ার কাউন্সিলে বসবাসরত সংবাদকর্মীদের নিয়ে নর্থলিঙ্কন শায়ার বাংলা প্রেস ক্লাবের আত্মপ্রকাশ হয়েছে। গত ১৪ মে মঙ্গলবার রাতে স্কানথর্পের এক হলে উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেস ক্লাব কমিটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। এতে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও ট্রেজারার-এই তিন পদে ভোটগ্রহণ হয়।

নির্বাচনে চ্যানেল এস-এর রিপোর্টার মুহাম্মদ শহিদুর রহমান জামাল সভাপতি, নর্থলিঙ্কন শায়ার চ্যানেল ৭-এর রিপোর্টার মোহাম্মদ আব্দুলাহ আল আজিজ জেনারেল সেক্রেটারি এবং এটিএন বাংলা ইউকের স্কানথর্প রিপোর্টার এনামুল আলম ট্রেজারার পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

পরে সর্বসম্মতিক্রমে বাকি পদগুলো পরিপূর্ণ করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। এতে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল মহিত গাজী, বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর চৌধুরী, আল ইসলাম ইউকের চেয়ারম্যান নুরুল হক চৌধুরী, স্কানথর্প টাউন ওয়ার্ডের কনজারভেটিভ কাউন্সিলার ক্যান্ডিডেট আনজুম চৌধুরী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন

সিলেটের ১১ উপজেলায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলে যারা

সিলেট প্রতিনিধি : ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রথম ধাপে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ছাড়া সিলেট বিভাগের ১১ উপজেলায় গত ৮ মে বুধবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিলেট সদরসহ বেশিরভাগ উপজেলায় নতুন মুখ বিজয়ী হয়েছেন। সিলেট জেলায় চারটি, সুনামগঞ্জে দুটি, মৌলভীবাজারে তিনটি এবং হবিগঞ্জে দুটি উপজেলায় এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে ভোটার উপস্থিতি ছিল কম। তবে বিভিন্ন কেন্দ্রে নারী ভোটারদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়। গতকাল বুধবার অনুষ্ঠিত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল নিম্নরূপ:

সিলেট সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ মো: সুজাত আলী রফিক বিজয়ী হয়েছেন। কাপ-পিরিচ প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ ভোট পেয়েছেন তিনি। উপজেলার সর্বমোট ৬২টি ভোট কেন্দ্রে বিজয়ী সুজাত আলী রফিকের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ২৩ হাজার ২৬৭। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আনারস প্রতীকের প্রার্থী আওয়ামী লীগ নেতা মো. সামসুল ইসলাম টুনু পান ১৩ হাজার ৮শ ৬৩ ভোট। উল্লেখ্য, সিলেট সদর উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে নতুন মুখ বিজয়ী হয়েছেন।

দক্ষিণ সুরমা উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বিপুল ভোটে উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ বদরুল ইসলাম (টেলিফোন) ২০হাজার ৬১৫টি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট শামীম আহমদ (মোটরসাইকেল) ১৪হাজার ৯৫৫ ভোট পেয়েছেন।

বিশ্বনাথ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে পুনরায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপি ঘরানার প্রবাসী মোহাম্মদ সুহেল আহমদ চৌধুরী। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে মাত্র ৫৮৪ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দারুণ এক চমকপদ জয় পেয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ১৩ হাজার ৪৩৪ টি ভোট ও তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামীলীগ ঘরানার গিয়াস উদ্দিন আহমদ পেয়েছেন ১২ হাজার ৮৫০টি ভোট। ভাইস চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগ ঘরানার মুহিবুর রহমান সুইট ও ভাইস চেয়ারম্যান (সংরক্ষিত) পদে আওয়ামী লীগের করিমা বেগম বিজয়ী হয়েছেন।

সিলেটের প্রবাসী অধ্যুষিত জনপদ হিসেবে পরিচিত বিশ্বনাথে এবার চেয়ারম্যান পদে রেকর্ড সংখ্যক প্রবাসী প্রার্থী অংশ নেন। চেয়ারম্যান পদে ৮ প্রবাসী সহ মোট প্রার্থী ছিলেন ১০ জন। এর মধ্যে চেয়ারম্যান পদে সোহেল আহমদ বিজয়ী হয়েছেন।

গোলাপগঞ্জ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে মঞ্জুর কাদির শাফি চৌধুরী এলিম পুনরায় বিজয়ী হয়েছেন। তিনি নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে ৮ হাজার ৭৭২ ভোট বেশি পেয়ে বিজয়ী হন। দোয়াত কলম প্রতীক নিয়ে তিনি পেয়েছেন ৩৭ হাজার ৭৮৯ ভোট।

দিরাই উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে উপজেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ রায় ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি এবং শাল্লা উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট অবনী মোহন দাস বিজয়ী হয়েছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চেয়ে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন এই দুই প্রবীণ রাজনীতিবিদ ।

শাল্লা উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রবীন রাজনীতিবিদ অবনী মোহন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চেয়ে প্রায় ৯ হাজার ভোট বেশি পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। তিনি ঘোড়া প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ২৪ হাজার ৪৩২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী উপজেলা বিএনপি নেতা (বহিষ্কৃত)গণেন্দ্র চন্দ্র সরকার আনারস প্রতীকে পেয়েছেন ১৫ হাজার ৪৭৭ ভোট।

জুড়ী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে কাপ-পিরিচ প্রতীকের প্রার্থী কিশোর রায় চৌধুরী মণি বিজয়ী হয়েছেন। ভাইস চেয়ারম্যান পদে জুয়েল আহমদ (জুয়েল রানা) ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে শিল্পী বেগম বিজয়ী হয়েছেন।

বড়লেখা উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বেসরকারিভাবে আওয়ামী লীগ নেতা আজির উদ্দিন বিজয়ী হয়েছেন। মোটরসাইকেল প্রতীকে তিনি পেয়েছেন ৩২ হাজার ৯১৬ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বর্তমান উপজেলা চেয়ারম্যান সোয়েব আহমদ ঘোড়া প্রতীকে পেয়েছেন ২৮ হাজার ৩৬৯ ভোট। এছাড়া উপজেলা আ'লীগের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম সুন্দর আনারস প্রতিকে পেয়েছেন ১৯ হাজার ৬৩৫ ভোট।

কুলাউড়া উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ফজলুল হক খান সাহেদ ৩৫ হাজার ২৭০ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আ স ম কামরুল ইসলাম পেয়েছেন ৩৩ হাজার ৮৫২।

আজমিরীগঞ্জে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ৪৩ টি কেন্দ্রে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বেসরকারিভাবে সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা মো. আলাউদ্দিন মিয়া (কাপ-পিরিচ) প্রতীকে বিজয়ী হয়েছেন। তার প্রাপ্ত ভোট ১৫ হাজার ১৮২। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহ-সভাপতি ও শিবপাশা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলী আমজাদ তালুকদার (কৈ মাছ) প্রতীকে পেয়েছেন ১২ হাজার ৫০৩ ভোট।

এছাড়া, বানিয়াচং উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন খান নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি আনারস প্রতীকে ৪২ হাজার ৪৩৩ ভোট পেয়ে বেসরকারীভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হবিগঞ্জ জেলা যুবলীগের সভাপতি ও বর্তমান চেয়ারম্যান আবুল কাসেম চৌধুরী (মোটরসাইকেল) প্রতীকে পেয়েছেন ৩১ হাজার ৮০৩ ভোট।

এ ব্যাপারে সিলেটের সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও চার উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান বলেন, সিলেটের কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভোটে আড়াই হাজারের বেশি পুলিশ সদস্য, সাড়ে তিন হাজারের বেশি আনসার সদস্য, চারজন বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ও ৩৬ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োজিত ছিলেন। এর বাইরে বিজিবি ও এপিবিএন সদস্যরাও মাঠে তৎপর ছিল।

গোলাপগঞ্জে জাল ভোটের অভিযোগ তিন পরাজিত প্রার্থীর

সিলেট প্রতিনিধি: সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে সন্ত্রাসী কার্যক্রমের পাশাপাশি জাল ভোটের মহোৎসব হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। গত ১১ মে শনিবার দুপুরে নগরের জিন্দাবাজার এলাকার একটি রেস্তোরাঁ মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে পরাজিত তিন প্রার্থী এমন অভিযোগ করেন।

সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন পরাজিত চেয়ারম্যান প্রার্থী সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য শাহিদুর রহমান চৌধুরী, ব্রাজিল যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আবু সুফিয়ান ও ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী লবিবুর রহমান। তাঁরা জাল ভোটের অভিযোগ এনে ৮ মে হওয়া নির্বাচন বাতিল করে পুনরায় নির্বাচনের দাবি করেন।

গোলাপগঞ্জ উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে তিনজন ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে পাঁচজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর মধ্যে সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য মঞ্জুর কাদির শাফি চৌধুরী চেয়ারম্যান এবং তালামীয-সমর্থিত হিসেবে পরিচিত মো. নাবেদ হোসেন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী শাহিদুর রহমান চৌধুরী। তিনি বলেন, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. আহসান ইকবালসহ পুরো প্রশাসন নির্লজ্জভাবে মঞ্জুর কাদির শাফি চৌধুরীর পক্ষে কাজ করেছে। এটি ছিল প্রহসনের নির্বাচন। সকাল থেকেই বিভিন্ন কেন্দ্র দখল করেন মঞ্জুর কাদির শাফির কর্মী-সমর্থকেরা। ব্যাপক জাল ভোট দিয়ে মঞ্জুর কাদিরকে বিজয়ী করা হয়।

লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করা হয়, বিভিন্ন কেন্দ্রে মঞ্জুর কাদির শাফি ছাড়া অন্য প্রার্থীদের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার পাশাপাশি প্রিসাইডিং ও পোলিং কর্মকর্তারা জাল ভোট দেন। প্রতিপক্ষ প্রার্থীর কর্মী-সমর্থক, ভোটারদের মঞ্জুর কাদির শাফির লোকজন হামলা করে আহত করেন।

সিলেটে বর্তমান ও সাবেক মেয়রের 'গোপন বৈঠক' ঘিরে কৌতূহল

সিলেট প্রতিনিধি: সিলেট নগরে নির্ধারিত নতুন গৃহকর নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা চলছে। কেউ বলছেন, বিদায়ী মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী দায়িত্ব হস্তান্তরের আগে গৃহকর নির্ধারণ করেছেন। কেউ কেউ বলছেন, বিদায়ী মেয়রের স্থগিত রাখা গৃহকরের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে সমালোচনার মুখে পড়েছেন নতুন মেয়র মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী।

নতুন ও সাবেক মেয়রের পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা যখন তুঙ্গে, তখনই তাঁরা দুজন 'গোপন বৈঠক' করে নতুনভাবে আলোচনায় এলেন। তাঁদের বৈঠকের খবরটি গত ১১ মে শনিবার জানাজানি হয়।

বৈঠক-সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, সিলেটের একটি আঞ্চলিক সংবাদপত্রের কার্যালয়ে গত ১০ মে শুক্রবার বিকেলে এ বৈঠক হয়। বর্তমান ও সাবেক মেয়র গৃহকর নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেই এ বৈঠকে বসেছিলেন। এর আগে পঞ্চবার্ষিক কর পুনর্মূল্যায়নের পর গত ৩০ এপ্রিল থেকে সিটি করপোরেশন নতুন নির্ধারিত বার্ষিক গৃহকর (হোলডি ট্যাক্স) অনুযায়ী ভবনমালিকদের গৃহকর পরিশোধের নোটিশ দেওয়া শুরু করে। এরপর নগরের প্রায় পৌনে এক লাখ ভবনমালিকের গৃহকর ৫ থেকে ৫০০ গুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী বাসিন্দারা। এ নিয়ে নগরজুড়ে ক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এর পর থেকে প্রতিদিন নগরের বিভিন্ন সংগঠন গৃহকর বাতিলের দাবিতে নিয়মিত আন্দোলন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন শুরু করে।

সিটি করপোরেশনের রাজস্ব শাখার তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯-২০ সালে মাঠপর্যায়ে অনুসন্ধান শেষে হোলডিং সংখ্যা পুনর্নির্ধারিত হয়। এতে পুরোনো ২৭টি ওয়ার্ডে হোলডিং নির্ধারিত হয় ৭৫ হাজার ৪৩০টি। এসবের গৃহকর আদায়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১১৩ কোটি ২৭ লাখ ৭ হাজার ৪০০ টাকা। নতুন গৃহকর ধার্যের সময় ধরা হয় ২০২১-২২ সাল। সেই করারোপের তালিকাই ৩০ এপ্রিল প্রকাশ করা হয়েছে। তবে নতুনভাবে যুক্ত হওয়া ১৫টি ওয়ার্ডের হোলডিং এ তালিকায় আসেনি। নতুন গৃহকর নিয়ে আপত্তি থাকলে ১৪ মে পর্যন্ত ভুক্তভোগী বাসিন্দারা আপত্তি জানাতে পারবেন। পরে রিভিউ বোর্ডে শুনানির মাধ্যমে তা নিষপত্তি করা হবে।

করপোরেশনের একটি সূত্রের দাবি, সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন বিগত পরিষদের গৃহকরবিষয়ক সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নই বর্তমান মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন পরিষদ করছে। যদিও আরিফুল হক গত বৃহস্পতিবার নিজ বাসভবনে সংবাদ সম্মেলন করে এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, তাঁর পরিষদ পুনর্মূল্যায়ন করেছিল ঠিকই, তবে নগরবাসীর আপত্তির কারণে নতুন গৃহকর স্থগিত করেছিল।

নতুন গৃহকর প্রকাশের পরপরই প্রতিদিন নগরের বিভিন্ন স্থানে এ সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে বিভিন্ন সংগঠন সভা, সমাবেশ, মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। এ অবস্থায় বর্তমান ও সাবেক মেয়রের বৈঠকের বিষয়টি জানাজানি হয়। বৈঠক-সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বিকেল পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত বর্তমান ও সাবেক মেয়র বৈঠকে বসেন। এ সময় তাঁরা গৃহকর নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় একান্তে কথা বলেন।

বৈঠকের বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করলে বর্তমান মেয়র ও সাবেক মেয়র উভয়েই বৈঠকটিকে সৌজন্য সাক্ষাৎ বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁরা জানান, এটা কোনো গোপন বৈঠক ছিল না। তবে সৌজন্য সাক্ষাতের সময় অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি নতুন গৃহকর নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, 'আমরা বিগত পরিষদ অ্যাসেসম্যান্ট করেছিলাম। কিন্তু সে অ্যাসেসমেন্টে যে পরিমাণ গৃহকর দেওয়ার বিষয়টি এসেছে, সেটা অসহনীয় বলে নাগরিকেরা মতামত দিয়েছিলেন। সে কারণেই ওই গৃহকর স্থগিত করেছিলাম। এখন সেটাই বাস্তবায়িত হওয়ার পর নতুন করে নাগরিকদের মধ্যে আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দেয়। এ অবস্থায় বর্তমান মেয়রকে পরামর্শ দিয়েছি, নতুন গৃহকর স্থগিত করে নাগরিকদের সঙ্গে আলাপ করে যৌক্তিকভাবে গৃহকর নির্ধারণ করা হোক। মেয়র বিষয়টি আন্তরিকভাবে নিয়েছেন এবং নগরবাসীর মতামতের পরিপ্রেক্ষিতেই নতুন সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছেন।'

যোগাযোগ করলে মেয়র মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী বলেন, 'সৌজন্য সাক্ষাতে সাবেক মেয়র কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। যেহেতু আমি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, তাই নাগরিকদের বিরুদ্ধে যাবে, এমন কোনো সিদ্ধান্ত অবশ্যই নেব না। আগামীকাল রোববার আমাদের পরিষদের সভা আছে, সেখানে নতুন গৃহকর নিয়ে আলোচনা হবে। নাগরিক থেকে শুরু করে সুশীল সমাজসহ সবার সঙ্গে আলোচনা করেই গৃহকর পুনরায় নির্ধারণ করা হবে। অবশ্যই গৃহকর সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসা হবে।'

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয় উত্তাল আন্দোলন ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও

ঢাকা ডেস্ক, ১৩ মে : যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বজুড়ে আরও তীব্র হয়েছে ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভ। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের

রিচমন্ডে ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে গেছেন ফিলিস্তিন সমর্থিত শিক্ষার্থীরা।

বিবিসি, আলজাজিরা। খবরে বলা হয়েছে, ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠান থেকে ওয়াকআউট করেন ফিলিস্তিনপন্থি শিক্ষার্থীরা। প্রথমে তারা গাজায় ইসরায়েলি হামলার প্রতিবাদে গত শনিবার বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় ভার্জিনিয়া কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠান চলছিল এবং ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের গভর্নর বক্তব্য দিচ্ছিলেন। ঠিক তখনই বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠান ছেড়ে বেরিয়ে যান। বিক্ষোভের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে দেখা গেছে, মঞ্চে রিপাবলিকান গভর্নর গ্লেন ইয়ংকিন বক্তব্য শুরু করার পরপরই গাউন-ক্যাপ পরা শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানস্থল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। এ সময় ভিডিওতে কয়েক শিক্ষার্থীকে 'বর্জন কর-আমরা থামব না, আমরা বিশ্রাম নেব না' বলে স্লোগান দিতে দেখা গেছে। গত মাস থেকেই ইসরায়েলবিরোধী আন্দোলনে উত্তাল রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ১৫০-এরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়। এরই মধ্যে সময় ঘনিয়ে আসে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠানের। কিন্তু উত্তপ্ত অবস্থার মুখে নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে কয়েক ডজন ক্যাম্পাসে এ আয়োজন বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশে আন্দোলন : ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার দাবিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস, জার্মানি, ফ্রান্স, সুইডেন, অস্ট্রিয়া, গ্রিসসহ বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে। যুক্তরাজ্যের বিশ্বখ্যাত দুই বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে তাঁবু টানিয়ে বিক্ষোভ করছেন। জার্মানির পূর্বাঞ্চলীয় শহর লিপজিগের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব লিপজিগেও বিক্ষোভ চলছে। ফ্রান্সের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় সাইন্সেস পো ইউনিভার্সিটিতেও আন্দোলন চলছে। একই সঙ্গে বিক্ষোভ চলছে ইউনিভার্সিটি অব লুজান, ইউনিভার্সিটি অব জেনেভা এবং ইউনিভার্সিটি অব জুরিখে। খবরে বলা হয়, অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গত বৃহস্পতিবার থেকে অবস্থান নিয়েছেন কয়েক ডজন ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভকারী। বেলজিয়ামের গেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়েও এক সপ্তাহ ধরে অবস্থান নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন শতাধিক শিক্ষার্থী। এ ছাড়া গত এক সপ্তাহে আয়ারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, ইতালি, স্পেনের বিভিন্ন ক্যাম্পাসেও ইসরায়েলবিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে।

যুদ্ধবিরতি না হওয়ার বিষয়ে বাইডেনকে দায়ী করল হামাস

বাইডেনকে দায়ী করলো হামাস

ঢাকা ডেস্ক, ১৩ মে : হামাস তাদের হাতে থাকা জিম্মিদের মুক্তি দিলে আগামীকালই যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা সম্ভব–মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের করা এই মন্তব্যের সমালোচনা করে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস বলেছে, এই মন্তব্য যুদ্ধবিরতির আলোচনার অগ্রগতি পিছিয়ে দিয়েছে।

রোববার এক বিবৃতিতে হাসাম এসব কথা বলেছে। খবর এএফপির।

এতে বলেছে, 'আমরা মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই অবস্থানের নিন্দা জানাই। আমরা তার এই মন্তব্যকে যুদ্ধবিরতির সাম্প্রতিক কয়েক ধাপের আলোচনার অগ্রগতির জন্য একটি ধাক্কা বলে মনে করছি।'

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, কালই যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়ন করা সম্ভব। তবে এ লক্ষ্যে তিনি শর্তের বোঝা চাপিয়েছেন ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের ওপরই। গত শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের সিয়াটলে এক তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'আমি যেমনটা বলেছি, এটি এখন হামাসের ওপর নির্ভর করছে। তারা যদি এটা (যুদ্ধবিরতি) বাস্তবায়ন করতে চায়, তারা এটা (জিম্মিদের মুক্তি দিয়ে) আগামীকালই শেষ করতে পারে। এমনটা করলে আগামীকালই যুদ্ধবিরতি শুরু হয়ে যেতে পারে।' এর আগে বাইডেন নিশ্চিত করেছেন, তার দেশ রাফাহ অভিযানের জন্য ইসরাইলকে কোনো অস্ত্র দেবে না। মিসর, কাতার ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মি বিনিময় চুক্তির ব্যাপারে হামাস ও ইসরাইলের মধ্যে চলমান আলোচনা দক্ষিণ গাজার রাফাহে ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর অভিযানের মধ্যে স্থবির হয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে।

হামাস বলছে, ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু রাফাহে হামলা চালিয়ে আলোচনার অগ্রগতিকে উল্টিয়ে দিতে জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। হামাসের অভিযোগ, ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুই যুদ্ধবিরতি আলোচনার ক্ষেত্রে বাধা দিচ্ছেন। নেতানিয়াহু গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর রাফাহে হামলা চালানোর বিষয়টি আড়াল করতে আলোচনাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছেন।

এদিকে গাজায় হামাসের হাতে জিম্মি পাঁচজন মার্কিন নাগরিকের পরিবার গত শুক্রবার দেশটির জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সুলিভান ও মধ্যপ্রাচ্য সমন্বয়কারী ব্রেট ম্যাকগার্কের সঙ্গে দেখা করেছেন। পরিবারগুলো এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতি প্রচেষ্টায় আবারও স্থবিরতায় তারা হতাশ।

ভোটারকে থাপ্পড় মারায় এমপির গালে পালটা থাপ্পড়

ঢাকা ডেস্ক, ১৪ মে : ভোটারদের সারিতে না দাঁড়িয়ে সরাসরি ভোটকেন্দ্রে ঢোকার সময় বাধা দেওয়ায় এক ভোটারকে কষে থাপ্পড় মারেন এক এমপি। পরে ওই ভোটারও পালটা থাপ্পড় মারেন এমপির গালে।

সোমবার ভারতের চতুর্থ দফার নির্বাচনে দেশটির অন্ধ্রপ্রদেশের একটি ভোটকেন্দ্রে এই ঘটনা ঘটেছে। খবর এনডিটিভির।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভিআইপি হিসেবে ভোটের সারিতে না দাঁড়িয়ে

সরাসরি ভোটকেন্দ্রে ঢোকার সময় এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টির বিধানসভার এমএলএ শিবকুমার। এদিকে ভোটারকে শিবকুমারের থাপ্পড় এবং ভোটারের পালটা থাপ্পড়ের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই তা মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায়।

এই ঘটনায় দেশটির নাগরিকরা ভিআইপি সংস্কৃতির সমালোচনা করে ওই আইনপ্রণেতার শাস্তির দাবি জানান। তারা বলেছেন, একজন আইনপ্রণেতা ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোটারের সঙ্গে এই ধরনের আচরণ করতে পারেন না।

সূত্রটি আরও জানিয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ১০ সেকেন্ডের ভিডিওতে ওই সময় ভোটারকে রক্ষায় নিরাপত্তা বাহিনীর কোনো কর্মকর্তাকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি।

এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হাতাহাতি শুরু হওয়ার আগে ঠিক কী ঘটেছিল তা পরিষ্কার নয়। তবে ভোটারকে বিধায়কের থাপ্পড়ের এই ঘটনা ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, অন্ধ্রপ্রদেশের লোকসভার ২৫টি আসন ও বিধানসভার ১৭৫টি আসনে সোমবার ভোট হচ্ছে। নির্বাচনে ওয়াইএস জগন মোহন রেড্ডির নেতৃত্বাধীন ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টি সরকার বিজেপি এবং এন চন্দ্রবাবু নাইডুর নেতৃত্বাধীন তেলেগু দেশম পার্টির জোটের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বৈরিতা কী আছে ইসরাইলের ভাগ্যে?

ঢাকা ডেস্ক, ১৩ মে : এ সপ্তাহে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা কৌশলগত ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ককে ঝুঁকিতে ফেলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সম্প্রতি মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনে এক সাক্ষাৎকারে বাইডেনের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ইসরাইল যদি তার পরিকল্পনা অনুযায়ী রাফাহ আক্রমণ করে, তাহলে কী হবে? জবাবে বাইডেন বলেন, 'আমি তাদের আর অস্ত্র সরবরাহ করব না।'

আমেরিকা ইসরাইল মৈত্রীর ভিত্তিই হলো অস্ত্রের চালান। গত চার দশকে এই প্রথম এতে ফাটল দেখা যাচ্ছে।

গাজায় বেসামরিক প্রাণহানি ও মানবিক বিপর্যয় রুখতে নিজ দেশে ও দেশের বাইরে ব্যাপক চাপে আছেন বাইডেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ইসরাইলে অস্ত্র সরবরাহের বিষয়ে সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্তটিই জানালেন। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল আমেরিকার সবচেয়ে কাছের কৌশলগত মিত্র। ১৯৮০ সালে প্রেসিডেন্ট রোনালড রিগ্যানের পর এ ধরনের পদক্ষেপ আর দেখা যায়নি।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সাবেক বিশেষজ্ঞ এবং মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞ মধ্যস্থতাকারী অ্যারন ডেভিড মিলারের মতে, এই সংঘাতের শুরু থেকেই বাইডেনকে দ্বিধায় দেখা গেছে। তার একদিকে ইসরাইলপন্থী রিপাবলিকান পার্টি, অন্যদিকে নিজ দল ডেমোক্রেটিক পার্টির মধ্যেও দেখা দিয়েছে বিভক্তি। এখন পর্যন্ত বাইডেন যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাতে এমন কিছু দেখা যায়নি যাতে

আমেরিকা-ইসরাইল সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কিন্তু ইসরাইল রাফাহতে স্থল অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর বাইডেনের দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন দেখা যায়।

গত সোমবার ইসরাইল জানায়, তারা শহরটির পূর্বে হামাসকে লক্ষ্য করে কার্যক্রম চালাচ্ছে। স্থানীয়রা বিরামহীন বিস্ফোরণের শব্দ শোনার কথা জানাচ্ছেন। একই সঙ্গে প্রায় অকার্যকর হাসপাতালগুলোতেও আহতদের সংখ্যা মাত্রা ছাড়িয়েছে।

জাতিসংঘ বলেছে, প্রায় এক লাখ মানুষ ওই এলাকা থেকে পালিয়েছে এবং তারা খাবার, আশ্রয়, পানি ও স্যানিটেশনের ভয়াবহ সংকটে আছে।

প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু বারবার শহরটিতে পূর্ণমাত্রায় স্থল অভিযান চালানোর কথা বলছেন, যেখানে প্রায় ১০ লাখ বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি আছেন। তিনি বলছেন, এখানে লুকিয়ে থাকা হামাসের অবশিষ্ট চার ব্যাটালিয়ন যোদ্ধাকে নিশ্চিহ্ন করতে এই অভিযান জরুরি। যুদ্ধবিরতির কোনো প্রস্তাব সফল হলেও অভিযান চালানো হবে বলে মত তার।

ওয়াশিংটন নেতানিয়াহুকে রাফাহতে কোনো ধরনের সামরিক অভিযান পরিচালনা না করতে বারবার অনুরোধ জানিয়ে আসছে। অ্যারন ডেভিড মিলার বলছেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেন আশঙ্কা করছেন, রাফাহতে অভিযান হলে যুদ্ধ বন্ধ বা জিম্মিদের উদ্ধারের আর কোনো উপায় থাকবে না।

বাইডেন প্রশাসনে কাজ করা একজন সাবেক কর্মকর্তা জানান, বাইডেন মিশরের সঙ্গে কোনো সংকট এড়িয়ে চলতে চান। একই সঙ্গে এই অভিযানের ফলে ডেমোক্রেটিক পার্টিতে ক্ষোভ ও বিভাজন আরও বাড়তে পারে।

মিলার বলেন, 'এ কারণেই তিনি সংকেত পাঠিয়েছেন।'

গত বুধবার বাইডেনের সাক্ষাৎকার প্রচারের পরপর আমেরিকা ইসরায়েলের জন্য বরাদ্দ ২ হাজার ও ৫০০ পাউন্ডের বোমার দুটি চালান স্থগিত করেছে।

গত শুক্রবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, গাজা যুদ্ধে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইসরাইল আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করে আমেরিকার সরবরাহ করা অস্ত্র ব্যবহার করে থাকতে পারে। কিন্তু এতে আরও বলা হয়, এ সংক্রান্ত পূর্ণ তথ্য আমেরিকার কাছে নেই। যার অর্থ সামরিক সহায়তা চালু থাকতে পারে।

হজ পালনের গুরুত্ব অপরিসীম

মুফতি হেলাল উদ্দীন হাবিবী

হজ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ- ইচ্ছা করা, দৃঢ় সংকল্প করা ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায়, মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট কার্যাবলি সম্পাদন করাকে হজ বলে। হজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত; ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের একটি; যা স্রষ্টার প্রতি অগাধ বিশ্বাস, অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও পূর্ণ আনুগত্যের প্রতীক। স্রষ্টার সঙ্গে বান্দার ভালোবাসার পরীক্ষার চূড়ান্ত ধাপ হলো হজ। জিয়ারতে বাইতুল্লাহর মাধ্যমে খোদাপ্রেমিক মুমিন বান্দা তার মালিকের বাড়িতে বেড়াতে যায়, অনুভব করে দিদারে এলাহির এক জান্নাতি আবেশ। কলুষমুক্ত হয় গুনাহের গন্ধে কলুষিত অন্তরাত্মা। হজের মাধ্যমে মুমিনের আত্মিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদতের সমাবেশ ঘটে। প্রত্যেক সামর্থ্যবান প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের ওপর জীবনে একবার হজ করা ফরজ এবং এর অস্বীকারকারী কাফের।

মহান আল্লাহতায়ালা এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন, আর এ ঘরের হজ করা হলো মানুষের ওপর আল্লাহর প্রাপ্য; যার সামর্থ্য রয়েছে বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে এটা অস্বীকার করবে- আল্লাহ বিশ্বজগতের সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী। (সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৯৭)।

মহান আল্লাহতায়ালা মহাগ্রন্থ আল কোরআনে আরও ইরশাদ করেন, আর মানুষের মধ্যে হজের ঘোষণা করুন। তারা আপনার কাছে আসবে দূরদূরান্ত থেকে পদযোগে ও সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে আরোহণ করে। (সুরা হজ, আয়াত : ২৭)। এখানে সামর্থ্য বলতে শারীরিক ও আর্থিক উভয় প্রকার সামর্থ্য বোঝানো হয়েছে। সুতরাং সামর্থ্যবান হলে সব প্রকার বাধা-বিপত্তি, দ্বিধা-সংশয় ও ভ্রান্ত ধারণা ছেড়ে দিয়ে অনতিবিলম্বে হজ আদায় করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে প্রিয়নবী (সা.) ইরশাদ করেন, তোমরা ফরজ হজ আদায়ে বিলম্ব কর না। কেননা তোমাদের জানা নেই, পরবর্তী জীবনে তোমরা কী অবস্থার সম্মুখীন হবে। (মুসনাদে আহমদ : ২৮৬৭)। আর সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও যারা হজ না করে মারা যায়, বিচার দিবসের একমাত্র সুপারিশকারী মহানবী (সা.) তাদের ব্যাপারে অত্যন্ত শক্ত মনোভাব পোষণ করেছেন। মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন, সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও যে হজ না করে মারা যায়, সে ইহুদি হয়ে মারা যাক বা খ্রিস্টান হয়ে মারা যাক, তাতে আমার কোনো পরোয়া নেই। (তিরমিজি : ৮১২)।

পক্ষান্তরে যারা মহান স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে হজ আদায় করে, মহানবী (সা.) তাদের ব্যাপারে গুনাহ মাফ ও জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এমনভাবে হজ আদায় করল যে, কোনোরূপ অশ্লীল কথা বা গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়নি, সে সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসবে। (বুখারি : ১৫২১)। প্রিয় পাঠক! এ হাদিসটি গবেষণা করলে জানা যায় যে, মহানবী (সা.) হজের মাধ্যমে ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য বিশেষভাবে তিনটি শর্ত আরোপ করেছেন :

১. হজের লক্ষ্য হতে হবে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। ২. হজের সফরে অশ্লীল বাক্যালাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। ৩. হজের সফর অবস্থায় সব প্রকার গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে।

লেখক : খতিব, মাসজিদুল কোরআন জামে মসজিদ, কাজলা (ভাঙ্গা প্রেস), যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

বিনয় ও সরলতা জান্নাতিদের গুণ

মুফতি রুহুল আমিন কাসেমী

ইসলামে বিনয় ও সরলতা অবলম্বন হচ্ছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিনয়ের অর্থ হলো আল্লাহর অন্য বান্দাদের তুলনায় নিজেকে ছোট জ্ঞান করা এবং অন্যদের বড় মনে করা। বিনয় আল্লাহর কাছে খুবই পছন্দনীয়, এটি উচ্চমর্যাদা লাভের একটি বিশেষ সোপান। বিনয় অবলম্বনকারী সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, কেউ যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিনয় অবলম্বন করে, তবে আল্লাহতায়ালা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। মুসলিম শরিফ। বস্তুত, আল্লাহর খাঁটি বন্ধু হতে হলে বিনয়ী হওয়া আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে কোরআন মাজিদে আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন, রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে বিনয়ের সঙ্গে চলাফেরা করে, (সুরা ফোরকান, আয়াত ৬৩) সামাজিক আচার-আচরণ, ক্রয়-বিক্রয়, বিচার-সালিশ ও লেনদেনসহ সব ধরনের ক্ষেত্রেই বিনয় ও কোমলতা প্রদর্শন করা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। রসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, মহান আল্লাহতায়ালা নিজেই বিনয় অবলম্বনকারী, তিনি বিনয়কে পছন্দ করেন এবং তিনি নম্রতা অবলম্বনকারীকে এত বেশি দান করেন, যা কঠোর চিত্ত ব্যক্তিকে দান করেন না। মুসলিম শরিফ। প্রকৃতপক্ষে সরলতা মুমিনের জিন্দেগির ভূষণ। পক্ষান্তরে কুটিলতা হচ্ছে পাপিষ্ঠ হওয়া নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রকৃত ইমানদার ব্যক্তি সরল ও ভদ্র হয়ে থাকে। আর পাপী ব্যক্তি প্রতারক নিচু ধরনের হয়ে থাকে। তিরমিজি আবু দাউদ। নম্র ব্যক্তির দিকে আল্লাহতায়ালার রহমত নেমে আসে। আর কঠোর চিত্ত ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার রহমত থেকে বঞ্চিত হয়। নম্র ব্যক্তির দিকে মানুষ আকৃষ্ট হয় আর কঠোর ব্যক্তি থেকে মানুষ দূরে সরে যায়। আল্লাহতায়ালা মানুষকে উঁচু-নিচু করে সৃষ্টি করেছেন কাউকে ধনী, কাউকে গরিব, কাউকে সুন্দর, কাউকে অসুন্দর, কাউকে সুস্থ, কাউকে অসুস্থ, কেউ রাজা, কেউ প্রজা, কেউ স্বাধীন, কেউ গোলাম, কেউ শিক্ষিত, কেউ অশিক্ষিত, কেউ পুরুষ, কেউ নারী। এগুলো আল্লাহপাকের সৃষ্টির রহস্য ও সৌন্দর্যতা। সুতরাং রূপেগুণে অহংকারী হয়ে অন্যকে আঘাত দেওয়া, কষ্ট দেওয়া আল্লাহতায়ালার কাছে বড় অপছন্দনীয়। কেননা যিনি এসব গুণ দিয়েছেন, তিনি যে কোনো মুহূর্তে তার থেকে সব কেড়ে নিতে পারেন। মহান রব্বুল আলামিন বলেন, তুমি অহংকার করে জমিনে চল না। কেননা তুমি অহংকার করে পদাঘাতে জমিনকে ফেড়ে ফেলতে পারবে না। উচ্চতায় পাহাড়কে ডিঙাতেও পারবে না। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এমনভাবে বসতেন যে নতুন কোনো আগন্তুক তাকে দেখে চিনতে পারত না বরং জিজ্ঞেস করত, তোমাদের মধ্যে কে মুহাম্মদ (সা.)? নবীজি সবার থেকে আলাদা হয়ে পরিচিত হওয়া পছন্দ করতেন না। যুদ্ধসহ যে কোনো কঠিন কষ্টকর কাজে সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে নবীজি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজে অংশগ্রহণ করতেন। বিপদ-আপদে, সুখে-দুঃখে সাহাবায়ে কেরামকে ফেলে যেতেন না বরং তাদের সঙ্গেই মিশে থাকতেন। এর ফলে নবীজি সবার মাঝে প্রিয় থেকে প্রিয়তম হয়ে গিয়েছিলেন। খাদ্য কষ্টের সময় নবীজি সব অর্ধহারি-অনাহারি সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গেই একাত্মতা ঘোষণা করতেন। কোনো ধরনের খাদ্যের ব্যবস্থা হওয়ার পর সবাইকে খাইয়ে তার পরই নিজে খেতেন। নবীজি বলতেন, প্রতিটি গোত্রের নেতা ওই গোত্রের খাদেম। আরবের বেদুইনরা নবীজিকে না চেনার কারণে তাঁর সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করলেও নবীজি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তাদের জন্য ভালোবাসার চাদর বিছিয়ে দিতেন। ফলে সেই বেদুইন নবীজির ভালোবাসায় আবেগে আপ্লুত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে নিত। প্রিয় নবীর দরবারে কোনো আগন্তুক এসে নবীজিকে ভয় পেয়ে জড়োসড়ো হয়ে গেলে, নবীজি বলতেন তুমি নির্ভয়ে কথা বল, আমি কোনো রাজা-বাদশাহ নই। আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। প্রিয় নবী (সা.) নিজের কাজ নিজেই করতেন। নিজের জামা সেলাই করতেন। নিজের জুতা সেলাই করতেন। বাজার করতেন। পরিবারের প্রয়োজনে সবকিছু তিনি নিজ হাতেই করতেন। প্রিয় নবীর স্ত্রীগণ বলেন, তিনি ঘরের মধ্যে নিজের প্রয়োজনীয় সব কাজ নিজেই করে নিতেন। এ ছাড়াও স্ত্রীদের কাজে তিনি সহায়তা করতেন। এমনকি রান্নাবান্নার কাজেও স্ত্রীদের তিনি সাহায্য করতেন। যার ফলে স্ত্রীদের কাছে তিনি সবার প্রিয় এবং মধ্যমণি ছিলেন। ঘরের মধ্যে স্ত্রীদের কাজের ভুলগুলোতে তিনি কখনোই রাগ করতেন না। বরং তিনি অত্যন্ত নমনীয়তার সঙ্গে তা শুধরিয়ে দিতেন। নবীজি ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীদের কাছে উত্তম। প্রিয় নবী তাঁর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে অত্যন্ত নমনীয় ও বিনয়ের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতেন। হাদিয়া উপঢৌকন দিতেন। বিশেষ করে প্রতিবেশীদের সঙ্গে অত্যন্ত নম্র-ভদ্র ও নমনীয় আচরণ করতেন। ঘরের কাজের লোকদের সঙ্গে সর্বদা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন। তাদের ক্ষমতার বাইরে কোনো কাজের বোঝা চাপিয়ে দিতেন না। নবীজি ইন্তেকালের সময় বলেছেন, তোমরা কাজের লোকদের প্রতি সদয়বান হও। তিনি সর্বদা তাদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন ও সৌজন্যমূলক আচরণ করতেন। নবীজি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অন্যের সঙ্গে সুন্দর ও বিনয়ের সঙ্গে আচরণ করবে কেয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালা কঠিন হাশরের বিচারের দিনে তার সঙ্গেও সুন্দর ও নমনীয় আচরণ করবেন। আল্লাহতায়ালা আমাদের উপরোক্ত বিষয়গুলোতে আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

লেখক : ইমাম ও খতিব : কাওলার বাজার জামে মসজিদ, দক্ষিণখান, ঢাকা

সুরা মুলকের ফজিলত

মোঃ আমিনুল ইসলাম

সুরা আল মুলক, মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ পবিত্র কোরআনের ৬৭তম সুরা। যার আয়াত সংখ্যা ৩০। আমলকারীদের জন্য অনেক ফজিলতপূর্ণ একটি সুরা। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রসুল (সা.) বলেছেন, আল্লাহতায়ালার কিতাবে একটি সুরা আছে যার আয়াত মাত্র ৩০টি, কিন্তু কেয়ামতের দিন এই সুরা এক ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করবে এবং তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করবে, সেটা সুরা মুলক। (আবু দাউদ ১৪০০, তিরমিজি ২৮৯১)।

কবরের আজাব ও জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকারী এ সুরাটি সম্পর্কে রসুল (সা.) বলেন, 'আমার একান্ত কামনা যে, এই সুরাটি আমার প্রত্যেক উম্মতের অন্তরে গেঁথে (মুখস্থ) থাকুক।' (ইবনে কাসির)। এ সুরায় আল্লাহ তাঁর সার্বভৌম ও কর্তৃত্বের কথা ঘোষণা করেছেন। এ সুরাটির দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'যিনি মৃত্যু ও জন্ম সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করে নিতে পারেন যে, কর্মক্ষেত্রে কে তোমাদের মধ্যে উত্তম। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি অসীম ক্ষমাশীল।' এ আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, আল্লাহ রব্বুল আলামিন মৃত্যু ও জীবনদাতা এবং তিনি মৃত্যু থেকে মুক্ত। ৩ ও ৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তিনি সাত আসমানকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পারবে না। আবার তাকাও, কোথাও কি তুমি কোনো ত্রুটি দেখতে পাও? তারপর সকাল-সন্ধ্যায় তুমি দৃষ্টি ফেরাও, দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার কাছে ফিরে আসবে।' এ আয়াত দুটির মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোনো অসংগতি বা কোনো খুঁত আছে কি না তা দেখে বের করার জন্য তাঁর বান্দাদের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, খুঁত তো পাওয়া যাবেই না বরঞ্চ দৃষ্টি ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে।

এ সুরাটিকে ছয়টি ভাগে ভাগ করলে আমরা দেখতে পাব আল্লাহর ক্ষমতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে আয়াত ১-৪। জাহান্নাম আর জান্নাতের কথা বলা হয়েছে আয়াত ৫-১৫। বিপদের ইঙ্গিত ও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে আয়াত ১৬-২২। বিপদের প্রস্তুতির সময় নিয়ে, প্রশ্ন নিয়ে বর্ণিত হয়েছে আয়াত ২৩-২৪। বিপদ কবে ঘটবে এবং বিপদ নিয়ে মানবজাতির কৌতূহল বর্ণিত হয়েছে আয়াত ২৫-২৭। আল্লাহর দয়ার কথা বলা হয়েছে আয়াত নম্বর ২৮-২৯। আর ৩০ নম্বর আয়াতে আল্লাহর নেয়ামত দানের কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ।

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	১৭	৩:১৬	৫:০২	০১:০২	৬:২০	৮:৫৩	১০:০৪
শনিবার	১৮	৩:১৫	৫:০১	০১:০২	৬:২১	৮:৫৪	১০:০৫
রবিবার	১৯	৩:১৩	৫:০০	০১:০২	৬:২২	৮:৫৬	১০:০৮
সোমবার	২০	৩:১১	৪:৫৮	০১:০২	৬:২৩	৮:৫৭	১০:০৯
মঙ্গলবার	২১	৩:০৯	৪:৫৭	০১:০২	৬:২৪	৮:৫৮	১০:১০
বুধবার	২২	৩:০৮	৪:৫৬	০১:০২	৬:২৫	৯:০০	১০:১৩
বৃহস্পতিবার	২৩	৩:০৬	৪:৫৫	০১:০২	৬:২৫	৯:০১	১০:১৪

প্রবাসীরা উদ্বিগ্ন

অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে মেয়রকে বাধ্য করতে হবে। সিলেটের মতো লন্ডনেও আন্দোলন শুরু করতে হবে।

সিলেট নগর ভবনের রাজস্ব শাখা জানায়, কর ধার্যের অর্থবছর ছিল গত ২০২১-২২ সাল; কিন্তু তৎকালীন মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী সেটি তার মেয়াদকালে কার্যকর করেননি। বর্তমান মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরীর পরিষদ সেটি কার্যকর করতে গিয়েই পড়েছে জনরোষে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি, ২০১৯-২০ সালে মাঠপর্যায়ে অনুসন্ধান শেষে হোলডিং সংখ্যা পুনর্নির্ধারিত হয়। এতে নতুন ১৫ ওয়ার্ড ছাড়া শুধু পুরনো ২৭ ওয়ার্ডের হোলডিং সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৫ হাজার ৪৩০টি। হোলডিং ট্যাক্স আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১১৩ কোটি ২৭ লাখ ৭ হাজার ৪০০ টাকা। নতুন গৃহকর ধার্যের সময় ধরা হয় ২০২১-২২ সাল। কিন্তু তৎকালীন মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী নির্বাচন সামনে রেখে তা কার্যকর করতে যাননি, স্থগিত রাখেন। যদিও তিনি দলের নিষেধাজ্ঞা থাকায় নির্বাচন করেননি।

সিসিকের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মো. মতিউর রহমান খান জানান, বর্তমানে আরোপিত হোলডিং ট্যাক্সের অ্যাসেসমেন্ট ২০১৯-২০ অর্থবছরে করা। সেটি মহানগরের পুরাতন ২৭টি ওয়ার্ডের জন্য কার্যকর করা হয়েছে।

এদিকে সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর দাবি, প্রতি বর্গফুটে দুই টাকা হোলডিং ট্যাক্স বাড়ানোর সিদ্ধান্ত ছিল। কয়েকশগুণ বাড়ানোর মতো কিছু আমি করিনি।

নগরীর একজন ভবন মালিক জানান, বছরে ৬০০ টাকা হোলডিং ট্যাক্স দিয়ে আসছেন তিনি। নতুন পুনর্মূল্যায়নে সেই হোলডিং ট্যাক্স এখন দাঁড়াচ্ছে ১ লাখ ৫৬ হাজার ৬০০ টাকায়; যা আগের চেয়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬১ গুণ।

অপরদিকে নগরজুড়ে আন্দোলন, আলটিমেটামের মুখে সিটি করপোরেশনের মেয়র মো. আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী বলছেন, আমি নগরবাসীর নির্বাচিত প্রতিনিধি, তাদের ভোগান্তি বা ক্ষতি হয় এমন কোনো কাগজে আমি স্বাক্ষর করব না। কোনো অসঙ্গতি পেলে ডি-ফরমের মাধ্যমে আপত্তির আহবান জানিয়ে নগরজুড়ে মাইকিং করানো হচ্ছে।

নতুন নির্ধারিত হোলডিং ট্যাক্স অবৈধ, অনৈতিক দাবি করে বৃহস্পতিবার বিকালে সিলেটের নাগরিকবৃন্দের ব্যানারে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সিলেটের নাগরিকবৃন্দের আহবায়ক সিলেট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট এমাদ উল্ল্যাহ শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও বাসদ জেলা সদস্য সচিব প্রণব জ্যোতি পালের সঞ্চালনায় প্রতিবাদী মানববন্ধন ও সমাবেশে সিলেটের বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

এদিকে ১৫ দিনের মধ্যে হোলডিং ট্যাক্স কার্যক্রম স্থগিত করে পুনর্নির্ধারণ করা না হলে আগামী ২ জুন সিসিকের সামনে শোয়া কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বৃহত্তর সিলেটের অরাজনৈতিক কল্যাণমূলক স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠন সিলেট কল্যাণ সংস্থা।

গত বুধবার নগর ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি ও মেয়র বরাবর স্মারকলিপি প্রদানের সময় এ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সংস্থার কার্যকরী কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ এহছানুল হক তাহেরের সভাপতিত্বে ও সৈয়দ রাসেলের পরিচালনায় এ সময় সংগঠনের নেতারা বক্তব্য রাখেন।

যুক্তরাজ্যে মন্দা কাটছে

মধ্যে রয়েছে।' তবে বিরোধী লেবার পার্টির দাবি, মন্দা কাটিয়ে বিজয় ঘোষণা করার সময় এখনো আসেনি।

ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের গভর্নর অ্যান্ড্রু বেইলি সম্প্রতি বলেন, 'বর্তমানে দেশের অর্থনীতি একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, তবে এখনো শক্তিশালী পুনরুদ্ধার হয়নি। ব্রিটিশ অডিট ফার্ম কেপিএমজি ইউকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ইয়ায়েল সেলফিন বলেন,"'ব্রিটেনের অর্থনীতির সবচেয়ে খারাপ অবস্থা শেষ হতে শুরু করেছে। চলতি বছরের বাকি সময়েও প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে বলে আমরা আশা করছি। নিম্নগামী মূল্যস্ফীতি ও ক্রমবর্ধমান মজুরি"পারিবারিক আয়ের ক্ষত কিছুটা সারিয়ে তুলছে এবং খানার ব্যয় বাড়াতে সহায়তা করছে।'

ব্রিটেনের জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের (ওএনএস) অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান শাখার পরিচালক লিজ ম্যাককিওন বলেন, 'চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে যুক্তরাজ্যের রিটেইল খাত, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, স্বাস্থ্যসহ প্রায় সব পরিষেবা খাত ভালো পারফর্ম করছে। এছাড়া গাড়ি নির্মাতাদের জন্যও দারুণ সময় ছিল জানুয়ারি-মার্চ প্রান্তিক। তবে নির্মাণ খাতের জন্য এটি ছিল সামান্য দুর্বল।'

যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি মন্দা থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রভাবক ছিল পরিষেবা খাত। এর মধ্যে রয়েছে আতিথেয়তা, শিল্প ও বিনোদন। এছাড়া মার্চের প্রথম দিকের ইস্টার হলিডেও প্রবৃদ্ধির পেছনে ভূমিকা রেখেছে। গত বছর ইস্টার হলিডে পড়েছিল এপ্রিলে।

ওএনএসের তথ্য বলছে, ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ডের লেনদেনের তথ্য বিশ্লেষণে প্রমাণ পাওয়া গেছে, ভোক্তারা পোশাক ও বাড়ির আসবাবপত্রের জন্য বড় অংকের অর্থ খরচ করেছেন।

প্রায় এক বছর ধরে সাইকেলের দোকান পরিচালনা করছেন এড বিয়ার্ডওয়েল। তিনি জানান, এ সময়ে তার বিক্রি খুব কম ছিল। এক্ষেত্রে লোকজনের জীবনযাত্রার ব্যয়কে একটি সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেন এ বিক্রেতা। মন্দার সময় বিক্রি কমে যাওয়ায় বাইক সার্ভিসিংয়ের ওপর অনেকে জোর দিয়েছেন, যা এখন তার প্রতিষ্ঠানের মোট টার্নওভারের প্রায় ৭০ শতাংশ, যোগ করেন তিনি।

বিয়ার্ডওয়েল বলেন, 'শীত মৌসুম আমার ব্যবসার জন্য হতাশাজনক ছিল, এখনো অনেকটা স্থবিরতা রয়েছে। তবে মনে হচ্ছে আবার ব্যস্ততা বাড়তে শুরু করছে। যদি বিক্রয় পরিসংখ্যান দেখি, তাহলে আমরা গত বছরের শেষের তুলনায় বর্তমানে ভালো করছি।'

ব্যারিস্টার সায়েফ উদ্দিন খালেদ নতুন স্পীকার

উদ্দিন খালেদ আগামী ২০২৪-২৫ মিউনিসিপ্যাল ইয়ারের জন্য স্পীকার নিযুক্ত হয়েছেন। গত ১৫ মে বুধবার সন্ধ্যায় হোয়াটচ্যাপেলস্থ টাউন হল চেম্বারে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলারদের ভোটে তিনি স্পীকার নিযুক্ত হন। তিনি সদ্যসাবেক স্পীকার জাহেদ বখত চৌধুরীর স্থলাভিসিক্ত হলেন।

স্পীকার নিযুক্ত হওয়ার পর একান্ত অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে ব্যারিস্টার খালেদ তাঁকে নির্বাচিত করার জন্য সকল কাউন্সিলারের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, টাওয়ার হ্যামলেটসের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী বারার স্পীকার নির্বাচিত হতে পেরে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। একইসাথে আমি এই সম্মানের জন্য বিনয়াবনত। আমি আমার সকল মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে কাউন্সিলের সিভিক দায়িত্ব যথাযথ সম্মানের সাথে পালনে সচেষ্ট থাকবো। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের বৃটিশ-বাংলাদেশী ছেলে মেয়েদেরকে বৃটেনের মূলধারা রাজনীতি তথা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করতে কাজ করবো।

যেভাবে দায়িত্ব গ্রহণ : বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় কাউন্সিল চেম্বারে বার্ষিক সাধারণসভা শুরু হয়। প্রথমপর্বে সভাপতিত্ব করেন সদ্যসাবেক স্পীকার কাউন্সিলার জাহেদ বখত চৌধুরী। বিভিন্ন বিষয়ে এসপায়ার পার্টি, লেবার পার্টি, কনজার্ভেটিভ ও গ্রীন পার্টির কাউন্সিলারদের আলোচনা ও বসেন । নবনির্বাচিত স্পীকারকে নিয়ে যাওয়া হয় একটি বিশেষ রুমে। ৫ মিনিট পরে তাঁকে চেইন অব অফিস ও বিশেষ গাউন পরিয়ে নিয়ে আসা হয় চেম্বার্স হলের ভেতরে । হলে প্রবেশের সাথে সাথে একটি বেল বেজে ওঠে এবং সাথে সাথে সম্মান প্রদর্শন করতে চেম্বারে উপবিষ্ট মেয়র, কাউন্সিলারসহ অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ দাঁড়িয়ে যান । স্পীকার তাঁর আসনে দাঁড়িয়ে সকলকে 'থ্যাংক ইউ' বললে সকলে আবারও আসন গ্রহণ করেন। এরপর তাঁর সভাপতিত্বে দ্বিতীয় পর্বের কাজ শুরু হয়। ৯টি এজেন্ডায় কাউন্সিলারগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রথম এজেণ্ডায় ভোটাভুটির মাধ্যমে ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন করা হয়। নতুন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হয়েছেন কাউন্সিলার সুলুক আহমদ। এরপর এজেন্ডাভুক্ত অন্যান্য বিষয় আলোচনা শেষে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়। পরে নতুন স্পীকারের আমন্ত্রণে অতিথিবৃন্দ নৈশভোজে অংশগ্রহণ করেন।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: ব্যারিস্টার সায়েফ উদ্দিন খালেদ বৃটেনের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে অত্যন্ত সুপরিচিত ও সুখ্যাত আইনজীবী। তিনি টাওয়ার হ্যামলেটসের ফিলডগেইট স্ট্রিটে অবস্থিত সুনামখ্যাত আইনী প্রতিষ্ঠান 'কেপিপি ব্যারিস্টার চেম্বার্স" এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও। আইনপেশার পাশাপাশি তিনি একজন দক্ষ সংগঠক ও রাজনীতিক। ২০২২ সালের মে মাসে টাওয়ার হ্যামলেটসের ব্রমলী নর্থ ওয়ার্ড থেকে প্রথমবারের মতো

বিতর্ক শেষে শুরু হয় নতুন স্পীকার নির্বাচন প্রক্রিয়া । ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলার মায়ুম মিয়া তালুকদার নতুন স্পীকার হিসেবে কাউন্সিলার সায়েফ উদ্দিন খালেদের নাম প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করেন কাউন্সিলার কবির আহমদ। বিরোধীদল লেবার গ্রুপ থেকে কোনো প্রার্থী না থাকায় স্পীকার হ্যা-না ভোটে অগ্রসর হোন। নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমানের নেতৃত্বাধীন এসপায়ার পার্টির ২৪ কাউন্সিলার, নির্বাহী মেয়র, কনজার্ভেটিভ পার্টি ও গ্রীন পার্টির দুই কাউন্সিলারের ভোটসহ মোট ২৭টি ভোট পড়ে ব্যারিস্টার সায়েফ উদ্দিন খালেদ এর পক্ষে। এসময় লেবার পার্টি কোনো বিরোধীতা না করে এবস্টেইন থাকে । হ্যা জয়যুক্ত হওয়ায় সদ্যসাবেক স্পীকার নতুন স্পীকার হিসেবে ব্যারিস্টার সায়েফ উদ্দিন খালেদের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষনা করেন।

এরপর নবনির্বাচিত স্পীকারকে মঞ্চে আহবান করেন সদ্যসাবেক স্পীকার। তিনি কাউন্সিলার গ্যালারী থেকে মঞ্চে যান। নতুন স্পীকার হিসেবে রেজিস্ট্রি খাতায় সাক্ষর করেন। সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেন প্রস্তাবকারী মায়ুম মিয়া তালুকদার ও প্রস্তাবে সম্মতিদাতা কাউন্সিলার কবির আহমদ এবং কাউন্সিলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। রাত পৌনে ৮টার দিকে স্পীকার জাহেদ চৌধুরী প্রথম পর্বের সমাপ্তি টেনে সাধারণ সভায় বিরতি ঘোষণা করেন।

এরপর তিনি স্পীকারের আসন থেকে নেমে কাউন্সিলারের গ্যালারীতে গিয়ে কাউন্সিলার নির্বাচিত হোন। এরপর ২০২৩ সালে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হয়ে গত এক বছর সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি স্পীকার নির্বাচিত হলেন।

ব্যারিস্টার সায়েফ উদ্দিন খালেদের দেশের বাড়ি সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলায়। বারোঠাকুরী ইউনিয়নের আমলশীদ গ্রামের অধিবাসী অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক রফিকুল ইসলাম মাস্টার ও রাবিয়া খানম তাপাদারের সুযোগ্য সন্তান তিনি। মা-বাবা যুক্তরাজ্যে বসবাস করেন এবং বুধবারের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

ছাত্রজীবনে খুব মেধাবী ছিলেন সায়েফ উদ্দিন খালেদ। তিনি সিলেট সরকারি পাইলট হাই স্কুল থেকে এসএসসি ও সিলেট এমসি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে কৃতীত্বের সাথে অনার্স মাস্টার্স সম্পন্ন করে উচ্চ শিক্ষার্থে ২০০৩ সালে যুক্তরাজ্যে আসেন । ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন থেকে এল.এল. বি, ইউনিভার্সিটি অব হাডার্সফিলড থেকে এল.এল.এম, ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টমিনস্টার থেকে এল.পি.সি সম্পন্ন করে তিনি সলিসিটর হিসেবে কোয়ালিফাইড হোন ।

২০১১ সালে প্রখ্যাত লিংকন ইন থেকে বার-এট -ল (ব্যারিস্টার) ডিগ্রী অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি একজন পাবলিক একসেস ব্যারিস্টার। স্ত্রী সৈয়দা সাইফা খালিক, ছেলে হাসান খালেদ মোস্তফা ও মেয়ে জুমানা খালেদ মোস্তফাকে নিয়ে তাঁর পারিবারিক জীবন।

ভারতে জনগণই গণতন্ত্রকে পতনের পথে টেনে নামাচ্ছে

প্রণব বর্ধন

প্রায় ১০০ কোটি ভোটার নিয়ে ভারতে নির্বাচন চলছে। এই নির্বাচন গণতন্ত্রের একটি অসাধারণ অনুশীলনের প্রতিনিধিত্ব করবে, এমনটাই কথা ছিল।

কিন্তু মলিন বাস্তবতা হলো, এক দশক ধরে যে অবক্ষয় গণতন্ত্রকে ঘুণপোকার মতো কেটে চলেছে, তা ভারতের বিভিন্ন উদার প্রতিষ্ঠানকেও ধ্বংস করে দিচ্ছে। এই অবক্ষয় গণতান্ত্রিক চর্চার পরিসরকে সংকুচিত করে ফেলছে; রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাকে দুর্বলতর করেছে এবং গণতন্ত্রঘাতী পুরো প্রক্রিয়াটিকে আরও জোরালো করছে।

সবচেয়ে বড় কথা, গণতন্ত্রকে ফিকে করে দেওয়ার মিছিলে যিনি নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন, সেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এখনো ভোটারদের মধ্যে জনপ্রিয়।

২০২২ সালে প্রকাশ পাওয়া আমার 'আ ওয়ার্লড অব ইনসিকিউরিটি: ডেমোক্রেটিক ডিস্যানচ্যান্টমেন্ট ইন রিচ অ্যান্ড পুওর কান্ট্রিস' বইটিতে উল্লেখ করেছি, এ ধরনের রাজনৈতিক শক্তিগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে স্বল্পশিক্ষিত লোক, গ্রামীণ অঞ্চলের ভোটার ও বয়স্ক লোকদের মধ্যে সমর্থন বাড়ানোর চেষ্টা করে। মোদির ভারতীয় জনতা পার্টিও (বিজেপি) এই কাজ করেছিল। তবে বাস্তবতা হলো, মোদির হাতে এখন গ্রামের অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত লোক ও প্রবীণ ভোটারদের সমর্থনের পাশাপাশি শিক্ষিত, শহুরে ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ ভোটারদেরও ব্যাপক সমর্থন রয়েছে।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প, হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্তর ওরবান ও তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানকে যেখানে বড় বড় শহরে জনপ্রিয়তা ধরে রাখার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে, সেখানে মোদি দিল্লি, মুম্বাই ও বেঙ্গালুরুতে দুর্দান্ত বিজয় অর্জন করেছিলেন।

এর একটি বড় কারণ হলো, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর অবিচল আস্থা, সরকারি ক্ষমতাকে কৈফিয়তের অধীন ও ভারসাম্যমূলক অবস্থায় রাখা এবং মুক্তভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করতে পারে, এমন রাজনৈতিক উদারতাবাদ ভারতে কখনোই ছিল না।

২০২৩ সালে পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতের ৬৭ শতাংশ মানুষ এমন ধরনের 'তেজি নেতা'র শাসনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন, যিনি কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আদালত বা পার্লামেন্টের অনুমোদনের তোয়াক্কা করেন না। ওই জরিপে ভারতের ওই হার ছিল বিশ্বের সব কটি দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ।

বিশ্বের অন্যান্য এলাকায় মানুষের জেদ ও দুর্বলতাকে খুঁচিয়ে তোলা জনতুষ্টিবাদী বাক্যবাগীশ (ডেমাগগ) নেতারা সব সময়ই গণতন্ত্রের অংশগ্রহণমূলক দিকগুলোর ওপর জোর দিয়ে থাকেন। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এখানে রাজনীতির পদ্ধতিগত দিকগুলোই বিশেষভাবে দুর্বল, যা সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদকে ভয়ংকর রূপ নিতে সক্ষম করে তোলে। এটি ভিন্নমত পোষণকারীদের, বিশেষ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর রাষ্ট্র-প্ররোচিত নিপীড়নকে আরও তীব্র করে তোলে।

সরকারের পক্ষ থেকে জনগণকে দেওয়া বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণ সুবিধাকে প্রায়ই মোদির তরফ থেকে দেওয়া 'উপহার' (ফলাও করে মোদির ছবি ছাপাসহ) হিসেবে দেখানো হয়েছে। এটি নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের মধ্যেও এই বোধ তৈরি করেছে যে মোদি তাঁদের যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা বাস্তবায়নে তিনি সচেষ্ট।

ভারতের রাজনীতিতে অনুদারবাদের বাড়বাড়ন্ত এতটাই যে এখানে কট্টর বামপন্থীদের মধ্যেও অনুদারবাদ গেড়ে বসেছে। এখানকার বামপন্থীরা উদার প্রতিষ্ঠানগুলোকে 'বুর্জোয়া' গণতন্ত্রের তল্পিবাহক মনে করেন।

অন্যদিকে ঐতিহ্যবাদীরা, এমনকি সহনশীলতাপন্থী গান্ধীবাদীরা যে মূল্যবোধকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, তা মূলত ভারতীয় সমাজের পুরুষতান্ত্রিক ও জাত-পাত-শ্রেণি মেনে চলা রীতির প্রতিনিধিত্ব করে।

আর উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করা হিন্দু-আধিপত্যবাদী মতাদর্শের প্রচারক আরএসএসের তো উদারতাবাদের সঙ্গে নিজেকে জড়ানোর প্রশ্নই ওঠে না।

এ অবস্থার ভেতর ভারতের যে দরিদ্র শ্রেণি ঐতিহ্যগতভাবে জাতীয় পর্যায়ের মধ্য-বাম ঘরানার দল কিংবা আঞ্চলিক দলগুলোর সমর্থক ছিল, তারাও বিজেপির সব হিন্দুকে এক ছাতার তলায় আনার কৌশলে আকৃষ্ট হয়েছে।

সরকারের পক্ষ থেকে জনগণকে দেওয়া বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণ সুবিধাকে প্রায়ই মোদির তরফ থেকে দেওয়া 'উপহার' (ফলাও করে মোদির ছবি ছাপাসহ) হিসেবে দেখানো হয়েছে। এটি নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের মধ্যেও এই বোধ তৈরি করেছে যে মোদি তাঁদের যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা বাস্তবায়নে তিনি সচেষ্ট।

মূলত দুটি ন্যারেটিভ বা ভাষ্য বিজেপির জনসমর্থনকে জোরদার করেছে; যদিও সে দুটোর কোনোটিই জনগণ নির্মোহভাবে যাচাই করেনি।

প্রথম ভাষ্যটি হলো, মোদির সরকার একাই দুর্নীতি নামক দানবকে মেরে ফেলতে পারবে। কিন্তু তার সরকার যে দুর্নীতি দমন ইস্যুতে খুব একটা অগ্রগতি পেয়েছে, এমন কোনো প্রমাণ নেই।

বরং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের করাপশন পারসেপশন ইনডেক্সে ১৮০টি দেশের মধ্যে দুর্নীতির ক্ষেত্রে ভারত ৯৩তম অবস্থানে ছিল। অর্থাৎ কিনা ২০১৪ সালে মোদি ক্ষমতায় আসার পর ভারত এ ক্ষেত্রে আট ধাপ নেমে গেছে। 'লোকনীতি' নামের একটি ভারতীয় জরিপ প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে তারা জরিপের সময় যত ভারতীয় নাগরিককে প্রশ্ন করেছিল, তার ৫৫ শতাংশ উত্তরদাতার ধারণা, গত পাঁচ বছরে দুর্নীতি বেড়েছে।

ভারতে সমাজ ও সরকারের নিম্নস্তরের দুর্নীতিও (যেটিকে 'ছোটখাটো' দুর্নীতি বলা হয়) আগের অবস্থায় রয়ে গেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় পুলিশ কর্মকর্তা বা সরকারি পরিদর্শকদের ঘুষ নেওয়ার ঘটনা কমেছে বলে মনে হয় না।

এ ছাড়া ২০১৬ সালে 'কালোটাকা' বের করে আনার কথা বলে মোদি সরকার যে বিপর্যয়কর নোট বাতিল করেছিল, তা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দরিদ্রদের জন্য বড় ধরনের ক্ষতি ডেকে আনলেও কালোটাকা বের হওয়ার কথা খুব কমই জানা গিয়েছিল।

অন্যদিকে, বড় দুর্নীতি কমেছে, এটি বিশ্বাস করারও খুব একটা কারণ নেই। কারণ, বৃহৎ সরকারি প্রকল্পে ঠিকাদারদের কাছ থেকে কর্মকর্তাদের মোটা 'কমিশন' হাতিয়ে নেওয়ার গল্প আছে বেশুমার।

বিজেপির দ্বিতীয় যে ভাষ্য ভোটারদের সবচেয়ে বেশি মোহিত করেছে, সেটিকে সংক্ষিপ্ত করে 'মিগা' (মেক ইন্ডিয়া গ্রেট এগেইন) বলা যেতে পারে। বিজেপির সব কটি প্রচারযন্ত্র থেকে অবিরাম ঘোষণা করা হচ্ছে যে ভারত তার সব ধরনের প্রভাব, সুযোগ-সুবিধা ও সমৃদ্ধি ব্যবহার করে খুব শিগগির একটি বৈশ্বিক পরাশক্তি হয়ে উঠবে।

পশ্চিমারা বিকল্প বাজার ও চীনকে মোকাবিলার ভূরাজনৈতিক অংশীদার হিসেবে ভারতকে গ্রহণ করায় এই ভাষ্য ভারতের বিপুলসংখ্যক তরুণ-যুবার (এমনকি তাঁদের মধ্যে বেকার অথবা সামান্য মজুরির কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরাও রয়েছেন) কল্পনাশক্তিকে দারুণভাবে আলোড়িত করেছে।

কিন্তু তাদের সেই কল্পনার জগৎ শিগগিরই বাস্তব হয়ে ধরা দেবে, এমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

প্রণব বর্ধন। বার্কলের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার ইমেরিটাস অধ্যাপক

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট অনুবাদ: সারফুদ্দিন আহমেদ

১ম, ও ৩য় পৃষ্ঠার পর ...

দুবাইয়ে গোপন সম্পদের পাহাড়

অর্থের উৎস সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া ছাড়াই ব্যাংক কিংবা ব্যক্তিগত বিমান ভরে অর্থ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে আমিরাতে। আর এই সুযোগে বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে বৈশ্বিক নিষেধাজ্ঞার কবলে থাকা ব্যক্তি, অর্থপাচারকারী ও অপরাধীরা দুবাইয়ে গড়েছেন সম্পদের পাহাড়।

'দুবাই আনলকড' নামে বৈশ্বিক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার এক প্রকল্পে দুবাইয়ে গড়ে ওঠা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার মানুষের এই সম্পদের গোপন তথ্য ফাঁস হয়েছে। অনুসন্ধানী এই প্রকল্পে ৫৮টি দেশের ৭৪টি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা দীর্ঘ ছয় মাস ধরে অনুসন্ধান চালিয়েছেন।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন রিপোর্টিং প্রজেক্ট (ওসিসিআরপি) ও নরওয়ের সংবাদমাধ্যম ই-টোয়েন্টিফোরের নেতৃত্বে এই অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। গত মঙ্গলবার 'দুবাই আনলকড' শিরোনামে প্রতিবেদনটি নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে ওসিসিআরপি।

বিভিন্ন দেশের সন্দেহভাজন অপরাধী, নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা দুবাইয়ে কীভাবে নিরাপদে সম্পদ কিনেছেন, সেই চিত্র উঠে এসেছে প্রতিবেদনে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অলাভজনক সংস্থা সেন্টার ফর অ্যাডভান্স ডিফেন্স স্টাডিজ (সি৪এডিএস) প্রথম এই ফাঁসকৃত তথ্য পায়। দুবাইয়ের সরকারি ভূমি দপ্তরসহ অন্যান্য রিয়েল এস্টেট কোম্পানির ফাঁস হওয়া তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে অনুসন্ধান চালানো হয়। ওসিসিআরপি বলছে, ২০২০ থেকে ২০২২ সাল নাগাদ দুবাইয়ে বিদেশিদের মালিকানায় থাকা সম্পদের পরিমাণ ১৬০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুবাইয়ে বিদেশিদের সম্পদের মালিকানার তালিকায় শীর্ষে আছেন ভারতীয়রা। দেশটির ২৯ হাজার ৭০০ জন নাগরিকের ৩৫ হাজার সম্পত্তি রয়েছে দুবাইয়ে। ২০২২ সাল পর্যন্ত দুবাইয়ে ভারতীয়দের এসব সম্পত্তির মোট মূল্য ১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি বলে ধারণা করা হয়। ভারতের পর এই তালিকায় রয়েছে পাকিস্তান। দুবাইয়ে ১৭ হাজার পাকিস্তানির হাতে ২৩ হাজার সম্পত্তির মালিকানা রয়েছে।

আমিরাতের এই শহরে গোপন সম্পদের তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর ভারত ও পাকিস্তানে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়েছে। ভারতের শীর্ষ ধনী মুকেশ আম্বানি থেকে শুরু করে বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানেরও গোপন সম্পদের খোঁজ মিলেছে দুবাইয়ে। দুবাইয়ের কৃত্রিম দ্বীপ পাম জুমেইরাতে মুকেশ আম্বানির প্রায় ২৪ কোটি ডলারের সম্পদ রয়েছে।

আকাশচুম্বী অট্টালিকার শহর দুবাইয়ে গোপনে সম্পদ গড়েছেন অন্তত ৩৯৪ জন বাংলাদেশি; যার মূল্য ২২ কোটি ৫৩ লাখ ডলারেরও বেশি আর পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি, সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের ছেলে হুসাইন নওয়াজ শরিফ, সাবেক স্বৈরশাসক প্রয়াত পারভেজ মুশাররফসহ দেশটির বর্তমান সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রীরও নাম রয়েছে এই তালিকায়।

দুবাইয়ে গোপন সম্পদের বিষয়ে ফাঁস হওয়া তথ্যে কয়েকশ' বাংলাদেশিরও পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। ওসিসিআরপির তথ্য বলছে, আকাশচুম্বী অট্টালিকার এই শহরে গোপনে সম্পদ গড়েছেন অন্তত ৩৯৪ জন বাংলাদেশি। শহরটিতে এই বাংলাদেশিদের মালিকানায় রয়েছে ৬৪১টি সম্পত্তি। বাংলাদেশিদের মালিকানায় থাকা এসব সম্পত্তির মূল্য ২২ কোটি ৫৩ লাখ ডলারেরও বেশি। তবে বাংলাদেশিদের সম্পদ ও মালিকানার তথ্য জানানো হলেও তাদের বিষয়ে বিস্তারিত কোনও তথ্য প্রকাশ করেনি ওসিসিআরপি।

দুবাইয়ে বিশ্বের শীর্ষ ১০ ধনকুবের ও তাদের সম্পদ : ১. ভারতীয় নাগরিক মুকেশ আম্বানির রয়েছে ১১ হাজার ২০ কোটি ডলারের সম্পদ। ২. ভারতীয় নাগরিক এম এ ইউসুফ আলী ও তার পরিবারের সম্পদের পরিমাণ ৭৮০ কোটি ডলার। ৩. ভারতীয় শামশীর ভায়ালিলের রয়েছে ৩৫০ কোটি ডলারের সম্পদ ৪. ওমানের নাগরিক সুহাইল বাহওয়ানের আছে ১৯০ কোটি ডলারের সম্পদ। ৫. রাশিয়ার নাগরিক আন্দ্রেই মলচানভ ও তার পরিবারের সম্পদের পরিমাণ ১৩০ কোটি ডলার। ৬. সাইপ্রাসের নাগরিক বিনোদ আদানির রয়েছে ২ হাজার ২২০ কোটি ডলারের সম্পদ। ৭. কানাডার নাগরিক চ্যাংপেং ঝাওয়ের আছে ৩ হাজার ৩০০ কোটি ডলারের সম্পদ। ৮. যুক্তরাজ্যের নাগরিক সকেট বর্মনের সম্পদের পরিমাণ ১৫০ কোটি ডলার। ৯. সাইপ্রাসের নাগরিক ইগোর মাকারোভের আছে ২১০ কোটি ডলারের সম্পদ। ১০. মিসরের নাগরিক নগিব সাবিরিস ও তার পরিবারের সম্পদের পরিমাণ ৩৮০ কোটি ডলার। সূত্র : ঢাকা পোস্ট

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়ার প্রস্তাব পাস

এই প্রস্তাবের নিন্দা জানিয়ে জাতিসংঘ সনদ ছিঁড়ে ফেলেন। তিনি বলেন, এই স্বীকৃতির মধ্যদিয়ে একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্রকে জাতিসংঘে স্বাগত জানানো হচ্ছে। জাতিসংঘে দাঁড়িয়ে ইসরাইলি রাষ্ট্রদূতের এমন আচরণকে ঔদ্ধত্য হিসেবে বর্ণনা করে এর নিন্দা জানিয়েছে ইরান। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, ইসরাইলের এই আচরণ ঔদ্ধত্যপূর্ণ।

গাজায় আক্রমণের বিষয়ে যতক্ষণ সদস্য রাষ্ট্রগুলো নীরব থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাছে জাতিসংঘ সনদ মূল্যবান। তারা নারী, শিশু এবং নিরীহ মানুষ মিলিয়ে গত সাত বছরে কমপক্ষে ৩৪ হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। এরপরও ইহুদি এই রাষ্ট্রটি আশা করে তাদের এই কর্মকাণ্ডে বিশ্ব সম্প্রদায় উল্লাস করবে। তারা এর মধ্যদিয়ে যুদ্ধাপরাধ করছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের আইন ভয়াবহভাবে লঙ্ঘন করছে।

তাদের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। ওদিকে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত আইসিসি'র কাছে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আহ্বান জানিয়েছেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো। তিনি বলেছেন, নেতানিয়াহুর সরকার গাজা যুদ্ধে গণহত্যা চালাচ্ছে। এর আগে বামপন্থি এই নেতা গত সপ্তাহে গাজা যুদ্ধের কারণে ইসরাইলের সঙ্গে তার দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেন। এক্সে দেয়া পোস্টে তিনি বলেছেন, নেতানিয়াহু গণহত্যা বন্ধ করবে না। এর ফলে আইসিসি'র উচিত তার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা। একই সঙ্গে তিনি দাবি তোলেন গাজা ভূখণ্ডে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মোতায়েনের বিষয় বিবেচনা করতে। এ জন্য তিনি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সম্পর্ক ছিন্ন করার ফলে প্রেসিডেন্ট পেত্রোকে ইহুদিবিরোধী এবং ঘৃণায় পূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে অভিহিত করেছে ইসরাইল। তারা বলেছে, তার এই অবস্থান হামাসকে পুরস্কৃত করা। ওদিকে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো দেয়ার নিন্দা জানিয়েছে তাঞ্জানিয়া। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানুয়ারি মাকামবা বলেছেন, ফিলিস্তিনকে অধিক অধিকার ও সুবিধা দেয়ার জন্য জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবে সমর্থন জানায় পূর্ব আফ্রিকার এই দেশ। তিনি বলেন, ১৪৩টি দেশ ফিলিস্তিনকে জাতিসংঘের একটি পূর্ণাঙ্গ সদস্য করার প্রস্তাবে ভোট দিয়েছে। তা সত্ত্বেও এটা এখনো স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে না। কারণ, ইসরাইলের সমর্থনে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো দেয়ার ক্ষমতা আছে যুক্তরাষ্ট্রের।

গাজা যুদ্ধ নিয়ে যুদ্ধবিরতি চুক্তি এখনো পর্যন্ত না হওয়ায় গভীর অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জন কিরবি। তিনি বলেছেন, উভয় পক্ষকে অব্যাহতভাবে আলোচনায় যুক্ত করার কঠোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ওয়াশিংটন। সেই আলোচনা ভার্চুয়াল মাধ্যমে হলেও হতে পারে। এর আগে কাতার ও মিশরের উত্থাপিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি মেনে নেয় হামাস। কিন্তু ইসরাইল তা মানতে অস্বীকৃতি জানায়। জন কিরবি বলেন, আমরা এখনো বিশ্বাস করি চুক্তি হওয়া সম্ভব। তিনি আরও বলেন, রাফায় ইসরাইলের সামরিক অভিযান উদ্বেগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছে যুক্তরাষ্ট্র। গাজা ও মিশরের মধ্যে রাফা ক্রসিং মানবিক ত্রাণের জন্য অবিলম্বে খুলে দিতে তিনি ইসরাইলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যদিকে রাফার করুণ পরিণতির কথা বর্ণনা করেছেন গাজায় ইউনিসেফের সিনিয়র জরুরি সমন্বয়ক হামিশ ইয়াং। তিনি বলেছেন, ৩০ বছর ধরে বড় আকারে মানবিক জরুরি কাজে আমি কাজ করে আসছি। কিন্তু গাজার মতো বিপর্যয়কর, জটিল এবং গা রি রি করে উঠা পরিস্থিতির মুখোমুখি হইনি কখনো। তিনি বলেন, ইসরাইলের কথিত 'মানবিক জোন' আল মাওয়াসির সড়কগুলোতে শত শত ট্রাক, বাস, গাড়ি এবং গাধায় টানা গাড়ি, মানুষ আর তাদের জিনিসপত্রে বিশৃঙ্খল এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ৫ দিন ধরে জ্বালানি নেই। কার্যত কোনো মানবিক ত্রাণ পৌঁছেনি গাজায়। এরই মধ্যে এই যুদ্ধে কমপক্ষে ১৪ হাজার শিশু নিহত হয়েছে।

কর্মকর্তাদের অহেতুক বিদেশ ভ্রমণের মানসিকতার পরিবর্তন দরকার

একেএম শামসুদ্দিন

গত ৮ মে ঢাকার একটি দৈনিক পত্রিকায় গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রীর একান্ত সচিবের এক পুত্রসন্তানের বিদেশ সফর নিয়ে সংবাদ শিরোনাম হয়েছে। সংবাদে বলা হয়েছে, সরকারি হাসপাতালের ক্যানসার ইউনিটের জন্য কিছু উপকরণ ক্রয়ের প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শনে (চৎব-ংযরঢ়সবহঃ ওহংঢ়বপঃরড়হ) ছয়দিনের সফরে যুক্তরাজ্যে যাচ্ছেন দুজন প্রকৌশলী, একজন উপসচিব, যিনি আবার গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রীর একান্ত সচিব এবং তার পুত্র। সংবাদটি পড়ে মনে খটকা লেগেছে। কর্মকর্তাদের বিদেশ সফর সীমিতকরণ বিষয়ে সরকারের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও এ সফরের আয়োজন কী করে সম্ভব হলো? কারণ, ২০২২ সালের ১২ মে সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণের আওতা সীমিত করেছে। মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত এক পরিপত্রে বলা হয়েছে, বৈশ্বিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত সব ধরনের এক্সপোজার ডিজিট, স্টাডি ট্যুর, এপিএ ও ইনোভেশনের আওতাভুক্ত ভ্রমণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনারে অংশগ্রহণসহ সব ধরনের বৈদেশিক ভ্রমণ বন্ধ থাকবে। এ আদেশ উন্নয়ন বাজেট ও পরিচালন বাজেট, উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে পরিপত্রে উল্লেখ করা হয়। এ বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছিলেন, প্রয়োজনে শুধু কৌশলগত কারণে বিদেশ ভ্রমণ করা যাবে। ২০২৩ সালের ২ জুলাই অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ আরও একটি জরুরি পরিপত্র জারি করে। তাতে বলা হয়েছে, নতুন নির্দেশনায় সব ধরনের বিদেশ ভ্রমণ, কর্মশালা, সেমিনার বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হলেও কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে। কোনো বিদেশ ভ্রমণ কর্তৃপক্ষের অত্যাবশ্যকীয় বিবেচিত হলে সীমিত আকারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে করা যাবে। তবে কিছু শর্ত পূরণসাপেক্ষে বিদেশ সফর করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিদেশি সরকার/প্রতিষ্ঠান/উন্নয়ন সহযোগীর আমন্ত্রণে ও সম্পূর্ণ অর্থায়নে আয়োজিত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ; এবং সরবরাহকারী/ঠিকাদার/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তারা সেবা/পণ্যের গুণগত মান নিরীক্ষা/পরিদর্শন খাতে সীমিত ভ্রমণ করতে পারবে।

সংবাদটি পড়ে সরকারি নির্দেশনার সঙ্গে এ সফর আয়োজনের মিল খুঁজে পেলাম না। অবশ্য এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। অতীতে এমন অনেক ঘটনাই ঘটেছে। তাতে জনগণের অর্থের অপচয় হলেও সরকারের ক্ষতি হয়নি। সরকারের এমন অনেক আদেশ ভঙ্গের ঘটনা ঘটলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শক্ত কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানা নেই। মন্ত্রীর একান্ত সচিব সরকারি সফরকারী দলের সঙ্গে পুত্রকে নিয়ে বিদেশ সফর করবেন, এ সিদ্ধান্ত শুধু তার একার নয়। রীতিমতো সরকারি আদেশ জারি করে তিনি তার পুত্রকে যুক্তরাজ্য সফরে নিয়ে যাচ্ছেন। পত্রিকাটিতে বলা হয়েছে, 'শেরেবাংলা নগর নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতাল ও দেশের আটটি বিভাগীয় শহরে ক্যানসার হাসপাতাল' প্রকল্পের আওতায় ক্যানসার ইউনিট স্থাপনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু সামগ্রী ক্রয়ের প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শনে যুক্তরাজ্যে একটি কারিগরি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিবের স্বাক্ষর করা এ সফরসংক্রান্ত একটি অফিস আদেশ জারি হয়েছে। ওই অফিস আদেশে উল্লেখ আছে, ১৫ থেকে ২০ মে পর্যন্ত ছয়দিনের সফরে যুক্তরাজ্য যাচ্ছেন তিন কর্মকর্তা এবং একজন কর্মকর্তার পুত্রসন্তান। এ অফিস আদেশ জারি হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে সমালোচনা শুরু হয়েছে। ক্যানসার ইউনিটের উপকরণের প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন একটি কারিগরি বিষয়। এসব উপকরণ সম্পর্কে যাদের কারিগরি জ্ঞান আছে, এ সফরে তাদেরই যাওয়ার কথা। সে কথা বিবেচনা করে যে দুজন প্রকৌশলীকে সফরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাদের বেলায় কোনো আপত্তি নেই। তবে এ বিষয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, কারিগরি ওই কাজে মন্ত্রীর একান্ত সচিবের যাওয়ার কোনো যুক্তি আছে কি না। ক্যানসার ইউনিটের সামগ্রী বিষয়ে যেখানে তার নিজেরই কোনো দক্ষতা বা সম্পৃক্তা নেই, সেখানে তিনি সন্তানের নাম এ সফরসঙ্গীদের তালিকায় ঢুকালেন কীভাবে? অফিস আদেশে সরকারের কোন বিধান মতে কর্মকর্তাদের নামের সঙ্গে মন্ত্রীর একান্ত সচিবের সন্তানের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? এ বিষয়ে অফিস আদেশ স্বাক্ষরকারী যুগ্ম সচিবকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ফাইল যেভাবে অনুমোদন হয়ে আসে, চিঠি সেভাবেই করা হয়। তিনি অবশ্য আশ্বস্ত করেন, পুত্রসন্তানের খরচ মন্ত্রীর একান্ত সচিবই বহন করবেন। এক্ষেত্রে সরকারের কোনো অর্থ খরচ হচ্ছে না। যুগ্মসচিবের এ বক্তব্য কতটুকু গ্রহণযোগ্য? কর্মকর্তারা কি চাইলেই গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বিদেশ সফরে তাদের সন্তান বা আত্মীয়স্বজনদের সফরসঙ্গী করে নিয়ে যেতে পারেন? তাদের সফরের খরচ নিজে বহন করলেই কি সব জায়েজ হয়ে যায়?

জানা গেছে, মন্ত্রীর একান্ত সচিবের পুত্র সদ্য পড়াশোনা শেষ করে বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন। ক্যানসার ইউনিটের সামগ্রী সম্পর্কে তার কোনো কারিগরি দক্ষতা আছে কি না স্পষ্ট নয়। অতএব, তাকে সফরকারী দলের সঙ্গে যুক্তরাজ্যে নিয়ে গেলে সরকারের কোনো লাভ হবে বলে মনে হয় না। এ পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের অনেক কর্মকর্তারই প্রশ্ন, তাহলে সফরকারী দলের সঙ্গে তার যুক্তরাজ্যে যাওয়ার উদ্দেশ্য কী? অনেকের ধারণা, যুক্তরাজ্যের ভিসা পাওয়ার সুবিধার জন্য হয়তো তার নামটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখন সফর শেষে দেশে ফিরে এলেই হয়। মন্ত্রীর একান্ত সচিবের পুত্রকে কোন যুক্তিতে সফরকারী দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে সদুত্তর না পাওয়া পর্যন্ত মানুষের মনে এমন নেতিবাচক ধারণা থাকতেই পারে। এতে দোষের কিছু দেখি না। অতীতে দেখা গেছে, প্রভাব খাটিয়ে সরকারি দলের সঙ্গে বিদেশ সফরে গিয়ে অনেকেই সে দেশে থেকে গেছেন। এমনকি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সরকারি সফরকারী দলের সঙ্গে ইউরোপ-আমেরিকা গিয়েও দেশে ফিরে আসেননি। অতীতে অনেকে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে কিংবা প্রভাবশালী মহলের তদবিরের জোরে সরকারি হজ ব্যবস্থাপনা দলেও নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন। দেখা গেছে, হজ শেষে তাদের অনেকে সৌদি আরবে থেকে গেছেন। এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা কখনো বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি করেনি। বরং বাংলাদেশ সম্পর্কে সে দেশে নেতিবাচক ধারণারই জন্ম দিয়েছে। অভিজ্ঞতার আলোকে মন্ত্রীর একান্ত সচিবের পুত্রের যুক্তরাজ্য সফরের উদ্দেশ্য নিয়ে এখন যারা অন্য কিছু ধারণা করছেন, দেখা যাবে তাদের সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

হজ ব্যবস্থাপনা দলের প্রসঙ্গ যখন এলো, তখন এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা যাক। প্রতি বছরের মতো এবারও হজ ব্যবস্থাপনা দলে নাম অন্তর্ভুক্তি নিয়ে দুর্নীতির খবর পাওয়া যাচ্ছে। পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে, হজে স্বাস্থ্যসেবা দলে ৩ থেকে ৫ লাখ টাকা 'ঘুস' দিয়ে অনেকেই তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হজ নীতিমালা ২০১৮ অনুযায়ী, একজন স্বাস্থ্যকর্মীর স্বাস্থ্যসেবা দলে একবারের বেশি যাওয়ার সুযোগ না থাকলেও 'ঘুস' অনেকের জন্য তা সহজ করে দিয়েছে। অথচ, মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত তালিকার ১৮৯ সদস্যের একাংশ আগে একাধিকবার স্বাস্থ্যসেবা দলের সঙ্গে হজে গিয়েছেন। কেউ কেউ সাতবারও গিয়েছেন বলে জানা যায়। ঘুস দেওয়ার শর্ত অনুসারে অর্ধেক অগ্রিম দিতে হয়েছে এবং বাকি অর্ধেক দিতে হবে ফেরার পর। এ দুর্নীতির সঙ্গে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিব ও মন্ত্রণালয়ের অধীন নার্সিং অধিদপ্তরের কয়েকজন কর্মকর্তা জড়িত বলে শোনা গেছে। স্বাস্থ্যসেবা দলের সদস্যরা সরকারি খরচে হজ পালনের সুযোগের পাশাপাশি পদ অনুযায়ী সম্মানিও পেয়ে থাকেন। সর্বনিু পদধারী সদস্য পান ৪ থেকে ৫ লাখ টাকা। জানা গেছে, এ দ্বৈত সুবিধাই অসাধু কর্মকর্তাদের স্বাস্থ্যসেবা দল গঠন নিয়ে বাণিজ্য করার সুযোগ করে দিয়েছে; যে বাণিজ্যে উভয় পক্ষই লাভবান হচ্ছে। এবার স্বাস্থ্যসেবা দলের ১৮৮ জনের মধ্যে ৮৫ জন চিকিৎসক, ৫৫ জন নার্স, ফার্মাসিস্ট ২৪ এবং ওটি/ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ২৫ জন। দেখা গেছে, প্রতিবারের মতো এবারও এ বহরে একটি বিশেষ দলের লোকজনকে সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। তালিকার ১৪ শতাংশ চিকিৎসক ইসলামিক মিশন নামের একটি এনজিওর সঙ্গে জড়িত। কথিত আছে, এ এনজিওটি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের মতাদর্শী।

হাজিদের সেবার নামে সরকারি খরচে হজে যাওয়া নিয়ে অতীতে অনেক পানি ঘোলা হয়েছে। এতদিন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরের কম-বেশি ৩ শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রতিবছর সরকারি খরচে হজ পালন করে আসছিলেন। তাতে প্রতিবছর সরকারের ২০ থেকে ২৫ কোটি টাকা ব্যয় হতো। গত আট বছরে সরকারি খরচে হজ করেছেন ২ হাজারেরও বেশি ব্যক্তি। হজযাত্রীদের সেবার জন্য ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে হজ প্রশাসনিক দল, প্রশাসনিক সহায়তাকারী দল এবং কারিগরি দল গঠন করে হজের প্রশাসনিক সেবায় সরকারি ব্যয়ে সৌদি আরবে পাঠিয়েছে। তাদের কাজই হলো হজযাত্রীদের সেবা দেওয়া।

সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশ সফর নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হলেও বিদেশ যাওয়ার লোভ যেন কোনোভাবেই তাদের পিছু ছাড়ছে না। দেশের চলমান অর্থনৈতিক সংকটে ডলারের ওপর চাপ কমাতে কর্মকর্তাদের বিদেশ সফরের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও জনগণের করের অর্থে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের নামে বিদেশ ভ্রমণের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সংগত কারণেই প্রশ্ন জাগে-এ ধরনের সফর প্রকৃত অর্থেই সরকারি প্রয়োজনে, না কর্মকর্তাদের প্রমোদ ভ্রমণের জন্য? এতদিন শুধু সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশ সফরের কথা শোনা গেলেও এখন পরিবারের সদস্যকেও সঙ্গী করে বিদেশ সফরের কথা শোনা যাচ্ছে, যা মোটেও ভালো লক্ষণ নয়। পণ্যের গুণগতমান যাচাইয়ের নামে কারিগরি দক্ষতা না থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রীর একান্ত সচিব কীভাবে বিদেশে যাওয়ার জন্য নির্বাচিত হন! তিনি নিজেই যেখানে যোগ্য নন, সেখানে নিজ সন্তানকে কীভাবে সফরসঙ্গী করেন? যে বিদেশ সফরে কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া সরকারের কোনো লাভ নেই, জনগণের কোনো উপকার হয় না, তেমন বিলাসী সফরের কোনো প্রয়োজনও নেই। এভাবে অর্থের অপচয় করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সরকারি আদেশ ভঙ্গ করে বিদেশ সফরের নামে জনগণের করের টাকা অপচয় করার অধিকার তাদের কে দিয়েছে? সরকার যেখানে ব্যয় সংকোচন নীতি অনুসরণ করছে, সেখানে এ ধরনের ভ্রমণ অনুমোদন হয় কী করে? এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী-সচিবও দায় এড়াতে পারেন না।

একেএম শামসুদ্দিন : অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা, কলাম লেখক

ইসরায়েলের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে

ডালিয়া স্কাইডলিন

গাজায় রাফা নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে গত কয়েক মাসের উদ্বেগময় পরিস্থিতির অবসান ঘটাল ইসরায়েল। তাদের এই তৎপরতা সুচিন্তিত বলে মনে হয়নি। ইসরায়েলি মিত্ররা সতর্ক করেছে, রাফায় আক্রমণ হলে স্পষ্টত সেখানে অবস্থানরত ১০ লাখের বেশি মানুষের আশ্রয় বিপন্ন হবে। বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ঘোষণা দিয়েছিলেন, তিনি পুরোদমে হামলা চালানোর জন্য ইসরায়েলকে প্রয়োজনীয় অস্ত্রের জোগান বন্ধ করে দেবেন, যা কয়েক দশকের মধ্যে ইসরায়েলি স্বার্থের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় হুমকি। এদিকে ইসরায়েল দাবি করছে, হামাস যোদ্ধাদের চারটি ঘাঁটি ধ্বংস করতে হলে তাদের অবশ্যই রাফায় প্রবেশ করতে হবে। যদিও ইসরায়েলি বিশেষজ্ঞদের সন্দেহ, এই অভিযানে পরিস্থিতি পালটে যেতে পারে। মোসাদের সাবেক এক কর্মকর্তার মতে, বড়জোর এটা কৌশলগত একটা পদক্ষেপ হতে পারে। অভিযান শেষ হওয়ামাত্রই গাজার অন্যান্য অংশের মতো হামাস সেখানে ফিরে আসবে।

তাহলে ইসরায়েলি সরকার সেখানে হামলা চালাচ্ছে কেন? প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বারবার জোর দিয়ে বলেছেন, 'পুরোপুরি জয়' লাভের জন্য রাফায় আগ্রাসন অপরিহার্য। অস্পষ্ট এ কথার মানে হতে পারে, হামাসের সামরিক ও তৎপরতার সক্ষমতা ধ্বংস করে তাদের কাছ থেকে ইসরায়েলি জিম্মিদের ফিরিয়ে আনা। যদি ইসরায়েল এ পথ বেছে নেয়, তাহলে এ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে 'পুরোপুরি জয়ের' কৌশল বলতে তারা কী বোঝাতে চাচ্ছে, তা স্পষ্ট করতে হবে। ইসরায়েল সর্বাত্মক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েও হামাসকে নির্মূল করতে পারেনি। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী আইডিএফের মতে, যুদ্ধে ইসরায়েলের ১০ থেকে ১৪ হাজার যোদ্ধা মারা গেছে, যা অতিরঞ্জিত বলে মনে করা হয়। এখনও হামাস জিম্মিদের নিয়ন্ত্রণ করছে।

সরকারের 'পুরোপুরি জয়ের' নেশা ইসরায়েলের ইতিহাসে দেশটিকে বৈশ্বিকভাবে সবচেয়ে বেশি বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। বাইডেনের ঘোষণার আগে কানাডা ও ইতালি দেশটিতে নতুন করে অস্ত্র রপ্তানি বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছিল। কলম্বিয়া কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। তুরস্ক বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, যা এখনও বাতিল হতে পারে। তবে এই হুমকি অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক দিক থেকে কামানের গোলার মতো।

আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানার ভয় দেখাচ্ছে। বিশ্ববিবেক ইসরায়েলকে বয়কট করছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের ক্যাম্পাসজুড়ে প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। আন্তর্জাতিক ফোরামে ইসরায়েলপন্থি শিক্ষকদের অবস্থান সংকীর্ণ হয়ে আসছে। বিমানে ভ্রমণ বাতিলের ঘটনা পরিস্থিতি আরও কঠিনতর করে তুলছে এবং বিচ্ছিন্নতাকে জোরদার করছে।

ইসরায়েলে নিজ দেশেই ১ লাখ মানুষ পালিয়ে বেড়াচ্ছে। যুদ্ধের কারণে তাদের আয় ও মানসিক স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে। আর অসম্ভব হলেও গাজায় 'পুরোপুরি জয়ে'র আশায় মৃত সেনাদের কারণে প্রতিদিন অসংখ্য পরিবার শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। তথ্যপ্রমাণ বলছে, এই বিজয় অসম্ভব।

গত সপ্তাহের ইসরায়েল ডেমোক্রেসি ইনস্টিটিউটের এক জরিপে বলা হয়েছে, ৬২ শতাংশ ইসরায়েলি রাফায় অভিযানের পরিবর্তে জিম্মিদের ফিরিয়ে আনায় প্রাধান্য দেয় এবং শুধু ৩২ শতাংশ হামলা চালানোর পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। চ্যানেল ১৩-এর একটি জরিপে দেখা যায়, ৫২ শতাংশ ইসরায়েলি 'পুরোপুরি বিজয়' অর্জিত হবে না বলে মনে করে।

যুদ্ধ বন্ধ হলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে কাছের মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্কে অবিচ্ছেদ্য থাকবে। উত্তরে হিজবুল্লাহর সঙ্গে উত্তেজনা বৃদ্ধির হুমকি কমে আসবে। যুদ্ধ বন্ধ করতে হলে গাজার ব্যাপারে বাস্তবসম্মত কোনো পরিকল্পনা নিতে ইসরায়েলকে পাশ্চাত্যে ও আরব মিত্রদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে সৌদি আরবের সম্পৃক্ততার চুক্তিটি ভালো ও টেকসই হতে পারে, যে জন্য যুক্তরাষ্ট্রও চাপ দিচ্ছে। এ ছাড়া ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সম্পর্কে আদতে বড় ধরনের পরিবর্তনসহ ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরশীলতা আনতে এটি বহুমুখী পদক্ষেপ হতে পারে।

নিষ্ঠুর সত্য হলো, বেশির ভাগ ইসরায়েলির জন্য ফিলিস্তিনিদের জীবন চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আসল সত্য হলো, তাদের ভাগ্য ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। কেননা, প্রায় ৩৫ হাজার ফিলিস্তিনি হত্যা করা হয়েছে, যেখানে শিশু রয়েছে ১৪ হাজারের বেশি। যুদ্ধের সমাপ্তি মানে সংকটাপন্ন জীবনগুলো রক্ষা করা এবং যে কোনো নিষপাপ জীবন রক্ষা সবার জন্য বিজয়।

ইসরায়েল ভিন্ন ধরনের পথ বেছে নিতে পারে– জিম্মিদের মুক্ত করা, ফিলিস্তিনিদের জীবন রক্ষা করা, ইসরায়েলে বৈশ্বিক সম্পর্ক-বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত রাখা এবং চিরকালীন যুদ্ধে বিনাশ থেকে নিজেকে সুরক্ষা করা। পুরোপুরি জয়ের অযৌক্তিক প্রতিশ্রুতি মূলত ইসরায়েলের জন্য মোটা দাগে পরাজয়ই টেনে আনছে।

ডালিয়া স্কাইডলিন: রাজনৈতিক বিশ্লেষক; দ্য গার্ডিয়ান থেকে ভাষান্তর ইফতেখারুল ইসলাম

অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজে

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনিয়োগ নীতি সংস্কার, ইসরায়েলকে বর্জন, গাজায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনর্নির্মাণসহ এতে বেশ কিছু দাবি রয়েছে।

অক্সফোর্ডের মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্টোরি ও কেমব্রিজের কিংস কলেজের সামনে তাঁবু টানিয়ে বিক্ষোভ করছেন শিক্ষার্থীরা। 'গাজায় গণহত্যা থামাও', 'ইসরায়েলকে সহযোগিতা বন্ধ করো'-এমন স্লোগানসংবলিত প্ল্যাকার্ড ও ফিলিস্তিনের পতাকা দেখা যায় শিক্ষার্থীদের হাতে। বিক্ষোভকারীদের কারও কারও মাথায় ছিল ঐতিহ্যবাহী কেফায়া (ফিলিস্তিনিরা সাদা-কালো যে স্কার্ফ পরেন)।

অক্সফোর্ড অ্যাকশন ফর ফিলিস্তিন ও কেমব্রিজ ফর ফিলিস্তিন এক যৌথ বিবৃতিতে ইসরায়েল সরকারকে আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন দেওয়া বন্ধ করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ফিলিস্তিনিদের জীবনের বিনিময়ে মুনাফা করতে পারে না অক্সব্রিজ (অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ)। ইসরায়েলের অপরাধ আড়াল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি গড়ে উঠতে পারে না।'

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভের বিষয়ে সতর্ক করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। ক্যাম্পাসে ইহুদি শিক্ষার্থীদের সুরক্ষায় আরও পদক্ষেপ নিতে উপাচার্যদের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

গাজায় যুদ্ধ বন্ধ ও ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের দাবিতে গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে দেশটির দেড় শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভ চলছে ইউরোপের অন্তত ১২টি দেশে। তবে দেশে দেশে শিক্ষার্থী বিক্ষোভ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেগ উপেক্ষা করে গাজার রাফায় স্থল অভিযান শুরু করেছে ইসরায়েলি বাহিনী।

ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা : ক্যাম্পাসে তাঁবু টানিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেছিলেন আয়ারল্যান্ডের ট্রিনিটি কলেজ ডাবলিনের (টিসিডি) শিক্ষার্থীরা। গত বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ফিলিস্তিনের দখলকৃত ভূখণ্ডে কার্যক্রম পরিচালনা করে, এমন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দ্রুত সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। তবে টিসিডি ছাত্র ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট লাসজলো মোলনারফি এক বিবৃতিতে বলেছেন, টিসিডির সঙ্গে ইসরায়েলের বিদ্যমান সব সম্পর্ক ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

শিক্ষার্থীদের চলমান যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভের মুখে ইসরায়েলি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ভাবছে স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। দেশটির ৭৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিয়ে গঠিত একটি পরিচালনা পর্ষদ সিআরইউই গত বৃহস্পতিবার এ পরিকল্পনার কথা জানায়। সংগঠনটি দেশজুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভেও সমর্থন দিয়েছে।

বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ, এরপরও ধরপাকড় : যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে চলমান বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ হলেও কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করছে। আটক করেছে কয়েক হাজার শিক্ষার্থীকে। সম্প্রতি এক গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে। আর্মড কনফ্লিক্ট লোকেশন অ্যান্ড ইভেন্ট ডেটা প্রজেক্ট নামের একটি অলাভজনক মার্কিন প্রতিষ্ঠান গবেষণাটি করেছে। তাতে বলা হয়েছে, গত ১৭ এপ্রিল থেকে ৩ মে পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে হওয়া ৫৫৩টি বিক্ষোভ বিশ্লেষণ করেছে তারা। দেখা গেছে, এর মধ্যে ৯৭ শতাংশ বিক্ষোভ ছিল একেবারে শান্তিপূর্ণ। এরপরও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আড়াই হাজারের বেশি শিক্ষার্থীকে আটক করেছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, শান্তিপূর্ণ হওয়ার পরও বিক্ষোভে পুলিশের বাধা দেওয়ার অন্তত ৭০টি ঘটনা ঘটেছে। বাধা দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একসঙ্গে অসংখ্য শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির হিসাবে, গত ১৭ এপ্রিল কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ শুরুর পর থেকে ৩ মে পর্যন্ত অর্ধশতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ২ হাজার ৬০০ জনের বেশি শিক্ষার্থীকে আটক করেছে পুলিশ। পাশাপাশি বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করতে তাঁবু গুঁড়িয়ে দেওয়া, রাসায়নিকের ব্যবহার, লাঠিপেটাসহ নানাভাবে বল প্রয়োগ করেছে। অপরাধবিজ্ঞানীরা বলছেন, বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করার জন্যই মূলত বল প্রয়োগ করছে পুলিশ।

বিশ্বে সংঘাতে রেকর্ড

বছরে নিজ দেশের সীমানার ভেতর উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৫০ শতাংশের বেশি বেড়েছে। ২০২২ সাল শেষে এ সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ১১ লাখ। সংঘাতসহ নানা কারণে যাঁরা উদ্বাস্তু হয়ে নিজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে অন্য দেশে চলে যেতে বাধ্য হন, তাঁদের শরণার্থী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর যাঁরা নিজ দেশের সীমানার ভেতরই এক জায়গা থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হন, তাঁদের অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু ধরা হয়। বার্ষিক প্রতিবেদনে আইডিএমসি বলছে, সংঘাত ও সহিংসতায় বিশ্বের প্রায় ৬ কোটি ৮৩ লাখ মানুষকে অভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তু হতে হয়েছে। আর দুর্যোগের কারণে হয়েছেন আরও প্রায় ৭৭ লাখ মানুষ।

আইডিএমসির পরিচালক আলেকজান্দ্রা বিলাক বলেন, 'গত দুই বছরের বেশি সময়ে আমরা উদ্বেগজনকভাবে সংঘাত ও সহিংসতার কারণে নতুন করে রেকর্ডসংখ্যক মানুষকে অভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তু হতে দেখেছি।'

আলেকজান্দ্রা আরও বলেন, সংঘাত ও এর ফলে মানুষ যে ধ্বংসযজ্ঞের মুখোমুখি হয়, তা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন করে জীবন সাজাতে লাখো মানুষের বছরের পর বছর সময় লেগে যায়।

তরুণী পাচ্ছেন রাজকীয়

নিজের বোনকে বাঁচিয়েছিলেন তিনি। আর ওই বীরত্বের জন্য তাকে ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লস 'বেসামরিক বীরত্ব' ক্যাটগরিতে সম্মাননা জানাতে যাচ্ছেন।

সংবাদমাধ্যম বিবিসির তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে মেলিসা ও জর্জিয়া মেক্সিকোর পুয়ের্তো এসকোনদিদোর একটি অগভীর হ্রদে সাঁতার কাটছিলেন। তখন মেলিসাকে একটি কুমির টেনে পানির নিচে নিয়ে যায়। তখন জর্জিয়া হঠাৎ করে দেখতে পান তার বোন অজ্ঞান অবস্থায় এবং উলটো হয়ে পানিতে ভেসে আছে।

এরপর তিনি দ্রুত সেখানে গিয়ে তার বোনকে নৌকায় উঠানোর চেষ্টা করেন। তখন কুমিরটি আবারও আক্রমণ করে বসে। ঠিক তখন জর্জিয়া কুমিরটিকে মাথায় একাধিক ঘুষি মারেন এবং তার বোনকে নৌকায় তুলতে সমর্থ হন। কুমিরের হামলায় মেলিসা এতটাই আহত হয়েছিলেন যে তিনি কোমায় চলে যান। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি বেঁচে যান।

মেলিসার কব্জিতে বড় ক্ষত হয়। তার পেটে কামড়ের বড় বড় দাগের সৃষ্টি হয়। এছাড়া তার পা ও পায়ের পাতাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপরদিকে কুমিরটি জর্জিয়ার হাতে কামড় দেয়। সূত্র: দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট

জেএমজি ই-বাইক

বিবিসিসিআইর সাবেক সভাপতি বশির আহমেদ, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, বিবিসিসিআইর ডিজি এএইচএম নুরুজ্জামান, যুক্তরাজ্য সফররত সিলেট বিভাগ পেট্রোল পাম্প অ্যান্ড ওনার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ব্যবসায়ী হুমায়ুন আহমদ, এনটিভি ইউরোপের ডাইরেক্টর মোস্তফা সারোয়ার বাবু, সাংবাদিক রহমত আলী, প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান আশিক, কামরান আহমদ প্রমুখ। উদ্বোধনের আগে প্রতিষ্ঠানের সফলতা কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন হাফিজ আব্দুল ওয়াহিদ। উল্লেখ্য, এই প্রতিষ্ঠান থেকে ডেলিভারি ড্রাইভাররা আন্তর্জাতিক মানের বাংলাদেশী ই-বাইক কিনতে পারবেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতে

লেবার পার্টিতে যোগ দেওয়া কনজারভেটিভ এমপি হলেন নাটালি এলফিকে। তিনি ইংল্যান্ডের দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলের নির্বাচনী আসন ডোভার থেকে ২০১৯ সালে নির্বাচিত হন। নাটালি এমন এক সময়ে দল বদল করলেন, যখন দীর্ঘ ১৪ বছর পর ক্ষমতার দিকে যাচ্ছে প্রধান বিরোধী দল কেয়ার স্টারমারের লেবার পার্টি।

দল ছাড়ার বিষয়ে তিনি বেশ কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো অভিবাসী ইস্যু। নাটালি বলেন, 'আমাদের ঋষি সুনাকের ক্লান্ত ও বিশৃঙ্খল সরকারের ভগ্ন প্রতিশ্রুতি থেকে এগিয়ে যেতে হবে। যুক্তরাজ্য এখন ফ্রান্স থেকে অভিবাসী পারাপারে প্রথম সারিতে রয়েছে। ঋষি সুনাকের অধীনে, কনজারভেটিভ দলের গ্রহণযোগ্যতাও কমেছে বলে অভিযোগ তাঁর।'

নাটালির এমন দলত্যাগ অবাক করেছে অনেককেই। কারণ তিনি ছিলেন লেবার পার্টি ও দলটির প্রধানের কট্টর সমালোচক। কিন্তু সম্প্রতি অভিবাসী পারাপার সম্পর্কে সরকারের নীতির সমর্থন করতে পারছিলেন না তিনি। নাটালি বলেন, 'অভিবাসী প্রবেশ রোধে ঋষি সুনাকের সরকার আমাদের সীমান্তকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে।' এ ছাড়া সরকারের আবাসন নীতি নিয়েও মতপার্থক্য রয়েছে নাটালির। ঋষি সুনাকের অধীনে কনজারভেটিভরা অযোগ্যতা ও বিভাজনে ডুবেছে।

নাটালির আগে সম্প্রতি জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা খাতে জনগণ পর্যাপ্ত চিকিৎসাসেবা পাচ্ছে না, এটির উন্নয়নে সরকারের কোনো দৃষ্টি নেই-এমন অভিযোগ তুলে পদত্যাগ করেছেন ড্যান পোলডার। তিনিও বিরোধী দল লেবার পার্টিতে যোগ দিয়েছেন।

খুনের মামলায় যুক্তরাজ্যে

দেশ ডেস্ক, ১৭ মে ২০২৪ : সিলেটে অপহৃত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক দেলোয়ার হোসেনের কোনো খোঁজ পায়নি পুলিশ। তাকে কারা কোথায় নিয়েছে এ নিয়েও তথ্য নেই পুলিশের কাছে। তবে পুলিশকে দেওয়া জবানবন্দিতে বাবা ও স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগের তথ্য দিয়েছে পরিবার। সেই তথ্য ধরে পুলিশ যা পেয়েছে তাতে আরও কৌতূহল বেড়েছে পুলিশের।

পরিবারের সদস্যদের দেওয়া তথ্য ও পুলিশি তদন্তে পাওয়া গেছে, ১০ বছর আগে যুক্তরাজ্যে এক স্কুলছাত্র খুনের সন্দেহভাজন আসামি ছিলেন দেলোয়ার। গ্রেফতারও হন। পরে জামিনে বের হয়েই ২০১৪ সালে বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন। দেশে বিয়ে করেন। দুই সন্তানের বাবা তিনি। বিয়ের পর সিলেটের দক্ষিণ সুরমা এলাকায় পিরোজপুরে বাবার তৈরি বাড়িতেই থাকছেন। তবে ২০১৪ সালে যুক্তরাজ্য থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের কোনো তথ্য নেই ইমিগ্রেশন পুলিশের হাতে। এ নিয়ে তদন্তও চলছে। পুলিশ বলছে, তাকে পাওয়া গেলে জানা যাবে সে কোন পথে অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

গত ২ মে রাত ৯টার দিকে নগরীর কাজির বাজার সেতুর দক্ষিণ অংশ থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গাড়ি ও পোশাক ব্যবহার করে তুলে নেওয়া হয় দেলোয়ার হোসেনকে। এ ঘটনায় দক্ষিণ সুরমা থানায় অজ্ঞাতনামা ১০-১৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করের তার স্ত্রী। মামলার তদন্ত চলাকালে ৬ মে যুক্তরাজ্য থেকে বাংলাদেশে আসেন অপহৃত দেলোয়ারের বাবা সাকিক মিয়া। সেদিন রাত ৮.৫৫ মিনিটে ০১৭৩৬৬৮২০৯৬ নম্বর ব্যবহার করে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে দেলোয়ারের স্ত্রীর মুঠোফোনে একটি কল আসে। ৮ মিনিট ৮ সেকেন্ড স্ত্রী ও বাবার সঙ্গে কথা বলেন দেলোয়ার। কী কথা হয়েছে সে বিষয়ে পুলিশকে জানিয়েছেন দেলোয়ারের বাবা।

এসব বিষয় জানতে চাইলে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-কমিশনার (দক্ষিণ) সোহেল রেজা বলেন, ফোন কল পেয়েই তার বাবা ও স্ত্রী দক্ষিণ সুরমা থানায় এসে পুলিশের কাছে জবানবন্দি দেন। সেই জবানবন্দিতে তারা বলেন, সেদিন দেলোয়ার প্রথমে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন এবং জানান তিনি ভালো আছেন। পরে তার বাবা সাকিক মিয়ার সঙ্গে কথা বলার সময় দেলোয়ার বলেন, বাবা তুমি তো জানো আমাকে কোথায় নেওয়া হবে, লন্ডনের ঝামেলার কারণে আমাকে নেওয়া হয়েছে, তুমি দ্রুত আমার সন্তানদের লন্ডনে নেওয়ার ব্যবস্থা করো, সেখানে সপ্তাহে দুদিন আমার সঙ্গে তাদের দেখা হবে।

সোহেল রেজা জানান, লন্ডনের ঝামেলা সম্পর্কে তার বাবাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি জানান, লন্ডনে এক স্কুলছাত্র খুনের ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছিলেন দেলোয়ার। পরে জামিনে মুক্ত হয়ে ২০১৪ সালে বাংলাদেশ চলে আসেন। তার পর তাকে অনেকবার চেষ্টা করেও লন্ডনে ফিরিয়ে আইনের মুখোমুখি করতে পারেননি তার বাবা। এই পুলিশ কর্মকর্তা আরও জানান, তার বাবার কথার সূত্র ধরে পুলিশ তদন্তে যে তথ্য পায় তা হলো, সেন্ট্রাল লন্ডনের পিমলিকো এলাকায় ২০১৩ সালের ২৭ জানুয়ারি সন্ধ্যায় হানি নিচাম নামের ১৬ বছরের এক স্কুলছাত্রকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে একটি কিশোর গ্যাং। এ ঘটনায় দেলোয়ার সন্দেহ ভাজন হিসাবে গ্রেফতার হয়।

এদিকে ২০১৪ সালে দেলোয়ারের বাংলাদেশে প্রবেশের কোনো তথ্য নেই ইমিগ্রেশন পুলিশের হাতে। এ বিষয়টি নিশ্চিত করে উপকমিশনার সোহেল রেজা বলেন, ইমিগ্রেশন পুলিশের দেওয়া তথ্যমতে ২০০৭ সালের ২৬ জুলাই তিনি ব্রিটিশ পাসপোর্ট ব্যবহার করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। ওই বছরের ১৮ আগস্টে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাজ্যে ফিরে যান। এর পর আর তার ব্যবহৃত পাসপোর্টে বাংলাদেশে আসার কোনো তথ্য নেই।

ভারতে ঐশ্বরিয়ার সম্পত্তির

প্রায় ৭৭৬ কোটি রুপি। অভিষেক বচ্চনের স্ত্রী সম্পদের পরিমাণে পেছনে ফেলেছেন বর্তমান সময়ের অনেক নায়িকাদের। ঐশ্বরিয়ার পরে ভারতের ধনী নায়িকাদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে আছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। তার মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৬২০ কোটি রুপি।

তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছেন আলিয়া ভাট। তার মোট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৫১৭ কোটি রুপি। আর ভারতের ধনী নায়িকাদের তালিকায় চতুর্থ স্থানে আছেন কারিনা কাপুর খান। তার মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৪৮৫ কোটি রুপি। এরপরেই রয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন। এই অভিনেত্রীর মোট মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩১৪ কোটি রুপি।

তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে আছেন আনুশকা শর্মা। তার মোট সম্পত্তি ২৫৫ কোটি রুপির। ভারতের অন্যান্য ধনী নায়িকাদের মধ্যে আছেন মাধুরী দীক্ষিত নেনে (তার মোট সম্পত্তি ২৪৮ কোটির), কাজল (তার মোট সম্পত্তি ২৪০কোটির), ক্যাটরিনা কাইফ (তার মোট সম্পত্তি ২২৪ কোটির), শিল্পা শেঠি (তার মোট সম্পত্তি ১৫৮ কোটির), নয়নতারা (তার মোট সম্পত্তি ২০০ কোটির) ও রানি মুখার্জি (তার মোট সম্পত্তি ২০০কোটির)।

গাজায় যুক্তরাজ্যের

হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ডিসেম্বর থেকে গাজায় ২০০ গোয়েন্দা মিশন পরিচালনা করেছে যুক্তরাজ্যের রয়েল এয়ার ফোর্স (রাফ)। এরমধ্যে মার্চ মাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক মিশন পরিচালনা করা হয়েছে।

ক্লাসিফাইড ইউকে এ অভিযানের একটি রূপরেখাও প্রণয়ন করেছে। গত তিন ডিসেম্বর থেকে এ অভিযান শুরু করে যুক্তরাজ্য। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য জানাতে রাজি হয়নি ব্রিটিশ সরকার।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত পাঁচ মাস ধরে প্রতিদিন অন্তত একটি করে ফ্লাইট পরিচালনা করছে যুক্তরাজ্য, যা এখনো চলমান রয়েছে। এরমধ্যে গত মার্চ মাসে ৪৪টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। অন্যদিকে ইসরায়েল দক্ষিণের একমাত্র নিরাপদ শহর রাফা থেকে বিমান হামলা শুরু করেছে।

যুক্তরাজ্যের এসব গোয়েন্দা মিশনের তথ্য এমন সময় সামনে এসেছে যখন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং তার মন্ত্রীদের ওপর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির গুঞ্জন চলছে। এ ছাড়া আশঙ্কা করা হচ্ছে, মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব গ্রান্ট শ্যাপসসহ ব্রিটিশ কর্মকর্তাদেরও গাজায় যুদ্ধাপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি করা হতে পারে।

গাজায় পরিচালিত যুক্তরাজ্যের এসব গোয়েন্দা মিসর সাইপ্রাসে থাকা ব্রিটিশ বিমানঘাঁটি থেকে পরিচালনা করা হয়েছে। এসব গোয়েন্দা মিশন গাজার আকাশে প্রায় ছয় ঘণ্টার মতো সময় ধরে অবস্থান করেছে। এ ছাড়া এসব মিশন সব মিলিয়ে গাজায় ওপর নজরদারি চালিয়ে প্রায় এক হাজার ঘণ্টার ফুটেজ সংগ্রহ করেছে রয়েল এয়ার ফোর্স।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS
Legal Aid (Family, Housing & Crime)
Our contact: 07576 299951
Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসন বন্ধের প্রতিবাদ

অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজে এবার যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ

দেশ ডেস্ক, ১৭ মে ২০২৪ : ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসন বন্ধের দাবিতে এবার বিক্ষোভে নেমেছেন যুক্তরাজ্যের খ্যাতনামা দুই বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজের শিক্ষার্থীরা। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাঁবু টানিয়ে বিক্ষোভ করছেন তাঁরা। শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিয়েছে ইউরোপের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের দাবিগুলোর মধ্যে অন্যতম এটি। স্থানীয় সময় গত ৮ মে বুধবার লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন কয়েক শ শিক্ষার্থী। বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে একগুচ্ছ দাবি উত্থাপন করা হয়। ইসরায়েলকে সব ধরনের অর্থায়ন বন্ধ, ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন, ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

বোনকে বাঁচাতে কুমিরের সঙ্গে লড়াই

তরুণী পাচ্ছেন রাজকীয় সম্মাননা

দেশ ডেস্ক, ১৭ মে ২০২৪ : ৮০ কেজির দৈত্যাকার কুমিরের সঙ্গে লড়াই করে নিজের জমজ বোনকে বাঁচানো এক ব্রিটিশ তরুণীকে রাজকীয় সম্মাননা প্রদান করতে যাচ্ছেন রাজা তৃতীয় চার্লস।
সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, ৩১ বছর বয়সী তরুণী জর্জিয়া লোরি ২০২১ সালে তার জমজ বোন মেলিসা লোরির সঙ্গে মেক্সিকোতে ঘুরতে গিয়েছিলেন। সে সময় তার বোন মেলিসাকে আক্রমণ করেছিল ৮০ কেজির একটি কুমির। তখন নিজের জীবনের পরোয়া না করে ওই কুমিরটিকে ঘুষি মেরে ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

জেএমজি ই-বাইক শোরুমের উদ্বোধন

পূর্ব লন্ডনে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হলো জেএমজি বাইক এর শো রুমের। গত ১০ মে শুক্রবার পূর্ব লন্ডনের ক্যানন স্ট্রিটে জেএমজি কার্গোর দ্বিতীয় শাখায় নতুন এই শোরুমের উদ্বোধন করা হয়।
প্রতিষ্ঠানের এমডি মানির আহমেদের পরিচালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসময় উপস্থিত ছিলেন ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতে আবারও অস্থিরতা

লেবার পার্টিতে যোগ দিচ্ছেন কনজারভেটিভ এমপিরা

দেশ ডেস্ক, ১৭ মে ২০২৪ : যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতে আবারও অস্থির অবস্থা শুরু হয়েছে। জাতীয় নির্বাচনের এক বছরের কম সময় আগে ক্ষমতাসীন দল ছেড়ে প্রধান বিরোধী দল লেবার পার্টিতে যোগ দিচ্ছেন কনজারভেটিভ পার্টির এমপিরা। বর্তমান ঋষি সুনাকের নেতৃত্বে 'বিশৃঙ্খল' সরকার পরিচালনার অভিযোগ তুলে এক সপ্তাহের ব্যবধানে আরও এক টোরি এমপি দলছুট হয়েছেন। এটিকে প্রধানমন্ত্রী সুনাকের জন্য বড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে। খবর বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার। ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

ভারতে ঐশ্বরিয়ার সম্পত্তির পরিমাণ কত?

দেশ ডেস্ক, ১৭ মে : অনেকেই ভাবেন দক্ষিণী নায়িকা নয়নতারা বোধহয় ভারতের সবথেকে ধনী নায়িকা। কারণ তার নিজস্ব প্লেন রয়েছে। অনেকের ধারণা আলিয়া বা দীপিকাই সবচেয়ে ধনী। কিন্তু এই সব ধারণাই ভুল। ভারতের সর্বোচ্চ ধনী নায়িকার মুকুট এখনো সাবেক বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের দখলে।
নিউজ এইটটিনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছরের হিসেব অনুযায়ী, ঐশ্বরিয়ার বর্তমান সম্পত্তির পরিমাণ ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

সিলেটে ব্রিটিশ নাগরিক অপহরণ

খুনের মামলায় যুক্তরাজ্যে গ্রেফতার হন দেলোয়ার

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

বিশ্বে সংঘাতে রেকর্ড সাড়ে ৭ কোটি মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছে

দেশ ডেস্ক, ১৭ মে ২০২৪ : বিশ্বে ২০২৩ সাল শেষে রেকর্ড ৭ কোটি ৫৯ লাখ মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তু হয়েছেন। সুদান ও ফিলিস্তিনের গাজায় চলমান সংঘাতের জেরে এ সংখ্যা বেড়েছে। গত ১৪ মে মঙ্গলবার বেসরকারি সংগঠন ইন্টারনাল ডিসপ্লেসড মনিটরিং সেন্টার (আইডিএমসি) এ তথ্য জানিয়েছে।
সংগঠনটি বলছে, গত পাঁচ ---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP
Telephone: 0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk